রাজা শচীপতি রায়।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)



যশোহর মাগুরার উকিল

শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা,

৬।২ নং ঠাকুর ক্যাসল রোডস্থ

জয়দেব প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীশিবশঙ্কর বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



সন ১৩২৪ সাল।

মূল্য ১।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

য়ুরোপ খণ্ডে ভীষণ যুদ্ধকালে বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে বীর-যশোলিপ্সা উদ্দীপিত করা শ্রেয় মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র উপন্যাস রচিত হইল। ইহাতে একজন বাঙ্গালী যুবকও উদ্যম উৎসাহশীল হইয়া সমরাভিলাষী হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি

মাগুরা,
তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ,
সন ১৩২৪ সাল।

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাজা শচীপতি রায়।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

গ্রন্থারম্ভ।

বাসন্তী সন্ধ্যা সমাগতা। অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র তারকামালায় বেষ্টিত হইয়া উচ্চ নীলাকাশে সমুদিত। ধরণী দেবী সুগন্ধি বিবিধ বর্ণের কুসুমাভরণে সজ্জিতা। পরস্বাপহারী অর্থলোলুপ তস্করের ন্যায় পবন ধরাদেবীর কুসুমভূষণ পরিগ্রহণমানসে আকর্ষণ করিতেছেন কিন্তু লইতে পারিতেছেন না। গৃহে গৃহে সন্ধ্যাগমের শঙ্খ নিনাদ সমুত্থিত হইতেছে। ধূপের সুরভি গন্ধে গ্রাম সকল সুগন্ধিময় হইয়াছে। গোকুল হাম্বারবে ডাকিয়া বৎস সকল সমভিব্যাহারে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে। দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল বোধে গোপাল ধেনু বৎস্যাদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনন্দ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গৃহাভিমুখী হইতেছে। এমন সময়ে বীরভূম জেলার কুণ্ডল গ্রামে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুষ্পাঠী গৃহে এক ক্ষীণালোক দীপের সম্মুখে বাসুদেব ও তাঁহার দুইটী ছাত্র সজলনয়নে উপবিষ্ট। বাসুদেব দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "তোরা চ'লে গেলে আমিও সংসারে থাকব না। আমার স্ত্রী পুত্র কিছুই নাই। তোদের মমতায় সংসারে ছিলাম। জীবনে অনেক পাপ করেছি। এখন দেখব যোগ জীবনে কিছু পথ আছে কিনা।"

ছাত্রদ্বয় সজলনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরো! আমরা তবে আর কোথায় আপনার দর্শন লাভ ক'র্ব?"

বাসুদেব ঘটনাচক্রে পড়লে পর দু'একবার দেখা হ'তে পারে, সে

দেখা দেখা নয়। তোমরা বড় সঙ্কটে প'ড়ে, বড় বিপন্ন হ'লে, আমায় স্মরণ ক'র্‌লে আমার দেখা পাবে। তোমরা কে কি প'ড়বে স্থির করেছ ?

প্র, ছাত্র। আমি জাহাঙ্গিরাবাদ নগরে যেয়ে আরবি পারশি ভাল ক'রে প'ড়ব।

২য়, ছাত্র। আমি নবদ্বীপে কাব্য ও স্মৃতি প'ড়ব।

বা। তোমরা নাকি আমার সকল ছাত্রগণ পরস্পরকে ভাবীজীবনে চিন্‌বার জন্ত কানের নীচের দিকে সূচ ও কি কঠিন কালী দিয়া এক একটী সাঙ্কেতিক অক্ষর লিখেছ ?

ছাত্রদ্বয়। আজ্ঞে লিখেছি।

গুরু বাসুদেব ছাত্রদ্বয়ের কর্ণের পৃষ্ঠদিকে দৃষ্টি করিলেন। প্রথম ছাত্রের কর্ণের পৃষ্ঠ দিকে "জ ও" দ্বিতীয় ছাত্রের কর্ণের পৃষ্ঠদিকে "স"র অর্দ্ধাংশ লিখিত আছে দেখিলেন। গুরুদেব ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, "এ পাগলাম হ'লেও এতে তোমাদের সমবেদনা ও একতার একটু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি তোমাদিগকে কুশিক্ষা দিয়াছি কি সুশিক্ষা দিয়াছি জানি না। এই বিদায় কালে আমি তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বল্‌ছি। জীবনে আত্মাদর ও আত্মসম্মান কখনও ভুলনা। কখনও হীনকার্য্যে ব্রতী হ'ওনা। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আজীবন চেষ্টা করিও। সত্য ও ন্যায় পথ কখনও ছাড়িও না।"

ছাত্রদ্বয় সজলনয়নে গুরুচরণ বন্দনা করিলেন। গুরুও সাশ্রু নয়নে ছাত্রদ্বয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং প্রকাশ্যে বলিলেন, "মাতার সুপুত্র স্বদেশের গৌরব হও।"

গুরু শিষ্য কেহই আর কথা বলিতে পারিলেন না। ছাত্রদ্বয় বাষ্পাকুললোচনে স্বস্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুরুদেব অনেকক্ষণ একাকী চতুষ্পাঠী গৃহে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।



রাজা শচীপতি রায়

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রান্তরপার্শ্বে অরণ্যে।

"শয়তানি! কাফেরজাদী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! এত বড় সাহস? আমার চোখে ধূলি দিয়ে বাগানে পালাস্? জানিস্ আমরা পাঠান। পশুকুলের মধ্যে যেমন সিংহ, মানবজাতির মধ্যে তেমনি পাঠান। আমাদের সাহস, বীরত্ব, রাগ, দ্বেষ, সকলই ভয়ঙ্কর"—সেনানী রহিম খাঁন এই কথা বলিল।

"আমি ত দেখ্‌ছি পশুজাতির মধ্যে যেমন শেয়াল, মানবজাতির মধ্যে তেমনি তুমি। শেয়ালের ন্যায় আমাকে চুরি করে

নেছ'। পিশাচের মত আমার জাতি ধর্ম্ম নষ্ট করতে যাচ্ছ! বালিকার প্রতি অত্যাচার ক'রে আর সাহস ও বীরত্বের 'বড়াই ক'র না। তুমি আমায় চুরি ক'রে এনে জাতধর্ম্ম নষ্ট ক'রবার উদ্যোগী হ'য়েছ, আমাকে পালাতেও বাধা। ছি ছি! পাঠান কুলের কলঙ্ক"—একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা সেনানী রহিমের কথায় এই উত্তর করিল।

"দেখ্ কাফেরজাদী আমার সাম্নে দাঁড়ায়ে এরূপ কথা ব'লতে একটুও ভয় ক'রছিস্ না?"—রহিম পুনরায় এই কথা বলিল।

বালিকা পুনরপি বলিল—"হো!—হো!—হো! পাঠান সাহেব! তুমি হিন্দু মেয়ের প্রকৃতি জান না। হিন্দুর মেয়ের যতক্ষণ জাতি ধর্ম আছে, ততক্ষণ তাহার জীবনের প্রতি মমতা আছে। তাহার জাতি ধর্ম্ম নাশের উপক্রমে সে বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; সে জগতে কাহাকেও ভয় করে না। কাট না কাট, এই যে আমি গলা এগুয়ে দিচ্ছি। দেখনা আমি কেমন নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছি।" রহিম কোমলকণ্ঠে বলিল—"না না সুন্দরী! আমি তোমাকে কাটিব না। আমি তোমাকে সাদি ক'রব। আমি তোমাকে আমার প্রধানা বেগম করব।"

বালিকা বলিল—"কিছুতেই না। তুমি আমাকে এস্থানে একাকী দেখিতেছ। আমি একাকী নয়। ভক্তিমতী হিন্দু মেয়ের সহায় অসহায়ের সহায় হরি, ধ্রুবের হরি, প্রহ্লাদের হরি, দ্রৌপদির সখা কৃষ্ণ। তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে সহস্র পাষাণ গলিয়া যায়—কোটী কোটী পাষাণ কোথায় উড়িয়া যায়।

রহিম বলিল—"তবে দ্যাখ্ শয়তানী আমি এখনি তোর কি করি?"

রহিম খাঁন বালিকার হস্ত ধারণ করিতে অগ্রসর হইল। বালিকা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—"হরি, অসহায়ের হরি, বিপদবন্ধু হরি, দীনবন্ধু হরি আমাকে রক্ষা কর" বৃক্ষান্তরাল হইতে উত্তর আসিল—"ভয় নাই, ভয় নাই। হরি তোমার ত্রাণ কর্ত্তা, উদ্ধার কর্ত্তা পাঠিয়েছেন।"

এই উত্তর আসিবা মাত্র পাঠান সেনানী রহিমের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে সে বালিকার হস্ত ছাড়িয়া দিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে অসি চর্ম্ম ধারী এক বীর আসিয়া রহিমের সম্মুখে দাড়াইলেন।

রহিম সাহসে বুক বাঁধিয়া আগন্তুক বীরকে বলিল, "কাফের! তোর্ এত মরণের সাধ কেন?"

আগন্তুক বীর কহিল, "পাঠান্, কাহার মরণে সাধ হইয়াছে দ্যাখ্। বাহুতে বল থাকে যুদ্ধ কর্।"

রহিম। হো—হো—হো—কাফেরের সহিত যুদ্ধ? ধর্ তবে অসি ধর্।

রহিম আগন্তুক বীরের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্দ্ধ দণ্ড যুদ্ধ হইতে না হইতে আগন্তুক বীর রহিমের বক্ষে দুই হাঁটু দিয়া বসিয়া গলদেশে শাণিত তরবারি রক্ষা করিয়া বলিলেন, "কেমন পাঠান! যুদ্ধ সাধ মিটিয়াছে? বালিকা অপহরণের পিপাসা মিটিয়াছে?"

অপমানিত রাহিম কোন উত্তর করিল না। অপহৃতা বালিকা দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, "বীর! আপনার পবিত্র অসি এই দস্যুর রক্তে কলঙ্কিত ক'রবেন না। ঐ বক্ত লতা দিয়ে ওকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চলুন, আমরা চ'লে যাই।"

আগন্তুক বীর উত্তর করিলেন, "আমি ওকে প্রাণে মারব না। প্রাণে মারিতামও না। আচ্ছা তোমার কথামত কার্য্য করি।"

রহিমের হস্তপদ দৃঢ় বন্য লতায় দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল। আগন্তুক বীর রহিমের অসি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "পাঠান! এই ভাবে কিছু কাল বিশ্রাম কর। তোমার এই অসি আমি অরণ্য শেষে রেখে যাব।"

আগন্তুক বীর বালিকাকে বলিলেন, "চল ভুবনেশ্বরী চল। আমি তোমাকে তোমার শোককাতর পিতামাতার নিকট রেখে আসি। তুমি কি ঘোড়ার উপর আমার পিঠের দিকে আমার মাজার কাপড় ধরে ব'সতে পারবে ?"

অপহৃতা বালিকা ভুবনেশ্বরী তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমৎকৃত হইল। সে আগন্তুক বীরকে হিন্দু দেখিয়া তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করিল। বালিকা লজ্জিত ভাবে বলিল, "আপনি উঠাইয়া দিলে বোধ হয় কষ্টে শ্রষ্টে চলিতে পারিব।"

বীর অগ্রে অগ্রে চলিলেন, বালিকা পশ্চাতে চলিল। বৃক্ষান্তরালে হিন্দুবীরের প্রকাণ্ড শ্বেতাশ্ব ছিল। বীর লম্ফ প্রদানে অশ্বে আরোহণ করিলেন। বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বসাইলেন। প্রভুভক্ত অশ্ব হৃষ্ট মনে ত্বরিত গমনে চলিতে লাগিল। অরণ্য প্রান্তে উপস্থিত হইতে না হইতে হিন্দু বীর চারি জন মুসলমান সৈনিক কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে কোষো-মুক্ত অসি হস্তে রহিম খাঁন। তাঁহার পশ্চাতে ঐ ভাবে জাফর খা, তাঁহার দক্ষিণে বামে হোসেন ও করিম খাঁ। বালিকা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হিন্দুবীর বলিলেন, "ভয় নাই স্থির হইয়া বস।" আর কথা বলিবার অবসর হইল না। চারিদিক হইতে হিন্দুবীর আক্রান্ত হইলেন। তিনি দুই হস্তে অসি ঘুরাইতে লাগিলেন। দুর্দমনীয় বেগে পাঠানগণ অসি চালাইতে লাগিল। এক দণ্ডকাল

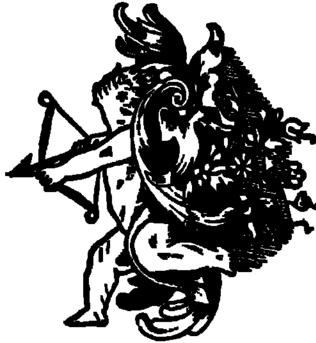
যুদ্ধ হইল। হিন্দুবীর প্রথমে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া রহিম খাঁকে অশ্ব হইতে ফেলিয়া দিলেন। হোসেন দক্ষিণ হস্তে গুরুতর আঘাত পাইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পতিত হইল। করিম মস্তকে আঘাত পাইয়া অচেতন অবস্থায় ভূতলশায়ী হইল। জাফর সঙ্গীগণের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্ব চারিটী লইয়া পলায়ন করিল। হিন্দু বীর বালিকা ভুবনেশ্বরীকে লইয়া সবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন। তিনি রহিমের অসি রহিমের পার্শ্বে রাখিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

দিল্লীর মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালের শেষ ভাগ। দক্ষিণা পথে মহারাষ্ট্র দেশে মহারাষ্ট্রী গৌরব শিবজীর সহিত সম্রাটের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে। মহারাষ্ট্র শৈলমালার মধ্যে দিল্লীর রাজকোষ হইতে আষাঢের বারি পতনের ন্যায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বর্ষিত হইতেছে। পার্ব্বত্য ইন্দুর শাসন করিতে যাইয়া মোগল সিংহের সিংহাসন টলমলায়মান হইয়াছে। দীল্লির রাজকোষ শূন্য হইয়াছে। সুবেদারগণের প্রতি অর্থ সংগ্রহের জন্য তাগিদ পত্রের পর তাগিদ পত্র যাইতেছে। জিজিয়া প্রভৃতি হিন্দুর মাথাগণ্ডিকর সৈনিক বলে সংগৃহীত হইতেছে। সুবেদারগণ অর্থ সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত থাকায় তাঁহাদিগের শাসনদণ্ড পরিচালনে হস্ত শিথীল হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর গৃহে গৃহে হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। সর্ব্বত্র বিদ্রোহবহ্নি ধূমায়মান হইতেছে। দস্যু তস্কর উচ্চশীর্ষ হইয়া বসিয়াছে। রাজকর্মচ্যুত পাঠান সৈনিকগণ ও ইতর জাতীয় হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া নায়ক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক নিরত দস্যুতা করিতেছে। ইংরাজ শাসনের প্রথমাবস্থায় যে পিণ্ডারি দস্যু ও ঠগ দস্যুর কথা শুনা যায়, তাহাদের উৎপত্তি এই সময় হইতেই সমুৎপন্ন হইতে থাকে।

ইয়ুরোপ মহাদেশখণ্ডে প্রতি অরাজকতা কালে যে সকল মহাবীর

দলবদ্ধ হইয়া স্বার্থত্যাগী পরহিতব্রত সৈনিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিপন্ন লোকের উদ্ধার সাধন করিতেন, তাঁহারা রাজার নিকট হইতে নাইট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। হতভাগ্য ভারতবর্ষে নাইট উপাধি ছিল না বটে, কিন্তু নাইটের স্থলাভিষিক্ত লোকের অভাব ছিল না। অন্য দেশের কথায় কাজ নাই, যে বঙ্গভূমি নিস্তেজ কাপুরুষ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত সেই বঙ্গে মুকুট রায়, রাজা সীতারাম রায়, রাজা শত্রুজিত সিংহ, রাজা রামচন্দ্র, রাজা চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ঈশার্খাঁ, ফজেল গাজী প্রভৃতি বীরগণ যে দস্যু তস্কর নিপীড়ন করিয়া ভূম্যধিকারী ও রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, তাহা অনেক ইতিহাস পাঠক পুরাতত্ত্ববিৎ অবগত আছেন। আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগে যে হিন্দুবীরের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি ইয়ুরোপ মহাদেশবাসী হইলে নিশ্চয় নাইট উপাধিতে ভূষিত হইতেন। তিনি কেদার রায়, শত্রুজিৎ সিংহ বা রাজা সীতারামের ন্যায় রাজ্যলিপ্সু দস্যুপীড়ক হইলে বঙ্গদেশের এক জন রাজা বা মহারাজা হইতেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হিন্দুবীর স্বার্থত্যাগী রাজ্যলিপ্সা বর্জ্জিত সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন। সকল স্বাধীন দেশেই বীরপূজা প্রচলিত আছে—বীরের কীর্ত্তিরক্ষার প্রথা আছে। হতভাগ্য বঙ্গদেশে বীরপূজা মহাপাপ। সদাশয় পরোপকারী বাঙ্গালী বীরের নাম স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত পাপ হইবে কি না জানি না। বাঙ্গালী পাঠক এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই বাঙ্গালী বীরের জীবনী পর্য্যালোচনা কর। তাঁহার পরোপকার ব্রতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার আদর্শ পবিত্র জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া যদি তোমার হৃদয়ে পূর্ব্ববর্ত্তি বাঙ্গালী বীরের প্রতি কিছু মাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয় —বাঙ্গালী জাতির প্রতি কিছু মাত্র শ্রদ্ধা জন্মে, তোমার জীবন যদি একটু, স্বজাতীয় বিপন্নের উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়, তবেই আমার

লেখনী ধারণ স্বার্থক। যে জাতির লোক আপনার জাতিকে ভক্তি সম্মান করে না, যে জাতির লোকে পূর্ব্বপুরুষের নামে ভক্তি পূর্ণ না হয়, যে জাতির লোক আপনার জাতিকে মাননীয় সভ্রান্ত মনে না করে, সে জাতির লোকের উন্নতির আশা নাই। জাতিগত সম্মান হইতেই পরিবারগত সম্মান ; পরিবারগত সম্মান হইতেই ।ব্যক্তিগত সম্মান। বাঙ্গালী ! তুমি আপনার জাতিকে আদর সম্মান করিতে শিক্ষা কর। তোমার পূর্ব্বপুরুষের নামে ভক্তিমন্ত হও।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহপ্রাঙ্গনে।

শিবশঙ্কর গুপ্ত কাব্যবিনোদ রাঢ় অঞ্চলের একজন রাঢ়ি শ্রেণীর বৈদ্য। শিবশঙ্কর হইতে তাঁহার ঊর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই খ্যাতনামা উপাধিধারি চিকিৎসক ছিলেন। পাঠান রাজত্বের কাল হইতে আওরঙ্গজেবের শাসনের শেষ পর্য্যন্ত এই বংশীয় কবিরাজগণ প্রধান প্রধান রাজপুরুষের চিকিৎসা করিয়া প্রভূত সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। কবিরাজ শিবশঙ্করের জাইগীর নিষ্কর ও জমিদারীর আয় প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা। প্রবাদ এইরূপ শিবশঙ্করের গৃহে লক্ষাধিক মুদ্রা সঞ্চিত আছে। শিবশঙ্কর রাঢ় দেশের একজন মান্যগণ্য কবিরাজ। আধুনিক কাটোয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত কোন পল্লীতে তাঁহার অধিবাস। তাঁহার বৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী। বাটীর চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ জলপূর্ণ দীঘিকা। তাঁহার বাটীতে দেবালয়, অতিথিশালা, চতুষ্পাঠী ও চিকিৎসালয় আছে। শিবশঙ্করের একমাত্র কন্যা, নাম ভুবনেশ্বরী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্য রজনীতে শিবশঙ্করের বাটীতে ডাকাতি হইয়াছে। দ্বাদশটী অশ্বারোহী ও অন্যূন বিংশতি পদাতিক দস্যু তাঁহার বাটী আক্রমণ করিয়াছিল। দস্যুগণ ধন সম্পত্তি কিছুই লইতে পারে নাই। তাঁহারা তাঁহার দ্বাদশবর্ষিয়া অনূঢ়া কন্যা ভুবনেশ্বরীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বহির্ব্বাটীতে শিবশঙ্কর প্রতিবেশী প্রজা, কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃপুরে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর আর্ত্তনাদে অন্তঃপুর শব্দিত হইতেছে।

চৈত্রের প্রারম্ভে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে বাসন্তী রজনীর মধ্যভাগে তাঁহার বাটীতে দস্যুতা হইয়াছে। পূর্ব্ব গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অরুণের সুচারু বদন প্রকাশ হইবার পূর্ব্ব ছ্যুতিতে পূর্ব্ব গগন শোভাময়। মানবের সুখ-দুঃখ-অনভিজ্ঞ কোকিল শিবশঙ্করের রসাল কাননের বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিয়াছে। দোয়েল বকুল শাখায় বসিয়া উচ্চ শীষ দিতেছে অন্যান্য পতত্রিকুল স্ব স্ব রবে কানন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। মলয়ানিল যেন জাগ্রত হইয়া কুসুম কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গে কুসুম সুগন্ধ মাখিবার চেষ্টা পাইতেছে। পবনের রঙ্গ দেখিয়া নব কিসলয় ও কুসুম সকল হাঁসিতে হাঁসিতে একে অন্যের গায়ে পড়িতেছে। ব্রততী সুন্দরীগণ পলায়নের চেষ্টা পাইতেছে। এই সময়ে শোণিতরঞ্জিত-বাস এক অশ্বারোহী বীর একটী বালিকা সহ শিবশঙ্করের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্ব-পদধ্বনিতে বহির্ব্বাটীর সকল পুরুষের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলে অশ্বারোহী বীর ও বালিকার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দাশ্রুতে শিবশঙ্করের মুখ প্লাবিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই শুভ সংবাদ অন্তঃপুরে প্রচারিত হইল শিবশঙ্করের পত্নী সতী কুটুম্বিনী ও পরিচারিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া

বহির্ব্বাটিতে আগমন করিলেন। তিনি কন্যা ভুবনেশ্বরীকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। মাতার নেত্রযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। শিবশঙ্কর আগন্তুক বীরের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় লইতে সমুৎসুক হইলেন।

হায়! হায়! শিবশঙ্কর আগন্তুক বীরের পরিচয় লইবেন কি? তিনি দেখিলেন বীরের বাম বাহুমূলে সাংঘাতিক আঘাত। তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে বীরের বর্ম্ম কাটিয়া হস্তমূল কাটিয়াছে। রুধির-পাতে তাঁহার সকল বস্ত্র সিক্ত হইয়াছে। বীরের অধিক শোণিতপাতে সেই বীরবপু রক্তহীন শ্বেত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। শিবশঙ্কর ক্ষিপ্র হস্তে বীরের বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইলেন। ক্ষত স্থানের দুই মুখ একস্থানে করিয়া পত্র বিশেষের রসের দ্বারা শোণিতপাত বন্ধ করিলেন ও বস্ত্রাংশ দ্বারা ক্ষত স্থান বন্ধন করিলেন। বীর অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলেন। শিবশঙ্কর খলে গুলিয়া তাঁহাকে দুইটী বড়ী সেবন করাইলেন। এই সকল কার্য্য করিতে করিতে বীরের শরীর অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। বেলা দুই দণ্ডের সময় কম্প দিয়া তাঁহার বিষম জ্বর আসিল। প্রবল জ্বরে বীরের জ্ঞান লোপ হইল। শিবশঙ্কর কন্যা ভুবনেশ্বরীর নিকটও বীরের কোন পরিচয় পাইলেন না। তিনি কন্যার প্রমুখাৎ এইমাত্র জানিতে পারিলেন এই যুবক তাঁহার কন্যার উদ্ধারকর্ত্তা ও অসাধারণ বীর।

দস্যুতার পর তিন দিন তিন রাত অতীত হইয়াছে। চতুর্থ দিনের প্রাতঃকাল। শিবশঙ্কর প্রাতঃকৃত্য করিতে গমন করিয়াছেন। সতীও তথায় উপস্থিত নাই। ভুবনেশ্বরী শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত সরস্বতী প্রতিমার ন্যায় যুবকের শিরোদেশে উপবেশন পূর্ব্বক ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল জল যুবকের ললাটে অর্পণ করিতেছেন। এমন

সময়ে পীড়িত যুবক একবার নেত্র উন্মীলন করিলেন। তিনি একবার মুখ ব্যাদন করিলেন। তিনি পুনরায় নয়ন মুদিয়া বলিলেন—"জল, জল, বড় পিপাসা।"

ভুবনেশ্বরীর আহ্লাদের সীমা থাকিল না, তিনি চীৎকার করিয়া "বাবা বাবা" করিয়া ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ব্যস্তভাবে সেই গৃহে আগমন করিলেন। তিনি বালিকার মুখে যুবকের জ্ঞানলাভ ও জলপ্রার্থনার কথা শুনিলেন। তিনি যুবককে বিশুদ্ধ শীতল জল পান করিতে দিলেন ও ঔষধ সেবন করাইলেন। তিনি যুবকের সহিত দুই চারিটী কথা বলিলেন। কথায় বুঝিতে পারিলেন পীড়িত ব্যক্তি সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

শিবশঙ্কর ও তদীয় পত্নীর আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত শুশ্রূষায় যুবকের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল। কবিরাজ পরিবারে সকলেই পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা ভুবনেশ্বরীই বেশী আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। ভুবনেশ্বরী যে কয়েকটী উপকথা জানিতেন, যে কয়েকটী ভূতের গল্প শুনিয়াছিলেন, ও যতগুলি দস্যুতার বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলেন, সবগুলি একে একে পীড়িত যুবককে শুনাইলেন। সুয়োরাণী, দুয়োরাণীর উপন্যাস, তিন্তিড়ী বৃক্ষে মস্তকশূন্য ভূতের কথা এবং বটবৃক্ষের ডালে সন্ধ্যাকালে নাসিকাহীনা প্রেতিনীর আবির্ভাবের গল্প, একবার নয়, দুইবার নয় দশবার রোগীকে শুনাইলেন। যখন এই সকল গল্প করিতেন তখন তাঁহার মুখে আগ্রহের ভাব একটা জাগিয়া উঠিত—চোখে কখন আনন্দ, কখনও নিরানন্দ, কখনও বা শঙ্কার ভাব খেলা করিত। পীড়িত বীরও আনন্দ উৎসাহের

সহিত ভুবনেশ্বরীর সকল গল্প মনোযোগের সহিত শুনিতেন। তিনি আরও বুঝিলেন বালিকা সরল ও অমায়িক। বালিকার চরিত্র নির্ম্মল, বালিকার মন উচ্চাশায় পূর্ণ। বালিকার হৃদয় পরোপকার, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম প্রভৃতি সৎগুণে পূর্ণ। বালিকার গর্ব্ব অহঙ্কার নাই। তাহার ছোট বড় ভেদ নাই। বালিকা নিজে গুণবতী ও গুণগ্রাহী। সে বসন ভূষণ ও ধন অপেক্ষা সৎগুণেরই বেশী আদর করে। বালিকার ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল। দেব দ্বিজের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি। যুবক বালিকার সহিত যত কথা বলিতে লাগিলেন তিনি তাহাকে ততই ভাল বুঝিতে লাগিলেন। বালিকাও খেলা-ধুলা ও সমবয়স্কা বালিকা ছাড়িয়া পীড়িতের নিকট উপবেশন করাই সুখকর মনে করিতে লাগিলেন, তিনি আবদার করিয়া যুবককে ঔষধ পথ্য খাওয়াইতে লাগিলেন। বালিকার আবদারে পীড়িত যুবক তাহাকে অধিকতর আত্মীয় ও অধিকতর স্নেহপরায়ণ মনে করিতে লাগিলেন।

অবসর মতে শিবশঙ্কর অনেক সময় যুবকের নিকট বসিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সতীও পীড়িত যুবককে ত্যাগ করিয়া অতি অল্প সময়ের জন্ত অন্ত কর্ম্মে গমন করিতেন। শিবশঙ্কর যেমন পণ্ডিত সেই রূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি রাঢ় দেশের সকল বৈদ্যগণের বংশপরিচয় জানিতেন। তিনি পূর্ব্বেই যুবকের মুখে অবগত হইয়াছিলেন যে যুবক বৈদ্যজাতীয়। আর একদিন কথা য় কথায় যুবকের সবিশেষ পরিচয় লইলেন। তিনি যুবকের পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট ও আপনাকে সম্মানিত মনে করিতে লাগিলেন। রাঢ় দেশে এই যুবকের বংশ মর্য্যাদা বৈদ্যমাত্রেই অবগত ছিলেন। এই বংশের দেব দ্বিজে ভক্তি ও পরোপকারবৃত্তির কথা রাঢ় দেশের সকলেই অবগত ছিলেন। এই পরিবারের দেব সেবা ও অতিথি সেবার সুখ্যাতিতে বঙ্গদেশ পূর্ণ ছিল। শিবশঙ্কর পরিচয়ে জানিলেন এই সদাশয় যুবক

জমিদার পুত্র। যুবকের পিতাকে শিবশঙ্কর চিনিতেন। এই যুবকের নাম শচীপতি রায়। বীরযুবক অধিকাংশ পৈত্রিক সম্পত্তি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে ও সৈন্যদল গঠনে ব্যয় করিয়াছেন। যুবকের ব্যবসা দস্যুতা নিবারণ।

যুবক সুস্থ হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শিবশঙ্কর আজকাল করিয়া যুবককে কয়েক দিন যাইতে দিলেন না। একদিন সন্ধ্যার পর শিবশঙ্কর ও তদীয় পত্নী যুবককে এক নিভৃত কক্ষে ডাকিয়া লইয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন "বাবা শচী, তুমি আমাদের কন্যার উদ্ধারকর্ত্তা আমাদের দ্বাদশ বর্ষিয়া অনূঢ়া কন্যা নিশীথ সময়ে পাঠান কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। তাহার পবিত্রতা তুমিই জান। তুমি আমাদের সমান ঘরের ছেলে ও বড় জমিদারের পুত্র, তুমি রূপে গুণে কার্ত্তিক। আমাদের কন্যাও রূপে গুণে তোমার অনুপযুক্ত নয়। কি বল বাবা, কি বল?" শচীপতি হাঁসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি গৃহি হইলে আপনাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হইতাম। আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে কখন মরি কখন বাঁচি ঠিক নাই। আমার জমিদারি আর নাই। আমার সকল সম্পত্তি প্রায় নষ্ট করিয়াছি। দস্যুতে আমার চতুঃপার্শ্বে সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিবে; আর আমি আমার জমিদারীর আয়ে সুখ ভোগ করিব এ কখনই হইতে পারে না। আমি বঙ্গের দস্যু দমন ক'রব। আমি বিপন্ন পথিককে উদ্ধার কর'ব। একটি দস্যুতা নিবারণ ক'রেও যদি আমি মরি, তবে আমার জীবন সার্থক জ্ঞান কর্‌ব। আপনার ধন আছে, আপনার কন্যার রূপ গুণ আছে, আপনার বংশ মর্য্যাদা ও কুলগৌরব আছে আমি আপনার কন্যার পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিব— প্রাণপণ যত্নে তাহার বিবাহের সহায়তা ক'র্‌ব।"

শচীপতির স্বর এত দৃঢ় যে শিবশঙ্কর ও তাঁহার পত্নী আর কথা বলিতে পারিলেন না এ পরহিতব্রত মহাপুরুষ বিবাহ করিবে না।

তাঁহারা ২।১ দিনের মধ্যে শচীপতিকে বিদায় দিলেন। তিনি বিদায়কালে দেখিলেন বালিকা ভুবনেশ্বরীর মুখ সর্ব্বাপেক্ষা ম্লান এবং তাঁহার বিদায় কালে তাহার আয়তপদ্মনেত্র হইতে দুই বিন্দু অশ্রু সকলের অলক্ষিতে গণ্ডদেশ বহিয়া ভূতলে পতিত হইল। যুবক অশ্বে আরোহণ করিয়া সবেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সদলে।

বর্ত্তমান সময়ে বীরভূম ও দুম্‌কা জেলার সন্ধিস্থলে যে সকল তরুলতা শোভিত অনুচ্চ শৈলমালা বিরাজ করিতেছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে বহুসংখ্যক ডোম বাগ্‌দী জাতীয় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও বাঙ্গালী ভাবাপন্ন সাঁওতাল কোল বাস করিত ও করে। সাঁওতালগণ পর্ব্বত গহ্বরে ও পত্র নির্ম্মিত কুটীরে বাস করিত। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ বনপার্শ্বে শৈলপ্রান্তে সমতল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে পল্লীগ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক বসবাস করিত। ইহাদের মধ্যে যাহাদের একটু সঙ্গতি ছিল, তাহারা মহীষ, বলদ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া হল কর্ষণে শস্যাদি উৎপন্ন করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং যাহাদের কোন সম্বল ছিল না, তাহারা মজুরি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। কেহ কেহ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিত, কেহ কেহ পশু পক্ষী শিকার করিয়া চর্ম্ম পালক ও মাংসাদি বিক্রয় করিত। ইহারা সকলেই শ্রমশীল সবল দেহ ও শিকার পটু ছিল। ইহাদের স্বভাব কোমল কর্দ্দম সদৃশ ছিল। ইহাদিগকে শিক্ষা দিলে

পরোপকারী স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ হইত এবং কুশিক্ষা পাইলে ইহারা দস্যু তস্করও হইত। ইহাদের মধ্যে আর্য্য অনার্য্য নাম প্রচলিত ছিল। ইহাদের নাম ঝণ্টু, পেণ্টু, লাণ্টু প্রভৃতিও থাকিত। আবার ইহাদিগের মধ্যে ভজন, সাধন, ভকত, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতিও থাকিত। আচার ব্যবহারে আর্য্য অনার্য্যে বড় প্রভেদ ছিল না।

একটি সমতল অনুচ্চ শৈল-শিখরে বহুসংখ্যক শাল তরু অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। শাল তরুর নিম্নে কোমল ঘাসসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। শালবৃক্ষগুলি দূরে দূরে অবস্থিত হইলেও পরস্পরের শাখা পল্লব সম্মিলিত হওয়ায় বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নদেশ বেশ শীতল ও ছায়াযুক্ত ছিল। এইরূপ মনোহর ছায়াময় তরুশ্রেণীর নয়ে মধ্যাহ্ন সময়ে ভজন তাহার দল লইয়া উপবিষ্ট আছে। সেই মধ্যাহ্ন সময়ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভজন কহিল, "আরে ভাইয়া ঝণ্টু। আমাদের রাজা ত আইল নারে। রাজার জন্তে আমার পরাণটা থপ থপ কচ্ছে। আজ এক মাস আট দিন রাজা মোদিগকে ছেড়ে গেছে।" ঝণ্টু উত্তর করিল, "হামি ত আগাড়ি রোজ রাজাকে দেখে এসেছি, রাজার হাতে তরালের বড় কঠিন চোট লেগেছে। রাজা মর মর হয়ে ছিল। রাজা বল্লে আমি আর সাত দিন পরে দলে যাব।" পেণ্টু কহিল "রাজা আসে কি না সন্দেহ, একটা খপ্‌সুরাৎ লেড়কী দারা দিন রাত রাজার শিয়রে বসে থাকে।" ভজন পুনরপি বলিল; "আরে পেণ্টু অমন কথা বলিস নারে, অমন কথা বলিস না। রাজা লেড়্‌কীর মুখ দেখে ভুলবার আদমী নয়। শত শত সুন্দর লেড়্‌কীর রাজার সঙ্গে সাদি দিতে চেয়েছে। রাজা পরের কাজে জমিদারি উড়াইয়া দিল। রাজা কেবল ঘোড়া আর অস্ত্র কেনে। রাজার রাজ্য নাই, দিন নাই, আমাদের সঙ্গে বনে বনে পথে পথে ঘুরে, আজ

বিপন্ন পথিক বিপন্ন গৃহস্থের উপকার করে। ভগবান রক্ষা ক'চ্ছেন, রাজা ত রোজই মর্‌তে পারে। অমন সাহস অমন অস্ত্রচালনা কারো দেখেছিস কি ?" ঝণ্টু আবার কহিল, "ভেবেই দেখ না ? আমরা কি ছিলাম কি হ'য়েছি। আমরা জানোয়ার ছিলাম, রাজার গুণে মানুষ হ'য়েছি। পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝেছি।" লাণ্টু কহিল, "হাঁ হাঁ ঝণ্টু সাচ্চা বাত কহেছিস,রাজার লেড়্‌কা দো মহলায় তে মহলায় থাকত, ক্ষীর সর দই দুধ-মণ্ডা মিঠাই খাইত। সে এখন পরের জন্য পাহাড়ের উপর কুড়ে ঘরে বাস ক'রে। বুনো ফল. শিকারের মাংস, ভুট্টা পোড়া, নুন, ছাতুয়া বা কখন কখন দুটা ভাত খায়। পরের জন্য সব জমিদারি নষ্ট করেছে। কেবল ঠাকুর সেবায় জমি জমাটুকু আছে। অমন রাজা হোবে নারে, অমন রাজা হোবে না। অমন আদ্‌মি কোবে নারে, অমন আদমি হোবে না।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ছয়টী যুবতী স্ত্রীলোক ও আটটী বালক রুদ্ধ শ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "ও সরদার—রাজা আইছে রে রাজা আইছে, ঘোড়ায় আইছে।"

এই কথা বলিতে না বলিতে এক অশ্বারোহী বীর ত্বরিত গমনে সেই তরুতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় দুই শত বালক বালিকা, স্ত্রী পুরুষ, তথায় সমবেত হইল। সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রাজা সাহেব কো জয়, রাজা বাহাদুর কো জয়, বড় সরদার জিকো জয়।" যুবতি বালিকা ও বালকগণ রাজার শরীরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। যুবতি বালিকা ও বালকগণ বাঁশী, মাদোল বাজাইয়া রাজার অভ্যর্থনা গীত গাহিল। রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই নবীন তৃণাসনে সেই লোকদিগের সঙ্গে বসিলেন। স্ত্রী পুরুষ সকলে সমভাবে রাজার চারিদিকে বসিল। দুই পক্ষের কুশল প্রশ্ন হইয়া

গেল। রাজা প্রত্যেকের, ছোট্ ছোট ছেলে মেয়ের পর্য্যন্ত, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বশেষে রাজা বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আমাকে 'রাজা' বল্‌তে মানা ক'রেছি, তবে তোমরা আমাকে 'রাজা' বল কেন? তোমরা আমাকে রায় মহাশয়, রায় ঠাকুর বা সর্দ্দার বল্‌তে পার।"

ভজন রাজার কথার উত্তর করিল, "আরে রাজা, তুই অন্যের রাজা হইস বা না হইস তুই মোদের বুকের রাজা। তুই মোদের গুণের রাজা। তুই দানের রাজা ও তুই মোদের দলের রাজা। আরে শুন্‌তে পাই কৃষ্ণ বিনা যেমন ব্রজের রাখাল কাঁদত। কৃষ্ণ বিনা যেমন গোয়ালার ঝি কতগুলা পাগল হত, তুই বিনা যে মোর তেমনি হইরে। এক মাস আট দিন আমাদের গায়ে বল ছিল না, খাইতে ইচ্ছা ছিল না, আমোদ ছিল না ও উৎসব ছিল না। তুই মোদের নন্দদুলাল, তুই মোদের গোপাল, তুই মোদের রাজা"—এই বলিতে বলিতে প্রবীণ পুরুষ ভজনের নয়নযুগল অশ্রু প্লাবিত হইল। অশ্রুপ্রবাহ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। রাজার দশাও সেইরূপ, তাঁহারও আঁখিযুগল হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ কিছু কাল নীরবে অশ্রুপাত করিলেন, কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতীত হওয়ার পর, ভজন রাজার অঙ্গের বসন বিমোচন করিয়া বলিল, "দ্যাখারে রাজা, দ্যাখা, তুহার হাতে কোথায় কেমন তরোয়ালের চোট লেগেছিল। আমি তোর হুকুম পালন ক'রেছি। তোকে একবার দেখতেও পাই নাই। আমার বড় কপাল, এই এক মাছে এদিকে কোথায়ও ডাকাতি হয় নাই এবং কোন পথিকও মারা যায় নাই। তোর কথামত রাস্তায় রাস্তায় পুকুরের ধারে ধারে বড় লোকের গ্রামে গ্রামে মোদের লোক আছে। শুনলাম্ রহিম খাঁ,

বকস্ খাঁ, নিমে বাগদি, নিতাই ডোম এ দেহ ছেড়ে অন্য দেহে চলে গ্যাছে।"

রাজার বাহুমূলের তরবারির আঘাত দেখিয়া ভজন ম্লান মুখ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আরে রাজা ভয়ানক চোটয়ে ভয়ানক চোট, ডাকাত রহিম খাঁ আমাদের দুর্দ্দশাছ ক'রে ছিল। যারে রাজা তুই যা তোর বাড়ী যা, তুই বড় লোকের ছেলে—জমিদারের ছেলে জমিদারি ক'র্। তুই আর বনে বনে পথে পথে গ্রামে গ্রামে ছাগা দিন রাত বেড়াছ না। তোর জমিদারি না থাকে তুই রাজা হ, আমরা তোর প্রজা হ'ব। তুই ছাদি কর তোর এ কাজ ছাজে না। আমাকে আর দুঃখ দিছ না। এই ত মরেছিলি আর তোর কি ছাহছ। তুই একা চারিটা পাঠানের সঙ্গে লড়াই করতে গ্যাছিলি। একটা মেয়ে, ছে তোর মা না, বুহিন না, কেউ না, তার নাম জানিস্ না, ঘর জানিস্ না, তার জন্যে মরতে গ্যাছিলি,তোর ধর্ম্ম বুঝি না, কর্ম্ম বুঝি না।"

পাঠকের বুঝিতে বাকি নাই, এই রাজাই আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত শচীপতি রায়। শচীপতি বলিলেন "সরদার, আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি তাত তুমি জান, একটা রাজার জীবনও জীবন, একটি বালিকার জীবনও জীবন। আমার জ্ঞাতসারে একটি হিন্দু পরিবার শোক সাগরে মগ্ন হবে, একটি হিন্দু মেয়ের জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হবে, এ কি আমি সহ্য করিতে পারি? তোমরা ও তুমি আমাকে বড় ভাল বাস, তাই আমাকে এ সব কথা বলছ। তুমি কি আমার চেয়ে বড বিপদের কাজে যাও না। যে দিন সেই গ্রাম পাঠান দস্যুগণ অগ্নিসাৎ কাল্ল, তোমরা সেই আগুনের সাগরে লম্ফ প্রদান করে কত স্ত্রী, কত পুরুষ, কত বালক বালিকার, প্রাণ রক্ষা করলে। তুমি এই শৈলমালার মধ্যে কল্যাণময় শিব।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শচীপতির দুইটী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ভৃত্য প্রস্রবণের জল, রুটী ও বনজ ফলমূল আহার্য্য লইয়া আসিল।

শচীপতি আহার করিতে বসিলেন। শচীপতি আহার করিতেছেন আর সহচরগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কালু মালু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল "রাজা আইছি বড়ই ভাল। রাজা! ছরদার! ছর্ব্বনাছ ছর্ব্বনাছ। পাঁচ্ছ ডাকাত এক সঙ্গে হয়েছে। রহিম খাঁ, বক্স খাঁ ও রামা বাগদি এক ছঙ্গে ছিবপুর, চরণপুর পোড়াবে, টাকাকড়ি লুট নেবে এবং যে বাধা দেবে তার কাট্‌বে। মোর গাছের মধ্যে বসে থেকে তাদের পরামর্ছ ছব ছুনে এসেছি।"

শচীপতি বলিলেন, "ভয় নাই, কালু মালু তোমরা ঐ পাহাড়ের শেষে বাহিরে গাছ তলায় বসে একটু বিশ্রাম কর। ঝণ্টু, পেণ্টু, লাণ্টু, তোমরা বড় বড় গাছে উঠে বিপদের বাঁশী বাজাও, দেখ কত লোক জড় হয়।"





চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্মুখ যুদ্ধে।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে, আজ বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রজনী। আকাশ ঘন জলদমালায় সমাচ্ছন্ন। প্রবল বেগে কাল বৈশাখী ঝড় বহিতেছে। ধুলা উড়িতেছে, ফল পত্র পড়িতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি বৃক্ষ ডাল ভাঙ্গিতেছে। সময়ে সময়ে আকাশের মূর্ত্তি ভীষণ ও নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন এবং সময়ে সময়ে প্রবল বাত্যায় ঘনাবলী অপসারিত হওয়ায় ক্ষীণ রশ্মি দুই চারিটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। এমন সময়ে শিবপুর গ্রামের নিকট দিয়া দুই অশ্বারোহী পুরুষ ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। অশ্বারোহীদিগের কটীদেশে অসিকোষ দোলায়মান, বক্ষোপরি ঢাল ও বাম বাহুর মধ্যে দীর্ঘ বর্ষা। তাহাদিগের মাথায় উষ্ণীষ ও অঙ্গে বর্ম্ম। পুরুষদ্বয়ের মধ্যে একজন যুবক ও অন্য প্রৌঢ়। যুবক মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের সর্ব্বসমেত কত লোক এসেছে?"

প্রৌঢ় উত্তর করিল, "চার শত। দেড় শত পায়ে হেঁটে, আড়াইশ ঘোড়ায়।"

যু।—সমান চার ভাগ কর, আমরাও চারিটি পথ দেখে এলেম। পথের ধারে যে সকল আম কাঁঠালের বাগান দেখ্‌লেম তার মধ্যে আমাদের লোকেরা থাকুক। তুমি উত্তর পশ্চিম এবং আমি দক্ষিণ পূর্ব্ব এই দুই পথে আসা যাওয়া কর্‌তে থাকি।

প্রৌ।—তোর ইচ্ছা কি?

যু।—আমি গ্রামে ডাকাতদিগকে ঢুক্‌তেই দিব না। তাহারা ঢুক্‌তে পারলেই গ্রামে আগুণ লাগিয়ে দেবে।

প্রৌ।—তারা পাঁচ শত আমরা চার শত। তারা ঘোড়ায় এসেছে তিন শত ও পায়ে হেঁটে দুই শত। আমরা কি তাদের সঙ্গে পারবো?

যু।—আমরা গ্রামের লোকের সহায়তা পাব।

প্রৌ।—লোককেত কিছু জানান হ'ল না।

যু।—তাইত ভাবছি কি করি। গ্রামের লোকদিগকে জানালে তারা যদি ভয়ে হৈ চৈ করে পালাতে আরম্ভ করে, তাহলে ত বড় বিপদ। হয়ত পলাতক লোকগুলি পথের মাঝেই মারা যাবে।

প্রৌ।—তবে তুই কি কর্‌তে চাহিস?

যু।—তুমি পথের পার্শ্বের বাগানের মধ্যে ঐ বড় বৃক্ষের তলায় কিছু কাল অপেক্ষা কর। আগে আমাদের লোকদিগকে চার পথের ধারের বাগানে বাগানে রেখে এস। আমার ফির্‌তে একটু দেরী হ'বে। তুমিও কাজটী যত গোপনে সার্‌তে পার সারিবে।

দুই ব্যক্তি—যুবক শচীপতি ও প্রৌঢ় ভজন। শচীপতি ভজনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি ও বর্শা এক বৃক্ষ

শাখায় সংগোপনে রাখিয়া ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে গ্রাম্যপথে চলিতে লাগিলেন। তিনি গ্রামের মধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইলে দুইটী লোককে কথা বলিতে বলিতে যাইতে দেখিলেন। শচীপতি তাহাদিগকে একটু দাঁড়াইতে বলিলেন। তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনাদিগের নাম কি ?"

গ্রামবাসী দুই জনের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমার নাম রামহরি ঘোষ আর আমার সঙ্গে ঠাকুর মহাশয়ের নাম কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

শচীপতি।—মহাশয়, অতিথি হ'তে পারি কোথায় ?

গ্রামের লোক।—যেখানে ইচ্ছা, যার বাড়ী আপনি দয়া করে যান। এই সম্মুখে ব্রাহ্মণ পাড়া, পশ্চিমে কায়স্থ পাড়া, পূর্ব্বদিকে বৈদ্য পাড়া, গ্রামের দক্ষিণ দিকে পঞ্চ বণিক, নবশাক ও দাস পাড়া। দয়া করে আমার বাড়ী গেলে, আমি যথাসাধ্য আপনার পূজা কর্‌ব। ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী গেলেও আপনার অযত্ন হবে না। বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক, নবশাক, দাস, যার বাড়ী যাবেন সেই আপনাকে যথাসাধ্য অর্চ্চনা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

হায়রে সে কাল আর এ কাল! তখন বঙ্গের প্রতি গৃহে অন্ন ছিল। তখন চারি মন চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। পয়সায় দুই সেরের অধিক ডাইল মিলিত। প্রতি গৃহস্থের পুষ্করিণী মৎস্যাগার ছিল। গৃহপালিত গাভী হইতেই দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাখন পাওয়া যাইত। তখন বঙ্গে অন্নের হাহাকার উঠে নাই। তখন মজুরির ছড়াছড়ি হয় নাই। তখন অঙ্গের বিলাসীতার প্রয়োজন ছিল না। তখন দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথির প্রতি লোকের ভক্তি ছিল। তখন দেব, ব্রাহ্মণ, অতিথি পূজা প্রতি গৃহে অনুষ্ঠিত হইত। বঙ্গে তখন রোগের হাহাকার আর্ত্তনাদ উঠে নাই। বঙ্গ তখন স্বাস্থ্যের খনি ও সুখের আবাস ছিল।

শচীপতি পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামের মধ্যে বড লোক কে ?"

গ্রামের লোক। ঐ যে আম কাঁঠালের বাগানে ঘেরা ঐ যে অনেক পাকা কাঁচা ঘর দেখছেন, ঐ মুখুয্যে মহাশয়দের বাড়ী। তাহারাই গ্রামের মধ্যে বড লোক ও জমিদার। নন্দকুমার মুখুয্যে মহাশয়ই ঐ বাড়ীর কর্ত্তা।

শচী। আচ্ছা, তবে মহাশয়রা আসুন আমি ঐ বাড়ীই যাই।

গ্রামের লোক। মহাশয় আমাদের বাড়ী গেলে কি আপনার ক্লেশ হ'ত ?

শচী। না, মহাশয় না। ঐ বাড়ীতে আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে। হয়ত সময়ে আপনারাও সে কাজের কথা জান্‌তে পারবেন।

গ্রামের লোক। তবে চলুন কথা জেনেই যাই।

নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাণ্ড খড়নির্ম্মিত গৃহে বসিয়া আছেন। তাহার আসন এক খানি বৃহৎ সতরঞ্চ,তাহার চারিদিকে অনেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত। তাহার বামদিকে অন্য সতরঞ্চে গ্রামের অন্য জাতীয় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত। সম্মুখে মাদুরাসনে নন্দকুমারের প্রজাগণ উপস্থিত। ভজহরি নালিশ করিল, তার দোয়া গাইটা হরি বাগ্‌দি মারিয়াছে। হরি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, ভজহরির গরুতে তাহার শাকের ক্ষেত তছরুপ করিয়াছিল। নন্দকুমার দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, "হরি বাগ্‌দি যে হাত দিয়া গরু মারিয়াছে, সেই হাত উচ্চ করিয়া দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া থাকিবে।" রামা বাগ্‌দি নালিশ করিল ফেলু ডোম তাহার স্ত্রীকে দেখিয়া হাঁসিয়াছে।

ফেলু উত্তরে বলিল, সে হাঁসিয়াছে সত্য কিন্তু রামার স্ত্রীর গান শুনিয়া হাঁসিয়াছে। নন্দকুমার হুকুম দিলেন, "রামার স্ত্রী আর ঘাটে পথে গান করিতে পারিবে না এবং ফেলু রামার স্ত্রীকে ১২ বার মা বলিয়া ডাকিবে।"

এই বৈঠকখানায় শচীপতি, রামহরি ও কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দকুমার তিন জনকে সাদরে উপবেশন করিতে বলিলেন। শচীপতি বলিলেন, "মহাশয় বিশেষ কোন কথা আছে আপনি একটু উঠিয়া আসুন।"

নন্দকুমার উঠিয়া আসিলে তাঁহারা তিন জনে বৈঠকখানার কিছু দূরস্থিত এক বকুল তরুমূলে দাঁড়াইলেন। শচীপতি বলিলেন, "মহাশয় ভয় করিবেন না, হৈ—চৈ বাধাইবেন না, আমি যাহা বলি ধীর স্থির-ভাবে তাহার উত্তর করুন।"

নন্দ।—বলুন।

শ।—এই রাত্রে আপনি কত লোক সংগ্রহ করিতে পারেন?

ন।—চার পাঁচ শত।

শ।—কি উপায়ে?

ন।—নাগরা বাজিয়ে।

শ।—লোক পাঠাইয়া পারেন না?

ন।—পারি।

শ।—তাদের মধ্যে অস্ত্র ধর্‌তে পারে কত জনে?

ন।—সকলেই। আপনার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না।

শ।—আজ আপনাদের গ্রামে ডাকাত পড়্‌বে। রহিমের নাম শুনেছেন। সেই রহিম খাঁ আর দুই জন ডাকাত। তাহাদের তাড়াবার জন্য সাধ্যমত আয়োজন হয়েছে। তবু আশঙ্কা আছে, আপনার লোকজন ও অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় করে রাখুন। যে যে দিকে বাঁশীর শব্দ শুন্‌বেন সেই সেই দিকে লোক পাঠাইবেন। কাহারো নিকট কিছু প্রকাশ করিবেন না। এই কথোপকথনের পর আগন্তুক যুবা দ্রুত অথচ নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। নন্দকুমার ও তাঁহার প্রতিবেশীদ্বয় গম্ভীরভাবে

বৈঠকখানায় বসিলেন। বৈঠকখানায় যত লোক ছিল, অন্য লোক ডাকিতে প্রেরিত হইল।

রাত্রির মধ্যভাগ অতীত হইয়াছে। আকাশ মেঘমালায় সমাচ্ছাদিত; বায়ুপ্রবাহ অতি প্রবল। শিবপুরের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পথে বহু লোক ও বহু অশ্ব সমাবেত। শত শত মশাল আলোক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, এক এক বার বায়ু ভরে নিবিয়া যাইতেছে। হ্রেষা ধ্বনি অশ্বখুর ধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ধ্বনি ও মার মার কাটু কাটু শব্দে গ্রাম শব্দিত হইতেছে। একবার পাঠান হটিতেছে হিন্দু অগ্রসর হইতেছে, আবার হিন্দু হটিতেছে, পাঠান অগ্রসর হইতেছে। বায়ুর গতি কিছু মন্দীভূত হইল। শত মশাল দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রজনী দিনের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। শিবপুরের উত্তর পথে রহিম খাঁ শচীপতিকে দেখিতে পাইলেন। শচীপতিকে সক্রোধে রহিম কহিল, "কাফের! আজ তোর শেষ দিন।"

শচীপতি বলিলেন,—"তোমার শেষ দিন বুঝি একমাস আট দিন পূর্ব্বে গত হইয়াছে।"

শচীপতির এই কথায় রহিমের বৃহদোজ্জ্বল লোচন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। রহিম সক্রোধে বলিল, "কাফের। আজ আবার তোকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করি।"

শচীপতি।—বেশ, অপর জীবহিংসায় প্রয়োজন নাই।

উভয়ে অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদানে অবতরণ করিলেন। রহিম ও শচীপতিতে তুমুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধিল। পূর্ব্ব পথেও বক্স ও ভজনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পশ্চিম পথে হিন্দু দস্যুর প্রতিদ্বন্দ্বী হইল ঝণ্টু। শচীপতির বিনানুমতিতে শচীর দলের লোকেরা বংশী বাদন করিল। নন্দকুমারের সশস্ত্র লোকেরা তিন পথে আসিয়া শচীর লোকের

সহিত যোগদান করিল। নন্দকুমার কৃষ্ণচন্দ্র ও রামহরি নন্দকুমারের লোক তিন ভাগ করিয়া তিন দলের নেতা হইয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ রহিম ও শচীপতিতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিল। রহিম আজ পৈশাচিক বলে বলিয়ান। রহিমের আজ অসি-চালনা-কৌশল পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। অসি অসির উপর পড়িতেছে, এক অসির সুধার অন্য অসির আঘাতে নষ্ট করিতেছে। কিছুকাল যুদ্ধের পর শচী লম্ফ প্রদানে রহিমের অসির উপর প্রবল আঘাত করিলেন। রহিমের অসি ভগ্ন দ্বিখণ্ড ও হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল কিন্তু সে চক্ষুর পলক মধ্যে ভূতল হইতে লম্ফ প্রদানে উঠিয়া তাহার বলবান অশ্বে আরোহণ করিল এবং বংশী ধ্বনি করিয়া রহিম পলায়নপর হইল। এক অপরিচিত অদৃশ্য ব্যক্তির সুতীক্ষ্ণ শর পৃষ্ঠদেশ হইতে রহিমের হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিল। ভজনের এক প্রবল অসির আঘাত বক্সের মণিবন্ধে পতিত হইল। ঝণ্টুর আঘাতে হিন্দু দস্যুর বাম হস্ত কর্ত্তিত হইয়া পড়িল। তিন দল দস্যুই পলায়ন করিল।

ধূর্ত্ত দস্যুদল পলায়ন করিলেও শচীপতি ঊষা আগমন পর্য্যন্ত শিবপুরে অপেক্ষা করিলেন। নন্দকুমার শচীপতির পরিচয় লইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। শচীপতি ঊষার আগমনেই সদল বলে প্রস্থান করিলেন। নন্দকুমার কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "এ মহাত্মার পরিচয় পাইলাম না।"

তদুত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর করিলেন "চিনিতে কি আর বাকি আছে? এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই স্বার্থত্যাগী পর-হিত-ব্রত অতুল বিক্রমশালী অস্ত্র-শস্ত্র-নিপুণ শচীপতি রায়। নন্দকুমার একটু চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, "তাই বটে।"



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুটীরে।

"আমার খসমটা দেখ্‌তে মোটেই ভালই না। বড় বড পা, শক্ত শক্ত হাত, গোল গোল চোখ, কেমন বিকট মুখ, কেমন আড়ানে আডানে কথা বলে, মুখ ব্যাকা করিয়া হাসে মোটেই ভাল না, মোটেই ভাল না। আমাদের রাজা সেই রায় ঠাকুর কেমন সুন্দর কেমন বলবান অথচ কোমল শরীর। যেম্‌ন চোখ, তেম্‌নি নাক, তেম্‌নি মুখ, তেম্‌নি দাঁত, তেমনি কাল কাল চুল, তেম্‌নি হাত, পা, তেম্‌নি বুক, তেম্‌নি মাজা। চাঁপা ফুলের মত রং। পদ্মের মত চোখ ও হাতীর দাঁতের মত সাদা দাঁত। মরি! মরি মরি! কথা কি মিষ্টি! আমার খসমটা মরে যেত আর রাজা আমার খসম হতো তা হলে বড় ভাল হতো। নাই বা মলো কত জনে ত স্বামী থাকতেও অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে যায়। আমি রাজাকে স্পষ্ট বল্‌ব আমি তাঁকে বড় ভালবাসি। রাজার বড দয়া সে আমাকে নিশ্চয়ই রাখ্‌বে। সে সাদিত করে নাই, তাহার ঘরে কোন জেনানা লোকও নাই। তবে কিনা রাজা ঠাকুর, আর আমি বাগ্‌দি।

তা রাজাত আমাদের জাতকে তেমন ঘেন্না করে না, আমাদের মরদ গুলাকেত ছোঁয়। তবে রাজাকে ভুলাতে হ'লে রূপ চাই, কাপড়, গয়না চাই। তা আমার রূপ কমই বা কি? আমি দেখেছি আমার রং ঠিক রাজার রংয়ের মত। আমার চুলও ঠিক রাজার চুলের মত কালো। আমার চুল লম্বা ও প্রায় হাত পর্য্যন্ত। আমার কপাল, নাক, চোখ, মুখ, দাঁত, গলা, হাত, পা, বুক, রাজা কোন খানে কোন তফাৎ নাই। রাজাত আমার সঙ্গে বেশ হেঁসেও কথা বলে। ওঃ! তাতে কিছু হ'বে না। রাজা ঐরূপ ভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলে। রাজা ঐরূপই সকলকে ভালবাসে। যা হ'ক গোপনে দেখা পেলে আমি রাজাকে আমার পিরিতের কথাটা ব'লব। যদি রাজা আমায় ভাল বাসে তবে বাঁচব আর যদি রাজা ভাল না বাসে তবে মরব।"—এইরূপ একাকিনী ঘরে বসিয়া ঝণ্টুর পত্নী কুসুম ওরফে কুলসুম চিন্তা করিতেছিল। এ সময়ে রজনী এক প্রহর হইয়াছিল।

কুসুম আবার ভাবিল, "রূপ আমার কম নয়। আমি যদি রাজার মত তেল মাখতে পাই, আমি যদি রাজার মত ধোলাই কাপড় প'র্তে পারি, তার উপর আমার যদি দু' একখানি গহনা হয়, তা হ'লে এ রাজার রাণী কেন, দিল্লীর বাদসাহের বেগমের মত সুন্দরী আমায় দেখাতে পারে। মুরশিদাবাদের নবাবের এক বেগমত আমি দেখেছি। তার রূপত আমার রূপের কাছে কিছুই নয়। আমি যখন আয়নায় নিজে নিজে আমার মুখখানা দেখি, তখন আমি মনে মনে ভাবি যে কিসের অন্নপূর্ণা, কিসের জগদ্ধাত্রী? আমার মুখের মত মুখ ভাল কারিকরেও গড়তে পারে না। ঝণ্টু,—ঝণ্ট আমার অনুপযুক্ত স্বামী। তার ঘর আমি ক'রব না। যদি রাজা আমায় লয়ত নিল, না লয়ত আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। মনের আশা মনের বাসনা

যদি পূর্ণ না হয় তবে আর এ ঘরকন্নার জঞ্জালে কাজ কি? ঝণ্টু আমাকে খুব সোহাগ করে। সে আমাকে মনে প্রাণে ভালবাসে। তার ভালবাসায় আমার রাগ হয়। পীপড়ায় মধু ভাল বাসে, মধু ত পীপড়াকে ভালবাসে না। মধু পীপড়াকে আপনার মধ্যে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলে। আমি এমন পাপ ক'রব না। আমি পতিঘাতিনী, নরঘাতিনী হ'ব না। আমি সংসার ছেড়েই চ'লে যাব। উপযুক্ত ভালবাসার লোক অভাবে সংসার বন।"

এই সময়ে ঝণ্টুর গৃহদ্বারে উচ্চরবে কেহ ডাকিল, "ঝণ্টু, ঝণ্টু ঘরে আছ? কা'ল সকালে, অতি সকালে শিকারে হরিণ মারতে যেতে হ'বে।"

কুসুম উত্তর করিল, "রাজা, রাজা সাহেব! আসুন, বসুন। ঝণ্টু ক'ওড় বেঁধে আমাকে ঘরে আটকিয়ে রেখে গেছে। আপনি ক'ওড় খুলে ঘরে আসুন।"

রাজা উত্তর করিলেন, "না, না, আমি ঘরেও আস্‌ব'না বস্‌বও না। তোমরা দয়া ক'রে সকলেই আমাকে ভালবাস। তোমাদের ভালবাসাতে দুরন্ত ডাকাতের দল আমাকে একটু ভয় ক'রে। তোমরাই আমার বল, তোমরাই আমার সাহস, তোমরাই আমার সম্বল এবং তোমরাই আমার মা বাপ।"

কু। না রাজা, সকলে তোমাকে যেমন ভালবাসে, আমি তেমন ভালবাসি না। মেয়ে মানুষে স্বামীকে যেমন ভালবাসে আমি তোমাকে তেমনি ভালবাসি।

রা। কুসুম, ওরূপ কথা মুখেও এনো না। তুমি আমার মা। তোমার গুণবান স্বামীকে ভক্তি কর। ঝণ্টু যে সে লোক নয়। ঝণ্টুর অসীম বল, অতুলনীয় সাহস এবং সুন্দর অস্ত্রচালনা কৌশল, ঝণ্টু

স্বার্থত্যাগী পর-হিত-ব্রত মহাবীর। এমন দেবতাকে ভক্তি পূজা ক'রতে শিখ।

কু। না রাজা, আমি ওরূপ কাট খোট্টা মরদের ঘর ক'রবো না। তার বুদ্ধি নাই. বিবেচনা নাই, আক্কেল নাই। দেখুন্ না আমাকে একা এক ঘরে বন্ধ করে রেখে গিয়েছে। মিন্‌সে ভজনের বাড়ীতে গিয়ে মাদল বাজিয়ে নাচ গান ক'রছে। তুমি যদি আমাকে রাখ, তবে আ ম ঘরে থাকব, নচেৎ আমার পা যে দিকে যায় সেই দিকে যাব।

রা। না কুসুম, ওরূপ কথা মুখেও এন না। তোমরা আমার মা বোন্। আম কখনও তোমাদের প্রতি পাপ চক্ষে দৃষ্টি করি না। পতি স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা। পতির ঘর করাই স্ত্রীলোকের পরম ধম্ম ূমি ভক্তি ও ভালবাসার চোখে ঝণ্টুর প্রাত চেয়ে দেখ ঝণ্টু রূপে গুণে কার্ত্তিক। তুমি জান না তোমার প্রতি ঝণ্টুর ভালবাসা অপারসীম ও অগাধ। এরূপ পতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখ' না।

কুসুম কাঁদিয়া বলিল, "যাও রাজা তুমি যাও। আমার পথ আমি দেখিব।"

রা। আমি ইচ্ছা করে তোমাকে কোন ক্লেশের কথা বলি নাই। যদি আমার কথায় তোমার কোন ক্লেশ হয়ে থাকে তবে আমায় ক্ষমা কর। সাবধান, সাবধান, ধর্ম্মের পথ হ'তে একটুও এদিক ওদিক হয়োনা।

কু। রাজা তুমি যেমন ভাল লোক তেমন কথাই বলেছ। তোমার কথায় আমি কাঁদি নাই। আমার কপাল ভেবে কেঁদেছি। আমি ত জানি যে ঝণ্টুকে ভালবাসিব কিন্তু মন যে ভালবাসে না।

রা। মনকে ভালবাসিতে শিখাও।

কু। আচ্ছা রাজা। তুমি তোমার কাজে যাও। তোমার অনেক কাজ।

শচীপতি যাঁহাকে এই সকল লোকেরা রাজা বলিত তিনি এতক্ষণ কুসুমের সহিত কথা বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তিনি ভজনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রত্যূষে শিকারে যাইতে হইবে ভজনের দলের লোকদিগকে জানাইলেন। কুসুমকে একাকিনী রাখিয়া আসা ভাল হয় নাই—এ কথা তিনি ঝণ্টুকে বুঝাইয়া দিলেন। ঝণ্ট দ্রুতপদে গৃহে গমন করিল।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সখিদ্বয়ে।

সংসার সাগরে ধন সম্পত্তির জোয়ার ভাটা খেলে। মুহূর্ত্ত মধ্যে একজনের ধনসম্পত্তি সহস্র গুণ বাড়িয়া উঠিল, সেই সময়ে অন্যের ধনসম্পত্তি কোথায় চলিয়া গেল। কবিরাজ শিবশঙ্কর এক বৎসর হইল মর্ত্তধাম ছাড়িয়াছেন। তাঁহার শ্যালক আসিয়া সংসারের কর্ত্তা হইয়াছে। তাঁহার সঞ্চিত ধন দস্যুগণে অপহরণ করিয়াছে। তাঁহার রাজস্ব বাকি পড়ায় তাঁহার ভূসম্পত্তি নবাব অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরী অদ্যাপি অনূঢ়া। যৌবন কালোচিত লাবণ্য সুষমায় তাহার সৌন্দর্য্যময় বপুর অত্যুৎকৃষ্ট সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল চঞ্চল আয়ত লোচন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া চাঞ্চল্য পরিহার করিয়াছে। তাহার অস্থির গতি এক্ষণে ধীর স্থির হইয়াছে।

তাহার সদা প্রফুল্লিত হাস্যময় মুখ এক্ষণে গাম্ভীর্য্য গারিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরীর সখী চন্দ্রমুখী। ভুবনেশ্বরী আজ চন্দ্রমুখীর বাটীতে গিয়াছে। চন্দ্রমুখী কথায় কথায় ব'লল—"সখি! তোমার সঙ্গে আর বেশী দিন দেখা হ'বে না। এই ২৮শে বৈশাখ তোমার বে'। যার সঙ্গে তোমার বে হ'চ্ছে তার ঘরে লোক নাই। বে'র পরেই সে তোমাকে নে' যাবে।"

এক বিপত্নীক ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বিবাহ প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বরীর নয়ন হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী বলিলেন, "বিবাহ প্রসঙ্গে কাঁদ কেন সখী? কৃষ্ণধন সেনের বেশ টাকাকড়ি আছে।"

ভুবনেশ্বরী কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিল, পরে বলিল, "সখি, স্ত্রীলোকে কি স্বামীর ঐশ্বর্য্যই চায়?"

প্রিয়সখির এই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তিতে চন্দ্রমুখীর চক্ষুও জল আসিল। তিনি ধীরে ধীরে ব'ললেন, 'প্রিয় সখি, প্রিয় ভুবন! এখন আর তোমার বাপের আমলের ধন সম্পত্তি নাই। এখন তোমার যবন দোষ রোটেছে। তোমার মামা এ বে'র কর্ত্তা। তিনি কাহারও কথা শুনেন না। অন্য লোকে তোমায় বিবাহ ক'রতে চায় না কি ক'রবে? তোমার কপালের দোষ।"

রোরুদ্যমানা ভুবনেশ্বরী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ভাগ্যই সকলের মূল বাবার মৃত্যু, দস্যুতা ও নবাবের বিরাগ, এক সঙ্গে তিন বিপদ"

চ। দোষটী তোমার মার। তি'নি কাহাকেও বিশ্বাস ক'রলেন না, আন্‌লেন ভাইকে। সে ভাই—স্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি, কুটিলতার আলেখ্য, অধর্ম্মের নব অবতার। দস্যুতাও দস্যুতা নয়। নবাবের বিরাগও বিরাগ নয়। তোমাদের পুরাতন দেওয়ান কালী খুড়া বলেন, 'কর্ত্তৃ

আমাকে ডাকিলে এখনও সম্পত্তি রক্ষা ক'রতে পারি। নগদ টাকা যা নিয়েছে তার আর উদ্ধার নাই।"

ভুবনেশ্বরী মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "সখি, আমার একটু উপকার করিবে? স্বর্গে হরি আছেন আর মর্ত্তে হরির প্রতিনিধি স্বরূপ আমার একটি সহায় আছেন। তাঁকে তুমি সংবাদ দিয়ে আনতে পার?"

চ। কে তিনি?

ভু। তুমি এখনো বুঝতে পার নি? যিনি আমাকে রহিম খাঁনের হাত হইতে উদ্ধার করেছেন সেই মহাত্মা। তিনি বাবাকে ও আমাকে ব'লে গিয়েছেন যে তিনি আমাদের বিপদ সময়ে সহায়তা ক'রবেন।

চ। তিনি কোথায় আছেন কিরূপে তাকে সংবাদ দেই?

ভু। তাঁহার লোক সর্ব্বত্র আছে। একটু দেওয়ান খুড়ার সহায়তা নিতে হ'বে। বনে, জঙ্গলে, পথে, ঘাটে, গ্রামে, যে সকল কাল পাগড়ি আটা ও তাহাতে পাখির পালক বসান লোক বেড়ায় তাঁহারাই তাঁহার লোক। তাদের কাছে পত্র দিলে তিনি পত্র পাবেন।

চ। কি লিখব'?

ভু। তুমি আমার সখী। পত্রখানা তুমি আমার হ'য়ে লিখ্‌ছ' আমার বিপদ। তাঁহার দর্শন লাভ প্রার্থনা করি।

চ। এতে যদি হয় তবে আমি তাঁকে সংবাদ দিতে পা'রবো।

এই কথোপকথনের পর ভুবনেশ্বরী গৃহে যাইবার অভিলাষ জানাইলে চন্দ্রমুখী বলিলেন, "একখানা পত্রের মুসবিদা দেখিয়া যাও।"

ভু।—পত্র লিখিয়াছ, না লিখিবে?

চ।—পত্র লিখিয়াছি, তাহারই মুসবিদা।

এই বলিয়া চন্দ্রমুখী বাক্স খুলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্রের মুসবিদা ভুবনেশ্বরীকে দেখাইলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল:—

৺শ্রী শ্রীদুর্গা

শরণং।

মহিমাবরেষু—

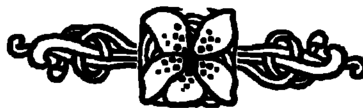
আমি ভুবনের সখী তাহা আপনি জানেন। "আপনার" ভুবন বিপদে। অবিলম্বে আপনার আগমন ও দর্শনলাভ বাঞ্ছনীয়। অগ্রে আমাদের বাটীতে আসিবেন। নিবেদন ইতি।

লেখিকা,—শ্রীচন্দ্রমুখী দেবী।

মুসবিদা দেখিয়া ভুবনেশ্বরী বলিল, "সখি, এই আপনার শব্দটী ভাল হয় নাই।"

চ। আমি কি মিথ্যা লিখিয়াছি? বরং আমার লেখা উচিত ছিল "আপনিময় আপনার ভুবন।"

ভুবনের সুন্দর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া লজ্জায় অবনত হইল। চন্দ্রমুখী তাহার চিবুক ধারণ করিয়া বলিল, "দাখে ভুবন আমি মেয়ে মানুষ না? আমি তোর সখী না? আমি তোর মনের ভাব জানি না? আমি যা লিখেছি ঠিক লিখেছি। তিনি আজ বা কালই আস্‌বেন। তাঁহার দলের লোকেরা তাঁহাকে রাজা বলে। তাঁহার দলের লাণ্টু ব'লে গিয়েছে, তিনি বর্দ্ধমানে ডাকাত ধর'তে গিয়েছেন। তিনি ফিরলেই এখানে আস্‌বেন। যদি কোন চুরি ডাকাতির আশঙ্কা থাকে তবে লাণ্টু তাহার দল নিয়ে আস্‌তে পারে। আমি বলে দিয়েছি রাজাকে একাকী আস্‌তে ব'লো। বড় গোপনীয় কাজ, বড় জরুরি কাজ।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শৈল গহ্বরে।

শীত ঋতু ধরায় আগমন করিয়াছে। দুমকা জেলার পাকুড়া অঞ্চলে রুদ্র প্রস্তরের শৈলমালা ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় কুজ্ঝটিকায় দিক্‌মণ্ডল সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। শীতের ফুল ম্লান মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে। শীত ঋতু প্রবল বায়ুরূপ তীক্ষ্ণ দর্শনে জীবকুলকে দংশন করিতেছে। আজ মাঘের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী। এক উচ্চ গিরির গহ্বর মধ্যে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে কৃষ্ণানন্দ স্বামী আসীন। কৃষ্ণানন্দের পরিধেয় বসন গৈরিক মৃত্তিকা রঙে রঞ্জিত। তাঁহার অঙ্গে বড় বড় অক্ষমালা।

তাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সিন্দূরের ফোঁটা। কৃষ্ণানন্দ তান্ত্রিক সাধক। অবিলম্বে পুষ্প-সাজি হস্তে লইয়া শিবানন্দ সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণানন্দ কহিলেন, "বাপ শিবানন্দ। [illegible] মায়ের পূজার জন্ত পঞ্চম'কারের যোগাড় হ'য়েছে ত?"

শিবানন্দ উত্তর করিল, "প্রভো! আপনার [illegible] সকলেই যোগাড় হ'য়েছে।"

কৃষ্ণ। সাধনার প্রধান সহায় কামিনী। অগ্রে [illegible]টিকে আমার নিকট নিয়ে এস।

বাক্যব্যয় না করিয়া শিবানন্দ অন্ত গহ্বরে প্রবেশ কর[illegible] এক কৃষ্ণকেশা, মলিনবেশা, অতুলনীয়া সুন্দরী অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতিকে লইয়া শিবানন্দ কৃষ্ণানন্দের নিকট উপস্থি[illegible]লেন। যুবা[illegible]র সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত। কৃষ্ণা[illegible] যুবতিকে দর্শন মাত্র বিস্মিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তি[illegible] স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসুম, কুসুম! তুই এখানে?"

কুসুম উত্তর করিল "হাঁ ঠাকুর! আমার [illegible] ঘরকন্না ভাল লাগে না।"

কৃষ্ণানন্দ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "[illegible] আমা[illegible]ই পাপের বিষময় ফল। বাগ্‌দি কন্তার গর্ভে আমার প[illegible] ইহার জন্ম। ডোম বাগ্‌দীর ঘর ইহার ভাল লাগিবে [illegible] ইহার [illegible] উচ্চাশায় পূর্ণ। আর পঞ্চম'কার সংগ্রহ কর[illegible]। তান্ত্রিক পঞ্চম'কার কি তাহা ভাল বুঝি না। আমি য[illegible]র এই তাদের উপাসনা ক'রতে গেলাম ততবারই বিঘ্ন হ'ল। [illegible] হইতে সাত্ত্বিক ভাবে মার উপাসনা ক'রব। যাহা হউক শিবানন্দকে সাত্ত্বিক ভাবে পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে ব'লে মেয়েটা কেন [illegible]কাঙ্গী হ'য়েছে

জানি। প্রকাশ্যে বলিলেন, "শিবানন্দ! আর পঞ্চম'কারের প্রয়োজন নাই। এখন হইতে সাত্বিক ভাবে মায়ের অর্চ্চনা করিব। এই দেখ তুমি পাঁচ বার পঞ্চ'মকার সংগ্রহ করিতে গেলে প্রত্যেক বারেই বিঘ্ন হ'ল। এই বালিকা বিকৃতমনা। ইহার উপর আমার কন্যা স্নেহ উপস্থিত হ'য়েছে। এ সাধনার সহায় হ'তে পারে না। যাও তুমি সাত্বিক উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আন।"

শিবানন্দ পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণানন্দ নবাগতা যুবতি কুসুমের মস্তকোপরি, পৃষ্ঠ দেশে, মেরুদণ্ডের উপর ও দুই করে প্রক্রিয়া বিশেষ আরম্ভ করিলেন। যুবতি তখন সম্পূর্ণ কৃষ্ণানন্দের আয়ত্তাধীন হইল। কুসুম তখন নিজে নিজে বলিতে লাগিল, "যে সংসারে সুখ নাই, সে সংসার ক'রবোনা, ক'রবোনা, ক'রবোনা। না খেয়ে মরি সেও ভাল। দুই দিন খাই নাই তাই কি হ'য়েছে। ষণ্টুকে ভালবাসি না। তাকে ভাল দেখি না। রাজা শচীপতিকে ভালবাসি। সে আমায় চায় না। এ রূপের রাশি মুক্ত বায়ুতে নষ্ট করব। ফুল দেব পূজার জন্য, যে ফুল দেব পূজায় লাগে না, সে ফুল মুক্ত বাতাসে নষ্ট হইয়া যায়।"

কৃষ্ণানন্দ যুবতিকে আর কিছু বলিলেন না। তিনি মনে মনে জারজ সন্তানের মতি গতি এরূপ হওয়াই সম্ভব। ইহাকে সৎপথে ধর্ম্ম বলে আনিতে হইবে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,"কুসুম, উঠ, ঐ প্রস্রবনের জলে স্নান করিয়া এস।"

কুসুম উঠিল। সে প্রস্রবনের জলে স্নান করিয়া আসিল। কুসুমকে কৃষ্ণানন্দ একখানি গৈরিক বসন পরিধান করিতে দিলেন। তাহার হস্ত পদ প্রক্ষালন করিতে বলিলেন। কুসুমকে কৃষ্ণানন্দ এক আসনে বসাইলেন। স্বামী তাহাকে তান্ত্রিক মতে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত

করিলেন। বলিলেন, "কুসুম এই ইষ্টমন্ত্র জপ কর। ঝণ্টুকে চিন্তা কর।"

কুসুম ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। স্বামী তাহার মস্তকোপরি জপ করিতে লাগিলেন। কুসুম আপনা আপনি চক্ষুদ্বয় বুজিল। সে কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বাঃ—বাঃ—বাঃ—আমার ঝণ্টু এমন সুন্দর? এমন গুণ? এমন বীর? উঃ কি ভয়ঙ্কর নরক। রাজা আমার পরম সুহৃদ। রাজাকে স্পর্শ করিলে যে আমি বিষম নরকে পড়ি। ঝণ্টুই আমার দেবতা। ঝণ্টুই আমার ঠাকুর। আজ হ'তে আমি ঝণ্টুর পূজা করব, ঝণ্টুর ঘর ক'রব। ঝণ্টুর ঘরে এত সুখ তা আমি চোখ থাকতে দেখিনি। আমি আঁধা, আমি আঁধা। আমি ভুল ক'রে দেবতা চিনি নাই। আমি ছুটে গিয়ে ঝণ্টুর পায়ে প'ড়ব। ক্ষমা চাব।"

কৃষ্ণানন্দের প্রক্রিয়া শেষ হইলে কুসুম ম্লান মুখে গহ্বরের একপার্শ্বে সরিয়া বসিল। শিবানন্দ সাত্ত্বিক ভাবে দিকবসনা দিগম্বরী কাল হৃদয়-বাসিনীর ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করিলেন। কৃষ্ণানন্দ মায়ের পূজা হোম করিলেন। পূজান্তে সকলে মায়ের প্রসাদ ভোজন করিলেন। কুসুম তিন দিন কৃষ্ণানন্দের গহ্বরে অবস্থিতি করিল। কৃষ্ণানন্দ তাহাকে তিন দিন জপ পূজা অর্চনা শিখাইলেন। কুসুম তিন দিন ঝণ্টুর ধ্যান করিল এবং কৃষ্ণানন্দ তাহার শরীরে ভক্তি জাগরূক করিবার জন্য তান্ত্রিক প্রক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহার মন পতি ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মানস নেত্রে দেখিল, ঝণ্টু পরম রূপবান গুণবান দেবতা। সে ঝণ্টুর পূজা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চতুর্থ দিন প্রাতে কুসুম কৃষ্ণানন্দকে প্রণাম করিয়া কি বলিবে বলিবে মনে করিয়া বলিতে পারিল না। কৃষ্ণানন্দ প্রকাশ্যে

বলিলেন, "মা, তোমার মনের ভাব আমার বুঝিতে বাকি নাই। যাও পতিগৃহে পতি পূজা করিয়া সুখী হও। বিপদ আপদে আমার স্মরণ করিও। আমি উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিব। যুবতি পুনরায় কৃষ্ণানন্দকে প্রণাম করতঃ তাহার বস্ত্রাদির পুটুলিকা হস্তে করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহে।

ঝণ্টুর একখানি মাত্র গৃহ। গৃহখানি পল্লির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই পল্লিখানি যেন এক অমুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে ঝুলিতেছে। ঝণ্টুর বাটী গ্রামের অন্য গৃহস্থের বাটি হইতে অন্যূন ৪০০ শত হস্ত দূরে অবস্থিত। কুসুম বাগদী কন্যা হইলেও তাঁহার গৃহখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। তাহার গৃহখানি সামান্য হইলেও মলিনতা বর্জ্জিত ছিল। কুসুম স্বহস্তে একটি কুসুমোদ্যান করিয়াছিল। এক বৃক্ষমূলে ঝণ্টুর রন্ধন কার্য্য সমাধা হইত। সেই রন্ধন স্থানও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। ধান্য হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একটি উদূখল ও মুসল পতিত ছিল। ঝণ্টুর কুটীর দ্বারোপরে গণেশ, কৃষ্ণ বলরাম, শিব ও একটি গোপাল টাঙ্গান ছিল।

আজ সাত দিন ঝণ্টুর স্ত্রী গৃহছাড়া, ঝণ্টু তাহার কত অনুসন্ধান করিয়াছে, কোথাও পায় নাই। কুসুমের পিতৃকুলে এক পিতৃস্বসা ভিন্ন আর কেহ নাই। ঝণ্টু তাহার বাটীতেও কুসুমের সন্ধান লইয়াছে। এ কয়েকদিন ঝণ্টুর আহারে প্রবৃত্তি নাই, শিকারে স্ফূর্ত্তি নাই, দস্যু নিবারণে সাহস নাই এবং পরোপকারে বল নাই। শচীপতি বলপূর্ব্বক ঝণ্টুকে লইয়া আহার করাইতেছেন। আজ বলপূর্ব্বক শচীপতি ঝণ্টুকে শিকারে লইয়া গেছেন। আজ অপরাহ্ণে ঝণ্টু বর্ষাহস্তে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছে। তাহার গতি মন্দ ও মুখকান্তি বিষণ্ণ। ঝণ্টু দূর হইতে দেখিল, তাহার রন্ধন-স্থান বৃক্ষমূল হইতে ধূমপুঞ্জ আকাশ পথে উত্থিত হইতেছে। ঝণ্টুর গতি একটু দ্রুত হইল। দূর হইতে ঝণ্টু দেখিল তাহার পুষ্পোদ্যানের একটু পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে। সে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল তাহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। আহ্লাদে ঝণ্টুর হৃদয় পূর্ণ হইল। ঝণ্টু বাটীর অতি নিকটে আসিয়া দেখিল, রূপের ছটায় বৃক্ষমূল আলো করিয়া কুসুম রন্ধন করিতেছে। ঝণ্টু আহ্লাদে উৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া ছুটিয়া গৃহে আসিল এবং উচ্চরবে বলিল, "আরে কুলছুম্। আরে আমার আঁধার ঘরের মাণিক! আরে আঁমার আধার ঘরের আলোক্। আরে আমার হৃদয়ের পূজার দেবতা। আরে আমার গতরের বল! আরে আমার মনের ছাহছ্। আরে আমার ধরমের বুদ্ধি। আরে আমার করমের রুচি! তুই এ কয় দিন মোকে ছেরে কোথায় ছিলিরে, কুলছুম কোথায় ছিলি? তুই আমারে জানে পরাণে মার্‌ছিলিরে মার্‌ছিলি!"

কুসুম জীবনে যাহা করে নাই আজ তাহাই করিল। সে দৌড়াইয়া আসিয়া ঢিপ করিয়া ঝণ্টুর পায়ের নিকট একটি প্রণাম করিল। সে একখানি চৌপায়া টানিয়া আনিয়া ঝণ্টুকে বসিতে দিল। সে এক

লোটা জল আনিয়া ঝণ্টুর পা ধোয়াইয়া দিল ও আর এক লোটা জল আনিয়া ঝণ্টুর হাত মুখ ধুইতে দিল এবং তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া দিল।

ঝণ্টু আহ্লাদে ডগমগ হইয়া সকলগুলি দন্ত প্রকাশ করতঃ বলিল, "আরে আমার পরাণ কুলছুম, আরে আমার জান কুলছুম, তোর যে রূপ হাজার গুণ বেরেছে। তোর গুণ যে দছ হাজার গুণ বেরেছে।"

এই বলিয়া ঝণ্টু কুলসুমকে বুকে টানিয়া লইতে গেল। কুলসুম সলজ্জভাবে বিষম অপরাধিনীর ন্যায় অশ্রুসিক্ত মুখে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

ঝণ্টু বলিল, "আরে কুলছুম্ তুই কাঁদিছ ক্যানেরে, কুলছুম্ কাঁদিছ ক্যানে। তোর দোছ আমি দোখ না, তোর গুণ আমি দেখি। তুই কেন গেছিলি, কোথা গেছিলি, আমি জিজ্ঞাছাও করবো না, কুছু ক'র্‌বো না। তুই দোছ করিছ্ কর, তুই আমার জীবন তুলা থাক্‌বিই থাক্‌বি।"

কুসুম কাতর কণ্ঠে বলিল, "আমি বড় দোষ করেছি।"

ঝ। তোর দোছই আমার গুণ।

কু। না স্বামিন্, আমি মনে মনে বড় দোষ করেছি। আমি তোমাকে ভালবাসতাম না। আমি রাজা শচীপতিকে ভালবাসতাম। রাজাকে আমি আমার ভালবাসার কথা বলেছিলাম। রাজা আমায় ভালবাস্‌লেক না। রাজা আমাকে মা বলে, লক্ষ্মী ব'লে, তোমাকে ভাল বাস্‌তে পরামর্শ দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল, তাই আমি ঘর ক'রবো না বলে চলে যাই। আমার শিক্ষা দীক্ষা দুইই হয়েছে। আমি বুঝেছি তুমি আমার দেবতা, তুমিই আমার সব। তুমি কি আমাকে ক্ষমা ক'রবে?

ঝ। আরে কুলছুম্ এ ত তোর দোছ নারে। এ ত তোর গুণ।

রাজাকে ভাল কে না বাছে? রাজাত মানুছ নারে, মানুছের মত দেবতা। মনে মনে মানুছ কত পাপ করে। মনের পাপ পাপ নয়। আমি তোর ছব দোছ ক্ষমা ক'রলাম। তোর দোছকে আমি গুণ ব'লে ধ'রবো। তুই যে না খেয়ে পথে পথে ঘুরেছিছ। তোর পায়ে যে কত দরদ্ লেগেছে, তোর গতরে যে কত জাঁড লেগেছে, তাতে আমার পরাণটা খপ্ খপ্ করে ফুলে উঠ্ছে।

কু। তোমার ভালবাসা এইরূপই বটে। আমি বোকা অজ্ঞান; এ সাগরের মত ভালবাসা বুঝ্তে পারি নাই। আজ আমি দেখ্ছি তুমি আমার হরি, এই ঘর আমার বৈকুণ্ঠ, এই বাগান আমার নন্দনকানন, এই গ্রামখানি আমার স্বরগ।

ঝ। আমার কুলছুম আমার কুলছুম নাই রে। এ যে ঠাকুর দেবতা হয়েছে ঠাকুর দেবতা হয়েছে। এ যে পণ্ডিতের মত কথা ব'লে। এ যে পণ্ডিতের মত বাত বলে। মধু বোয়েছে আমায় ভিজিয়ে দিচ্ছে। আয়রে কুলছুম আয়। আমার বুকের ভিতর আয়।

এই বলিয়া ঝণ্টু কুসুমকে টানিয়া স্বীয় কোলের ভিতর লইল, ঝণ্টুর সমস্ত শরীরে আনন্দ তড়িৎক্রীড়া করিতে লাগিল। কুসুমও আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী নারায়ণের যুগল মিলন হইল।





নবম পরিচ্ছেদ।

পুষ্পোদ্যানে।

"ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের মধ্যে চলাফেরা করা ভাল নয়। এতে আমারও লজ্জা করে ও গ্রামের লোকেরাও আমাকে অহঙ্কারী মনে কর্‌তে পারে। ঘোড়াটা একটা লম্বা দড়ি দিয়ে এই আমের ডালে বেঁধে রাখি। সে একটু বিশ্রাম ক'রে ঐ ঘাসগুলি খেতে পারে। আমি এখন করি কি? এ বড় লজ্জার কথা। একটী মেয়ের পত্র পেয়ে এসেছি। সে এখন পরস্ত্রী ও যুবতি। মেয়ে মানুষের সন্ধান লওয়া দোষের কাজ, লজ্জারও কথা। কি ব'লে কি ক'রে সেই বিপন্ন বালিকার উপকার করি বুঝি না। পত্রের ভাবটা একটু কেমন কেমন, "আপনার ভুবন" এরূপ কথা লেখার মানে কি? আমি তাকে পাঠানের হা'ত হ'তে উদ্ধার ক'রে এনেছিলাম বলে কি এ কথা লেখেন? না—না—এ কথার গুঢ় মর্ম্ম আছে। ভুবনেশ্বরী কি বালিকা বয়সে

ভালবাসার কিছু বুঝিত? না, না, খুব বুঝিত। সে শ্বেত-প্রস্তরের প্রতিমার ন্যায় সেই চঞ্চল বালিকা অচঞ্চল ভাবে আমার, শয্যা পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। আমার রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেন আনন্দ হাস্য ফিরিয়া আসিল। তার পরে বিদায়কালীন সূর্য্যোদয়ে কুমুদিনী যেমন মুদিত হয়, শিশিরাশ্রু তাহার অঙ্গ হইতে যেমন গড়াইয়া পড়ে, ভুবনেশ্বরীর দশা ঠিক সেইরূপ হ'য়েছিল। আমি কি বিবাহ ক'রব? আমার প্রতিদিন যুদ্ধ। আমার প্রতি পদে বিপদ, মৃত্যু সর্ব্বদা আমার জন্য মুখ ব্যাদন করিয়া রয়েছে। এত কাল বিবাহ ক'রলেম না, এত জনের অনুরোধ শুনলাম না। এখন আমি ভূমিশূন্য,রিক্তহস্ত, এখন একটা বিবাহ ক'রে একটা বালিকাকে অকূল পাথারে ফেলাইব কেন? এই কি প্রেম? এই কি ভালবাসা? ভুবনেশ্বরী আজ দুই বৎসর আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক। পাহাড়ের পরে কুটীরে যখন নিদ্রা যাই মনে করি সেই নিশ্চল প্রতিমা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট। যখন শিকারে বাহির হই, সেই দেবী যেন আমাকে বসন ভূষণে অস্ত্রে শস্ত্রে সাজাইয়া দেন। যখন দস্যু দমনে যাই, তিনিই যেন আমার কর্ণে উদ্যম ও উৎসাহের গীত গাইতে থাকেন। জাগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থায়, রণাঙ্গণে ও শিকারের অরণ্যে, গৃহে ও পথে, যে মূর্ত্তি সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে দেখ্‌তে পাই, তাকে আমি নিশ্চয়ই ভালবাসি। চন্দ্রমুখীর পত্র পাইয়া আসিতে বিলম্ব হ'য়েছে। এক এক দিন যেন এক এক যুগ গিয়েছে। এখন ব্রত রক্ষা করি না বাসনা রক্ষা করি? পরোপকার ক'রবো এবং বিপন্নের উদ্ধার ক'রবো ব্রত গ্রহণ ক'রেছি। বিবাহ করিব না ত প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক ভীষ্ম সত্যবতীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় অকৃতদার ছিলেন। ক্ষত্রিয় জীবন বিপদসঙ্কুল ছিল। সকল ক্ষত্রিয়ইত বিবাহ করিয়াছেন। যাহা হউক আমিও আম্রকাননে একটু বিশ্রাম করিয়া

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যাই”—শচীপতি রায় এইরূপ চিন্তা করিয়া এক রসাল তরুমূলে উপবেশন করিলেন।

চন্দ্রমুখীর পিতার নাম জগমোহন তর্কালঙ্কার, তিনি মধ্যবিৎ অবস্থার গৃহস্থ। তাঁহার বাটীর উপরেই চতুষ্পাটী। তাঁহার বাটীর অন্তঃপুর সংলগ্ন একটী ফুলের বাগান। বাগানের বাহিরে একটী বৃহৎ আম্রকানন। বাগানে ঘন কাল চিতার বেড়া থাকায় পুষ্পোদ্যান হইতে বাহিরের লোক দেখা যায় না। এই কাননে এক বকুল তরুমূলে চন্দ্রমুখীর নিকট ভুবনেশ্বরী আসিল। শ্যামল দুর্ব্বাদলমণ্ডিত ক্ষেত্রে যেন সবুজ মখমলের উপর দুই সরস্বতী প্রতিমা উপবিষ্টা। দুই সখীর মধ্যে আলাপ—লজ্জার বন্ধন বিপদতরঙ্গে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরী সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কই সখি, তিনিত আজও আসিলেন না? তুমি ত তাঁকে সাত দিন পত্র দিয়েছ।”

চন্দ্রমুখী উত্তর করিলেন, “তাঁহার লোকে ব’লে গিয়েছে তিনি অদ্য বা কল্য আসবেন।”

এই পুষ্পোদ্যানের পার্শ্বস্থিত আম্রকাননে এক রসাল তরুমূলে শচীপতি উপবিষ্ট। দুই বামাকণ্ঠের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া শচীপতির চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি নিঃশব্দে সেই কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ভুবনেশ্বরী পুনরপি বলিলেন, ‘ তুমি তাঁকে কি ব’লবে?”

চন্দ্র। আমি ব’লব রাধা বিনোদিনী শ্যাম রায়ের বিরহে পাগল, মূর্চ্ছিত প্রায়, অজ্ঞান প্রায়।

ভুব। দেখ্ বৃন্দে, তুই এখনও পাকা দূতি হ’তে পারিস্‌নি। এতেই কি শ্যাম রায়ের মান ভাঙ্গবে?

চ। তুই যদি পাকা দূতি হ’য়ে থাকিস্ তবে আমাকে দূতিগিরি শিখিয়ে দে।

ভু। তুই যে মাথায় কাপড় বেঁধে আগে থেকে ছুতি লেজেছিস্।

চ। কি করি? সখী ম'রে।

ভু। সখীকে কি করে বাঁচাবি বল দেখি?

চ। ব'লব, রাধা তোমায় বড় ভালবাসে, সে তার মন প্রাণ তোমার চরণে অর্পণ করেছে। সে অন্ত পতি গ্রহণ ক'র্‌বে না।

ভু। এই ব'ল্‌লেই কি যথেষ্ট হ'বে?

চ। তবে আর কি ব'লব শিখিয়ে দে।

ভু। তুই কি আমার দুঃখ জানিস্ না। মামার ব্যবহারটা দেখছিস্ না? আমার দুঃখিনী মার কি আছে? আমাদের দুঃখ ক্লেশ জানিয়ে তাঁর মন নরম ক'রতে হবে। তার পরে আরও বলতে হবে আমি তাঁর ধনৈশ্বর্য্য চাই না। আমি তাঁহার পদসেবার অবসর চাই। আমি তাঁর পরহিত-ব্রতে বাধা দিব না, সহায় হ'ব। যদি বিগ্রহে, ঈশ্বর না করুন, তাঁহার জীবন নষ্ট হয়, তবে আমি তাঁহার সহমৃতা হইতে পারব্। ভগবান পূর্ব্বেই আমার হৃদয়ে সে সাহস ও সে বল দিয়াছেন। আরও ব'ল্‌বে সংসার-আশ্রম পরহিত-ব্রতের প্রশস্ত ক্ষেত্র। দস্যু তাঁহার বাহুবলে একরূপ নিরাকৃত হয়েছে। এইত তাঁর সংসারী হইবার প্রশস্ত সময়। মৃগয়ায় পরোপকার হয় না। পার্ব্বত্য কুটীরে বাস. পরোপকারের স্থান নয়।

চ। দেখ্‌দেখি আমি এখন দূতিগিরিতে পেকেছি কিনা। আমি বলব দুই বৎসর হ'ল ক'বরেজ জেঠার মৃত্যু হয়েছে, ভুব্‌নীর মামা এসে সংসারের কর্ত্তা হ'য়েছেন। তিনি দস্যুতার ছুতা করে নগদ টাকা গহনা সব নিয়েছেন। নবাব অসন্তুষ্ট ও প্রজা বিদ্রোহী ব'লে জমিদারী হস্তগত করেছেন। ভুব্‌নী ও তার মা এখন

পথের ভিখারী ও এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গালী। এক বুড়া বিয়েপাগলা নীচ ঘরের বদ্যের সঙ্গে ভুবনীর বিয়ে দিয়ে ভুবনীর মামা অনেক টাকা নিচ্ছেন। মেয়ের এ বিয়েতে মায়ের মত নাই। ভুবনীকে আপনি কিনে ফেলেছেন। যে দিন রহিমের হাত হ'তে ভুবনীকে উদ্ধার করেন, সেই দিন হ'তে ভুবনী, আপনার ভুবনী, আপনাকে ভিন্ন অন্য বরকে বিবাহ করবে না সঙ্কল্প করেছে। সে টাকা চায় না, গয়না চায় না। সে চায় আপনার পদসেবা ক'র্‌তে। সে একদিন আপনার পদসেবা ক'র্‌তে পার্‌লেও জীবনসার্থক মনে ক'র্‌বে। সে আপনার বীর ব্রতের সহায় হবে। সেও আপনার সঙ্গে এক ঘোড়ায় চ'ড়ে ঢাল তরোয়াল নিয়ে পিছন দিকে দস্যু মার্‌তে যাবে।

ভু। দুর পোড়ারমুখী। তোর ভাল কথা, কাজের কথার মধ্যেও ঠাট্টা। কাল তোর বর এসেছে কিনা? আহ্লাদে উত্‌লে উঠেছিস্, ঠাট্টা তামাসার ফোয়ারা ছুটাচ্ছিস, তাই আর কাজের কথাও স্থির ভাবে বল্‌তে পারিস্ না।

চ। তোর সে দিন এসেছে। তোরও সে দিন এসেছে। আমি আরও বল্‌ব, ভুবন, আপনার সকল কাজের প্রাণপণ সহায়তা ক'রবে। আপনি যুদ্ধে গেলে আপনার অস্ত্রে ধার দিয়ে দেবে। আপনি দস্যু দমনে গেলে আপনার ঘোড়া সাজিয়ে দেবে। সে যে সে মেয়ে নয়, তার হৃদয়ে সাহস বল দুইই আছে। সে বীরপত্নী হইয়া সহমরণের জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। সংসার-আশ্রম সকল আশ্রমের বড়। সংসারে সর্ব্বপ্রকার পরহিত-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। বনবাসে যে ধর্ম্ম দশ বৎসরে হয় না, বিপন্ন উদ্ধারে ও দস্যু দমনে যে ধর্ম্ম বিশ বৎসরে সঞ্চয় হওয়া কঠিন, গৃহস্থ এক দিনে সেই ধর্ম্ম লাভ করতে পারে। রোগীর সেবা, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ, অতিথির সেবা, দেবতার পূজা,

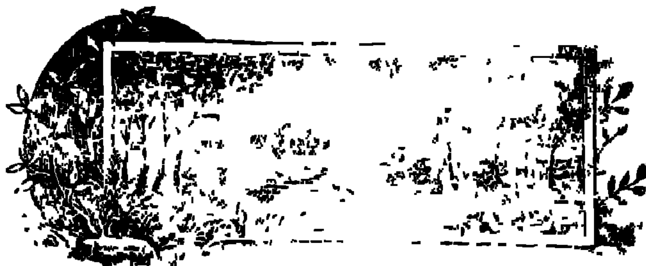
কুমারীর বিবাহ দান, আর্ত্তের উদ্ধার, তস্করের শাস্তিদান, দস্যুতার দমন প্রভৃতি গৃহস্থই ভালরূপ পারেন। আপনার বাহুবলে দস্যুভয় দূর হ'য়েছে, এই আপনার বিবাহের সময়। আপনি বিবাহ না করিলে সেই অশিতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ বৈদ্য ভুবনকে বিবাহ করিতে আসিলে ভুবন আত্মঘাতিনী হইবে। আপনাতে নারীবধের পাপ স্পর্শ করিবে। ক্ষত্রিয় বীরেরা যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারা কি বিবাহ করিতেন না? উপযুক্ত পত্নী ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়। যাহা আপনি একা করিতেছেন, যাঁহার সহায় আপনার ডোম বাগ্দি, সাঁওতাল, কোল, তাঁহার সাহায্যার্থ একজন রমণী লইলে দোষ কি?

ভু। থাম্ থাম্, দুতিগিরিতে তুই বেশ পেকেছিস্। তোর বক্তৃতা শক্তিও আছে। হবেনা কেন? ন্যায় পঞ্চাননের বাতাস যে তোর গায়ে লাগ্ছে।

চন্দ্রমুখী আর কথা বলিলেন না। তিনি সস্নেহে সাদরে ভুবনেশ্বরীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "চল্ চল্, আর ফুল বাগানে দেরী ক'রে কাজ নাই। তোর বর ন্যায় পঞ্চানন এখানে।"





দশম পরিচ্ছেদ

চতুষ্পাঠী গৃহে।

জগমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠী একখানি বৃহৎ খড় নির্ম্মিত আটচালা গৃহে প্রতিষ্ঠিত। এই গৃহে যে কেবল অধ্যাপনা কার্য্য হয় এমন নহে; এই গৃহে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বার্ষিক দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজাও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সে কাল আর একালে অনেক প্রভেদ। সে কালে প্রতি হিন্দুর গ্রামে সকল দেব দেবীর পূজার অনুষ্ঠান হইত। বার মাসের তের পর্ব্ব সুসম্পন্ন হইত এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভিক্ষা করিয়াও পূজা অর্চ্চনা করিতেন। সেকালে ব্রাহ্মণের ভিক্ষা মিলিত, ধনীগণ সাদরে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান

করিয়া নিজে চরিতার্থ হইলেন মনে করিতেন। ব্রাহ্মণগণও সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বাদী ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহারা বাক্যে ও কার্য্যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াই বেড়াইতেন। সে কালে প্রতি গ্রাম প্রতি পর্ব্বে যেন একটা ধর্ম্ম মত্ততায় মাতিয়া উঠিত, আমোদ উৎসবে পূর্ণ হইত, সে উৎসবে নরনারী যোগদান করিত। পাপী লোকেরা অন্য দিনে পাপ অনুষ্ঠান করিলেও পর্ব্বদিনে পাপ অনুষ্ঠান করিত না। তখন সকল পল্লী ধর্ম্মের আগার, আনন্দের নিলয় ও উৎসবের ভবন ছিল। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় গ্রামের ব্যবস্থাপক ও জমিদার রায় মহাশয় গ্রামের শাস্তা ছিলেন। তখন ধর্ম্ম কর্ম্মে অর্থ দান, পাপের প্রায়শ্চিত্তও ছিল। তখন ব্যবস্থা ও বিচার অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে হইত না এবং বিচার ব্যবস্থার ব্যভিচার ছিল না। তখন এক তর্কালঙ্কার ও রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে গ্রামের সকল কাজ চলিত। কেহ তাহাদের সম্মুখে মাথা তুলিতে পারিত না। তখন কলেজে পড়া বুড়া দাদাকে গায়িত্রি ও জ্যেঠা মহাশয়কে গণেশ পূজা শিখাইবার লোক অতি কমই ছিল। তখন গ্রামের লোকের কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল, এখন তা নাই। সে মূর্খের দল এখনকার পণ্ডিত দল অপেক্ষা কার্য্যকুশল ছিলেন। তাঁহারা বার মাসে তের ক্রিয়া করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া মহাসমারোহে বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠান করিয়া দেব দেবীর মূর্ত্তিতে ভক্তি ও নানাপ্রকার সংয়ের মূর্ত্তিতে নৈতিক শিক্ষা দিয়া কয়েক দিনের জন্য গ্রামে অন্নছত্র খুলিয়া দিতেন। হায় হায়, সে বর্ব্বরতার দিন গতপ্রায় ও সে একপ্রাণতা উন্নতা অপসৃত। একজন লোকেও যদি সেই প্রাচীন ভাব মনে চিন্তা করেন এবং তাহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করেন তবেই লেখকের লেখনী ধারণ সার্থক, নচেৎ সকল শ্রম পণ্ডশ্রম। আজ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে লোক ধরে না। আজ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জামাতা রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন নবদ্বীপ, মিথিলা

ও বারাণসী ক্ষেত্রে যশ ও গৌরবের সহিত ন্যায়ের পাঠ সমাপন করিয়া অগ্রে স্বগৃহে ও পরে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। কোন মিষ্ট দ্রব্য দেখিলে যেমন পিপীলিকার দল সমবেত হয়, সেইরূপ ন্যায় পঞ্চাননকে ছাত্র ও অল্পবয়স্ক অধ্যাপকগণ ঘিরিয়া বসিয়াছেন। ন্যায় পঞ্চানন কেবল ন্যায়ের পণ্ডিত নহেন। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ষড় দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ ও উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং জ্যোতিষ গণিতেও তাঁহার বুৎপত্তি আছে। তাঁহার সকল বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে জ্যোতিষ ও গণিতের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। একজন গণিতজ্ঞ প্রশ্ন করিলেন, দুই দল পক্ষী এক সরোবরে সন্তরণ করিতেছে। এক দল বলিল, "তোমরা সাতটী এস, তোমাদের সমান হই। আর এক দল বলিল, তোমরা তিনটী এস তোমাদের তিন গুণ হই।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল।—"মধুপুর নিবাসী রামদাসর পত্নী সারদা দাসী গত মাঘ মাসে অন্তঃসত্বা হইয়াছেন তাহার কি সন্তান হইবে।" তৃতীয় প্রশ্ন হইতে ছিল "১০৯৯ সালের চৈত্র মাসে পূর্ণচন্দ্র গ্রহণ—"

এই প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে সেই চতুষ্পাঠী গৃহের সম্মুখে এক সবল শরীর দীর্ঘকায় উষ্ণীষে পালকধারী যুবা পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। সর্বাগ্রে ন্যায় পঞ্চানন বলিলেন, "আসুন আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হয়, এই আসনে উপবেশন করুন।"

যোদ্ধৃবেশধারী পুরুষ আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় পুনরপি বলিলেন, "মহাশয় আপনার আগমনের উদ্দেশ্য ও নাম ধাম বলিয়া আমাদিগের উদ্দীপ্ত কৌতূহল নিবারণ করার কি কোন বাধা আছে?" আগন্তুক যোদ্ধৃ পুরুষ বলিলেন, আমার নাম শচীপতি রায়। আমার বাড়ী— গ্রামে। আমার আগমনের উদ্দেশ্য একটু গোপনে বলিব।"

এই পরিচয় শুনিবামাত্র ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই বাহুদ্বারা গলদেশ বেষ্টন করিলেন এবং দুইজনে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন। পরে ন্যায় পঞ্চানন বলিতে লাগিলেন "এই মহাত্মার উৎসাহে পরামর্শে ও ব্যয়ে আমি ভিন্ন দেশে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইনি আমাকে প্রচুর বৃত্তি দান করিয়াছেন।"

শচী। আপনার নাম কি ?

রমানাথ। আমার নাম রমানাথ মুখোপাধ্যায়। আমার নবদ্বীপের উপাধি সার্ব্বভৌম। মিথিলার উপাধি বাচস্পতি। কাশীর উপাধি ন্যায় পঞ্চানন। আমার সাহিত্যের উপাধি কাব্যকল্পদ্রুম আমার স্মৃতির উপাধি স্মৃতিরত্ন। আমি এত গুলি উপাধি আপনার নিকট বলিয়া গর্ব্ব করিতেছি না। আমি সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি আপনার প্রচুর বৃত্তি নষ্ট হয় নাই। এত গুলি .উপাধি প্রাপ্তি সফল হইয়াছে। আপনার আকৃতির বড় বিপর্য্যয় ঘ'টেছে। আপনার সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই। সভায় উপস্থিত নারায়ণ চন্দ্র শাস্ত্রী বলিলেন "রায় মহাশয়ের রূপ লাবণ্য আর থাকিতে পারে না। ইনি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে হুগলি, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ ও দুমকা অঞ্চলের দস্যুভয় নিবারণ ক'রেছেন। ইহার এখানে শৈল গহ্বরে বাস এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং সাঁওতাল কোল সহায়। রাঢ় দেশে পশ্চিম বঙ্গে এরূপ পরহিত ব্রত বীর আর নাই।

রমানাথ। আমি এ সকলি শুনেছি, ইহাঁর ঘরে কখন সঞ্চিত টাকা থাকে নাই। রাঢ়বাসী জমিদারগণ যদি ইহাঁর ভূসম্পত্তি ইহাঁকে প্রত্যার্পণ না করেন তবে তাঁদের মত অকৃতজ্ঞ আর এ জগতে নাই। আমি ইহাঁর জ

পেয়েছি এবং কথঞ্চিত কৃতকার্য্যও হয়েছি।

শচী। এখন ও সকল কথা থাকুক। আমি অরণ্য বাসে বেশ সুখী আছি। আমার সহচরগণ সরল অমায়িক দেবতার দল। তর্কালঙ্কার মহাশয় বাটী আছেন কি? আমার উদ্দেশ্যটা একটু গোপনে বল্‌তে হবে। আমি তর্কালঙ্কার মহাশয় রমানাথ আর কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর দেওয়ানজি মহাশয়ের সহিত একটু দেখা কর্‌তে চাই।

রমানাথ। তা সকলের সঙ্গেই দেখা হ'বে, এখনই হ'বে, চলুন একটু বাড়ীর মধ্যে বিশ্রাম করতে চলুন।

এই সময়ে ভজন, কালু ও মালুর সহিত বীরবেশে বর্শা হস্তে সেই চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ভূমে মস্তক নত করতঃ বলিল, "পরণাম, ঠাকুর মহাশয়রা পরণাম।"

শচীপতি। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সর্দ্দার তুমি এখানে এলে যে?"

ভজন। আরে রাজা তুই একা একা এখানে চলে আইলি। শুন্‌লেম কবিরাজ মহাশয়ের ছালাটা বড় দুষ্ট। আমার পরাণটা খপ্‌খপ্‌ করতে লাগ্‌লো। ঘরে মন টিকেক্ না, তাই তোর পিছনে পিছনে এলেম।

শচীপতি। তোমরা কতজন এসেছ?

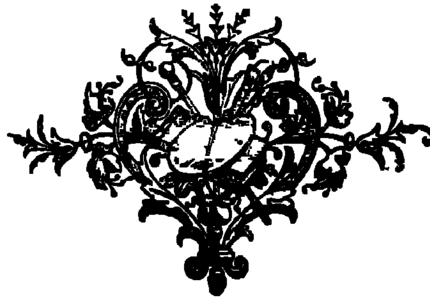
ভজন। তা দুডেক হবে।

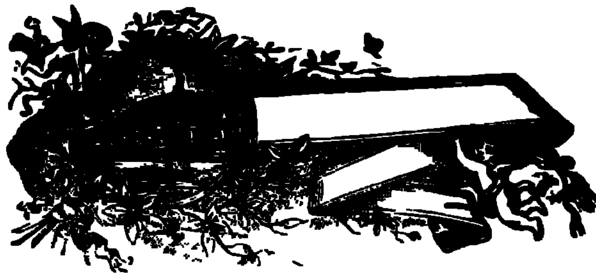
শচী। আহা, এসে ভালই করেছ। তোমরা কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণের আমবাগানে গিয়া অপেক্ষা কর।

ভজন। তা তোর যা হুকুম হয় তাই করবো।

ভজন সহচরগণের সহিত সেই আম্র বাগানে প্রবেশ করিল। রমানাথ শচীপতির সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তর্কালঙ্কার

মহাশয়ের একটি ছাত্র তর্কালঙ্কার মহাশয়কে ডাকিতে ছুটিল। অপর ছাত্র কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর পুরাতন দেওয়ানকে আনিতে চলিল। সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শচীপতির আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্ত চতুষ্পাঠী গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।





একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুরে ।

রমানাথ সহর্ষে ব্যস্ততার সহিত অন্তঃপুরে যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "শীঘ্র একটু জলযোগের আয়োজন করুন। কয়েকটা পান সাজুন। আমার পরম সুহৃদ অশেষ মহলাকাঙ্ক্ষী জমিদার শচীপতি রায় এসেছেন।"

এই সময়ে তর্কালঙ্কারের পত্নী প্রতিবেশীর বাটীতে ছিলেন। চন্দ্রমুখী একাকিনী অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া সহর্ষে কহিলেন, "ইশ্ তোমার সুহৃদ না তোমার সখা? এসেছে কে? আমি অঙ্গুলি সঙ্কেতে কত রাজ রাজড়া কত বীর যোদ্ধাকে ঘুরাতে পারি, আমি যে তার বৃন্দে। দেখ তিনি আমায় বুঝেন কি না।

রমানাথ। এ বিদ্যাটা হয়েছে কত দিন? রাইকিশোর কে? ধার্ম্মিক বীর শচীপতির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'রো না।

চন্দ্র। রাম, তোমার লম্বা লম্বা কথা। আমি কত বীরকে ভেড়া ক'রে রাখতে পারি।

রমা। কটা রেখেছ?

চন্দ্র। দুটা।

রমা। কাকে—কাকে?

চন্দ্র। তোমাকে আর তোমার সুহৃদ জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকপ্রবর শচীপতিকে।

শচীপতির জলযোগের আয়োজন হইল। শচীপতি জলযোগে বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন। রমানাথ ভাব বুঝিয়া একটু অন্তরালে দাঁড়াইলেন। চন্দ্রমুখী মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি বড় ভাল সময়ে এসেছেন। আর দুদিন পরে এলে সর্ব্বনাশ হ'ত। ভুবনদের এখন কিছু নাই। তারা এখন পথের ভিখারি। ভুবন তাহার মন প্রাণ আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছে।" শচীপতি বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি দৌত্যে এখনও পাকেন নাই। এই অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেইত আপনার দৌত্য শিক্ষা।"

চন্দ্রমুখী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "দৌত্য আমি অনেক দিন শিখেছি, এখন পাকা দূতি। বীরের বীরব্রত ভঙ্গ করব। আমার সখীকে বীরের বামে বসাব এবং উভয়ের বসা দেখে আমার দূতি ব্রত উদযাপন ক'রব।

শচীপতি। এখন আমাকে কি ক'রতে হবে?

চন্দ্র। সে কথা কি আমি ব'লব? কি উপায়ে কি ক'রতে হবে

জানি না। ভুবনের বাপের ধন সম্পত্তি উদ্ধার ক'রতে হবে। ভুবনকে যে ক'র্ত্তে হবে আর আমাদিগকে নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ খাওয়াতে হ'বে। আর এই হরিপুর গ্রাম বাজি বাজনায় কাঁপাতে হবে। আপনি অন্তর্য্যামি নাকি? ভুবন এইমাত্র আমার নিকট হ'তে চলে গেল। বিপদ এখন তাকে লজ্জার গণ্ডীর বাহিরে লইয়া গিয়াছে। তার এখন সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই,সে চাঞ্চল্য হাসিখুসি মাখা ভাব নাই।

শচী। আপনি আমাকে বড় গুরু কার্য্যের ভার দিলেন। আমি এ ক্ষেত্রে কখন কাজ করি নাই। আপনি অযোগ্য পাত্রে গুরু ভার অর্পণ ক'রছেন।

চন্দ্র। অযোগ্য সুযোগ্য আমি বুঝি না। আমার যা কাজ তা আমি ক'রলাম। ভুবনের আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই। সে স্বজন রূপ দস্যু হস্তে পতিত। আমি এই মাত্র ব'লতে পারি আমার পিতা, দেওয়ান খুড়া, গ্রামের সকল লোক, ভুবনদের সকল প্রজা, আর ঐ বড় শিখাধারি ন্যায় পঞ্চানন প্রাণপণে আপনার সাহায্য ক'রবেন।

শচী। ঐ ন্যায় পঞ্চানন আপনার কে?

চন্দ্র। আপনি ভুবনের যে।

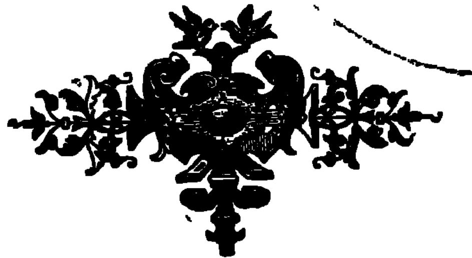
শচী। তার সঙ্গে ত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

চন্দ্র। আমারও ন্যায় পঞ্চাননের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। বীর পুরুষেরও ঠাট্টা তামাসা আছে। আমি ভেবেছিলেম আপনি বুঝি কেবল দস্যু দমনেই পটু, এখন দে'খছি আপনি সুরসিকও বটে। ন্যায় পঞ্চানন আমার কে ব'লব? ভুবন যেমন আপনার পূজা করে, ভুবনের মন প্রাণ যেমন আপনি চুরি করেছেন, ভুবন যেমন আপনিময় হয়ে ব'সে আছে, তেমনি আমি আজ পাঁচ বৎসর ঐ পায়ের দাসী হয়েছি। এখন বুঝলেন ত পঞ্চানন আমার কে?

শচী। সত্যি। সত্যি। আমি বুঝতে পারি নাই। রমানাথ আপনার কি হন? বহুদিন পরে আজ আপনার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেও আপনি অবগুণ্ঠনাবতী হইতে পারেন।

চন্দ্র। বাজে কথায় কাজ নাই, আপনি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন।

অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অন্তঃপুরে এক ক্ষুদ্র সভা বসিল। অনেক যুক্তি তর্কে প র পরামর্শ স্থিরীকৃত হইল। সর্ব্বাগ্রে শচীপতি, রমানাথ ও শত শত অনুচরের সহিত ভুবনেশ্বরীদিগের বাটীতে গমন করিবেন।





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাপচিত্ত।

ভুবনেশ্বরীর মাতুলের নাম দুর্য্যোধন সেন। সেন মহাশয়ের বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। দেহ খর্ব্ব ও স্থূল এবং বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ। সেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের অলঙ্কার স্বরূপ নারায়ণ শিলার চক্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ চক্র। সেন মহাশয়ের কপাল ক্ষুদ্র। চক্ষুদ্বয় ক্ষুদ্র, নাসিকা স্থূল, অধরোষ্ঠ পুরু এবং দন্ত উচ্চ ও শ্রেণীবদ্ধ নহে অর্থাৎ আঁকাবাঁকা। সেন মহাশয়ের অধিকাংশ কেশ পক্ব। সেন মহাশয়ের কথায় হস্তসঞ্চালন ও মৃদু মৃদু হাসি। সেন মহাশয় নিষ্ঠুর ও পরশ্রীকাতর। তাঁহার দয়া মমতার ভান যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে দয়া মমতা লেশ মাত্র নাই। তিনি দস্যুতার ব্যপদেশে ভুবনেশ্বরীর পিতার সকল সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়াছেন, কিন্তু ধন স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই।

তিনি সকল জমিদারীই হস্তগত করিয়াছেন,: কিন্তু প্রজাবিদ্রোহ উপশম করিতে পারেন নাই। তিনি স্বার্থপর যতই হউন কিন্তু তিনি অতিশয়

ভীরু। তিনি বায়ু-হিল্লোলে, পত্র-কম্পনে, ভেক-লম্ফনে, গলিত পাতার শর শর শব্দে ও অন্ধকার রাত্রে বৃক্ষ লতিকার ছায়া দর্শনে ভীত হইয়া উঠেন এবং তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি নবাবের লাল পাগড়ি-ধারি পদাতিক দেখিলে শিহরিয়া উঠেন। সেন মহাশয় পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন। সব শেষ করেছি। নগদ গহনায় দু লাক টাকা হস্তগত। জমিদারী হস্তগত। প্রজা বিদ্রোহ ক' দিন? কৌশলে দমন ক'রব। এখন মেয়েটাকে বেচে টাকা কয়েকটা হাতে ক'রতে পারিলেই সরি। বোনটাকে ভগিনীর সঙ্গে জামাই বাড়ী পাঠায়ে দেব। স্থানান্তরেই বা যাই কেন? এ গ্রামের লোক গুলো আমাকে দেখে ঘৃণার হাঁসি হাঁসে। এই বাড়িই বাড়ী ক'রে নে'ব। বাড়ী মেরামত ক'রব গড় বানাব। গ্রামের লোকগুলোকে একে একে ভিটা ছাড়া ক'রব। তর্কালঙ্কার, পুরাতন দেওয়ান, সনাতন পাইক, মদন বেহারা, ইহাদিগকে ভিটা ছাড়া ক'রব। এরা আমার ভগ্নীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে আসে। দুষ্ট মেয়েটাকে কুপরামর্শ দেয়।

দুর্য্যোধন সেন মহাশয় যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন শচীপতি রায় সশস্ত্র শত সৈনিকের সহিত শিবশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের বাহি প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন।

দুর্য্যোধনের দুষ্ট অভিসন্ধি সকল কোথায় পলাইয়া গেল। তাহার হৃৎকম্পন উপস্থিত হইল। তিনি, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়, বলিয়া সকলকে বসিতে আসন দিলেন। সকল লোক উপবেশন করিলেন। শচীপতি দক্ষিণ হস্তে কোষমুক্ত অসি ও বাম বাহুমূলে বর্ষা ধারণ করিয়া পদচারণ করিতে করিতে বলিলেন, "মহাশয়, বোধ হয়, আমাকে চিনেন না!"

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে, আজ্ঞে না।

শচী। আমার নাম শচীপতি রায়। আমি কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে পীড়িত অবস্থায় মাসাধিক কাল ছিলাম। আমি তাঁহার অনেক লবণ খেয়েছি। আমি তাঁহার স্থস্থ পত্নী ও কন্যার দুর্গতি দূর করবার চেষ্টা ক'র্ব। আমি তাঁহার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'র্ব। তাঁহার কন্যার উপযুক্ত ঘরে উপযুক্ত বরে বিবাহ দিব।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে তা, আজ্ঞে তা ক'র্‌লেত ভালই হয়। আপনি মহানুভব মহাশয় ব্যক্তি। আপনি সবই কারতে পারেন, তবে মেয়েটী বাক্‌দত্তা হ'য়ে পড়েছে।

শচী। মেয়ের বাক্‌দান ক'ল্লে কে? ধন সম্পত্তি কি হলো? আমার অজ্ঞাতে কাহারও দস্যুতা ক'র্‌বার অধিকার নাই। সকল গ্রামে সকল পথে আমার চর আছে।

বাস্তবিক শচীপতি এরূপ রূঢ়ভাবা নহেন, তিনি সকলের পরামর্শে এরূপ রূঢ় হইয়াছেন। দুর্য্যোধন পুনরপি বলিলেন, "আজ্ঞে, আজ্ঞে, নগদ টাকাকড়ি দস্যুতেই নিয়েছে।"

শচীপতি। তবে সে দস্যু মহাশয় আপনি টাকাকড়িগুলি ফেলুন। কবিরাজ মহাশয়ের কন্যাকেই বা কে বাক্‌দান কল্লে? আমি সব শুনেছি। আপনি যে ঘরে কন্যাদান ক'র্‌তে যাচ্ছেন, সে ঘর বৈদ্য বলেই এ অঞ্চলে পরিচিত নয়। পাত্রও কন্যার পিতামহের সমবয়স্ক।

দুর্যো। কন্যার যবন দোষ আছে।

শচী। চোপরাও বেইমান বৈদ্যকুলের কলঙ্ক। আমি সে মেয়েকে রহিমের হাত হ'তে উদ্ধার করি। ওরূপ ধর্ম্মশীলা দেবভক্তিসম্পন্না সাহসী মেয়ে অতি কমই আছে। আমি তার পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষী দিব। দেখি, ভাল ঘরে ভাল বরে তার বে' হয় কিনা? মহাশয় নগদ টাকা

গহনা গুলি থরে থরে ফেলুন। আমি এই বাড়ী, এই গ্রামের সকল দীঘি পুষ্করিণী, বন, বাগান তন্নতন্ন করিয়া খুজ্‌ব।

এই সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের বহিঃপ্রাঙ্গনে গ্রামের সকল ভদ্র অভদ্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তর্কালঙ্কার, পুরাতন দেওয়ান, মদন বেহারা, হরিশ চৌকিদার প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন।

শচীপতি পুনরপি বলিলেন, "উপস্থিত মহাশয়গণ, আপনারা বল্‌তে পারেন সেন মহাশয় কোন্ পুষ্করিণীর ধারে ঘন ঘন যাতায়াত করেন? ইহার শয়ন ঘর কোন্‌টা।" মদন বেহারা উত্তর করিল, "ইহার শয়নঘর পূজার মণ্ডপের পশ্চিম পার্শ্বে। ইনি সর্ব্বদাই বড় দীঘির ধারে যাতায়াত করেন।

শচী। ভজন, সেন মহাশয়ের শয়নঘরের মেজেটা ভেঙ্গে ফেল। কালু, মালু, তোমরা সত্তর জন লোক নিয়ে বড় দীঘির জল উলট পালট কর। কাদা পাঁক উঠাইয়া ফেল। দেখি কবিরাজ মহাশয়ের ধন পাই কি না? হরিশ চৌকিদার কহিল, "সেন মহাশয়ের শয়নঘরে টালি আঁটা। টালির তলে একটা গুপ্তঘর আছে।

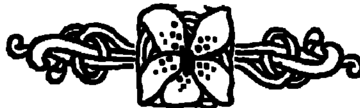
দুর্গো। আজ্ঞে আজ্ঞে মিছে কথা। আমার ঘরটা বড দীঘিটা—

শচী। চুপ করে থাকুন মহাশয় কথা বল্‌বেন না।

শচীপতির আদেশ হইবামাত্র ভজন সেন মহাশয়ের শয়নগৃহের মেজে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কালু মালু সত্তর জন লোক লইয়া বড় দীঘিতে নামিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘরের মেজে ভাঙ্গা হইল এবং পুষ্করিণীর কর্দ্দম উঠাইতে লাগিল। এই সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের বাটীর ছাদগুলিও বামাকুলে পূর্ণ হইল। ভজন এক দণ্ড মধ্যেই চীৎকার করিয়া বলিল, "গুপ্ত ঘর পেয়েছি। গুপ্ত ঘর পেয়েছি। অনেক দ্রব্য অনেক বাক্স। আলোক, আলোক মশালের আলোক চাই।" দশটা মশাল জ্বালা হইল। মুহূর্ত্ত

মধ্যে তখন গুপ্ত গৃহ হইতে বাক্সের উপর বাক্স উঠাইতে লাগিল। দু দণ্ডের মধ্যে কালু মালু আট ঘড়া অর্থ লইয়া বড় দীর্ঘিকা হইতে উঠিয়া আসিল। সকলের সমক্ষে বাক্সের দ্রব্য বাহির করা হইল এবং পিত্তল কলসির মুদ্রা গণনা করা হইল। বাক্সগুলি বহুমূল্য বসন ভূষণে পূর্ণ। ঘড়াগুলি টাকা মোহরে পরিপূরিত। গহনার ও বস্ত্রের তালিকা প্রস্তুত হইল। টাকা মোহরের গণনা করা হইল। কবিরাজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী তালিকা শ্রবণে বলিলেন, "এই সকল দ্রব্যই দস্যুতে লইয়াছিল আর অধিক নহে। টাকা মোহর একটীও কম পড়ে নাই সবই পাওয়া গিয়াছে।"

অনন্তর অপহৃত বসন ভূষণ ও মুদ্রা কবিরাজ মহাশয়ের ধনাগারে রক্ষিত হইল। শচীপতির চারিটী ও হরিশ চৌকিদারের আটটী লোক ধনাগারের প্রহরী হইল। দুর্য্যোধন নজরবন্দিভাবে থাকিলেন। তখনই পঞ্জিকা দেখিয়া পরদিনই তীর্থামৃত যোগের যাত্রার শুভদিন থাকায় শচীপতি কবিরাজ মহাশয়ের পুরাতন দেওয়ান জগমোহন তর্কালঙ্কার, রামনিধি সার্ব্বভৌম ও শচীপতির পাঁচশটী অনুচর মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর নিকট রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের ভূসম্পত্তি উদ্ধারের জন্ম যাইবেন স্থিরীকৃত হইল। সে রজনীতে সানুচর শচীপতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে আহার করিলেন।





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সখীর দৌত্য।

অপহৃত ধন উদ্ধারের পর প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত অনুচর কয়েক-জন ব্যতীত অপরাপর অনুচরসহ শচীপতি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রামের প্রায় যাবতীয় লোক সেই গৃহে উপস্থিত। প্রায় সকল লোকেই দুর্য্যোধনের প্রতি ঘৃণা করিয়া শচীপতির প্রশংসা করিতেছেন। উপস্থিত জনগণ সকলেই প্রফুল্ল ও সকলেই সন্তুষ্ট। কেহ শিবশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের সুকীর্ত্তি বর্ণন করিতেছেন। কেহ দুর্য্যোধনের পশ্বাচারে মর্ম্মপীড়া প্রকাশ করিতেছেন।

এই সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা চন্দ্রমুখী শচীপতি রায়কে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় অন্তঃপুর হইতে এই সংবাদ লইয়া আসিলেন এবং তিনিই শচীপতির হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রমুখীর ইঙ্গিতানুসারে রমানাথ পুনরায় বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। চন্দ্রমুখী শচীপতিকে বলিলেন, "ভুবনের মা ও ভুবন আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছেন।" শচীপতি উত্তর করিলেন, "তাঁহাদিগকে আস্‌তে বলুন।"

কবিরাজ মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী ও ভুবনেশ্বরী ধীরে ধীরে শচীপতির নিকটে আসিলেন। শচীপতি ভুবনের জননীর চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং ভুবনেশ্বরী শচীপতির চরণে প্রণত হইলেন। ভুবনেশ্বরী ও তাহার মাতা শিবশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যু, বৃত্তনাশ, অর্থনাশ ও দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। বীর শচীপতির চক্ষেও জল আসিল। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক রোদনের পর শচীপতি মধুর স্বরে কহিলেন, "মা। রোদন করিবেন না। যাহার জন্ম আছে তাহারই মৃত্যু আছে। জন্ম বস্তুর ধ্বংশ কালপ্রকৃতির নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। কবিরাজ মহাশয় পরলোক গমন ক'রেছেন। তাহার আর প্রতিবিধান নাই। সকল লোককেই সেই লোকে যাইতে হইবে। আপনার নষ্ট সম্পত্তি আমি নিশ্চয় উদ্ধার ক'র্‌ব। ভুবনকে ভাল ঘরে ভাল বরে যেরূপেই হউক বিবাহ দিব।

শচীপতির পীড়িতাবস্থায় ভুবনেশ্বরী তাঁহার সহিত অকুতোভয়ে কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে আবদার অত্যাচারও করিতেন। সেই ভাবে আজ ভুবনেশ্বরীর শচীপতির প্রতি আবদার করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ তাহার কণ্ঠ কম্পিত হইল এবং সহসা বাক্‌জড়তা আসিয়া পড়িল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে কাটাকাটা শব্দে বলিলেন,—"তু—তু—তু—মি আ—প—নি—আমাদের —স—ঙ্গে দেখা—ক—রি—লেন—

না—আমা—দের—ঘ—রে—পে—লে—কি——আ—পনার—জাত—যেত ?॰ আ—প—নার—আর—আমা—দের—প্রতি—দয়া—মা—।"

ভুবনেশ্বরী আর কথা বলিতে পারিলেন না। শচীপতিও কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, ভুবন! তুমি জান না আমার কত কাজ। এ বাড়ীতেও আমি কাজের জন্যেই এসেছি। তোমার মামার অনুগ্রহে তোমাদের যেরূপ দশা হ'য়েছিল তাতে চাল ডাল দোকান হ'তে না কিন্‌লে আর শত লোকের তোমাদের বাড়ীতে আহারের সংস্থান ছিল না।

ভুবন। দেখাও ত কর্ত্তে পারতেন।

শচীপতি। কোন্ মুখে দেখা কর্‌ব, আমি দস্যুতা নিবারণ করি। আমি তোমাদের কত নিমক খেয়েছি। তোমার পিতা মাতা আমার জীবন দান করেছেন। তোমাদের বাড়ীতে তিন বার দস্যুতা হয়েছে। তোমাদের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এক অঘ'রে অপাত্রে তোমার বে' হ'তে যাচ্ছে। এর একটা কিছু না কর্‌তে পার্‌লে কোন্ মুখে দেখা করি ?

ভুবন। আমাদের কথাটা আপনার বড় মনেই ছিল না।

শচী। তা তুমি একশ' বার বল্‌তে পার। আমার কাজটা সেইরূপই হ'য়েছে।

এতক্ষণে ভুবনেশ্বরীর মাতা চক্ষুজল মুছিয়া বলিলেন, "বাবা, ভুবনী পাগলী ওর কথায় কিছু মনে কর্‌বেন না ও আপনাকে বড় আপনার ভাবে তাই আব্দার করে। আমি জমিদারীও চাই না, টাকাও চাই না, ভুবনেরও বড় অর্থলালসা নাই। সে গহনা কাপড় চায় না। সে বড় ঘর বাড়ী চায় না। বাবা, তুমি ভুব্‌নীর একটা ভাল বে' দিয়ে দাও। আর আমার দাদার যেন কোন শাস্তি হয় না।"

শচী। আমি ভুবনের কথায় কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই না। ভুবন ঠিক কথাই ব'লেছে। আমি ভুবনের ভাল বে' দিয়ে দেব।

ভুবনেশ্বরী বুঝিতে পারিলেন এক্ষণে তাহার বিবাহের কথাই সবিস্তারে হইবে। তিনি চন্দ্রমুখীর ঘরে যাইয়া চন্দ্রমুখীর হাত হইতে পান কাড়িয়া লইয়া পান সাজিতে বসিলেন। বুদ্ধিমতী চন্দ্রমুখী ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পান সাজা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ভুবনের মাতার সহিত যোগদান করিলেন। ভুবনের মাতা বলিলেন, "বাবা, তোমার চেয়ে ভাল ঘর ভাল বর কোথা পাব? তুমি আমার ভুবনকে বিবাহ কর।"

শচীপতি। আমি বে' ক'র্‌তে পারব না। আমার বে'র অনেক বাধা, আমি সর্ব্বদা বিপদের সম্মুখীন হ'চ্ছি। আমার জীবন পদ্মপত্রের জলের মতন টলটল ক'চ্ছে। আমি যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছি তাহাতে বিবাহ নিষেধ। আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমি এখন পার্ব্বত্য কুটীর বাসী।

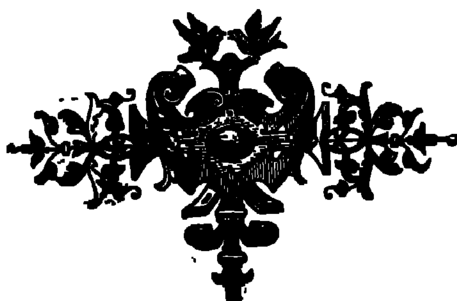
চন্দ্র। আপনি বে' কর্‌তে পারেন না কেন? আপনাকেই বে' ক'র্‌তে হবে। আপনার যশে আজকাল রাঢ়দেশ পূর্ণ। রাঢ়ের দস্যুতা নিবারিত হ'য়েছে। রহিম বক্স, রামা, জগা প্রভৃতি ডাকাতেরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে বা মরেছে। আপনার জমিদারীর খরিদারগণ আসল টাকা ল'য়ে জমিদারী ফিরিয়ে দেবেন। তাঁরা সুদ নেবেন না। পণের টাকা ফেরৎ পেলেই জমিদারী ফেরৎ দিবেন। আপনার জমিদারীর আয় হ'তে অনেকেরই টাকা প্রায় শোধ হ'য়েছে। আপনার ঠাকুরবাড়ীর ও অতিথিশালার দেওয়ান খুব হিসাবী লোক। এই দস্যুতার দিনে অতিথিশালায় অতিথি নাই। ঠাকুরবাড়ীর উৎসবে ও গান বাজনাতে বেশী টাকা এখন নষ্ট হয় না। আমি শুনেছি আজ দশ বৎসরে ঠাকুরবাড়ীর দেওয়ান চার লক্ষ টাকা মজুত ক'রেছেন। এই টাকায় আপনার সকল সম্পত্তি উদ্ধার হ'বে। আপনি আমার সখীকে

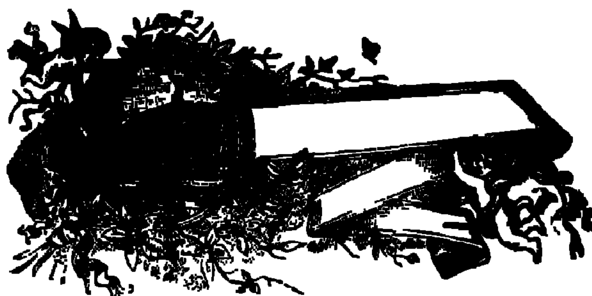
বে' না ক'রলে তার বে' হ'বে না। আপনি নারীবধের পাপী হ'বেন। আমি আপনাকে অন্তর্য্যামী মনে করি, আপনি বোধ হয় সকলি জানেন। আমার সখী বীরের পত্নী হইবার উপযুক্ত। সে একদিন বীর পতির পদসেবা ক'রতে পারলেও জীবন সার্থক মনে ক'র্‌বে। সে আপনার বীরব্রতের বাধা দিবে না বরং আপনার সহায়তা ক'রবে। আমার সখী প্রবীরের মা দ্বিতীয় জনা। আপনি আস্তিক উপাখ্যান জানেন, আপনি আপনার পবিত্র রায় বংশের একমাত্র বংশধর। শাস্ত্র অনুসারে বংশ রক্ষা করা আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আপনার ভাগ্য গণনা হ'য়েছে.তিন মাসের মধ্যে আপনার বিবাহ হ'বে। আপনি 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হ'বেন। ছয় বছরে আপনার তিনটী জমিদারী হস্তগত হ'বে। আপনি কেন আপত্তি কচ্চেন? আপনি নাকি বড় দয়ালু? আপনার দয়া কোথায়? এই অনাথিনী দুঃখিনী বিধবার চক্ষুজল মুছিতে কি আপনার ইচ্ছা হয় না?

ভুবনের মাতা। বাবা! কোন ভাল ঘরের ছেলেই ভুবনকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। পাঠানে চুরি করা মেয়ের নামে সকলেই মুখ ভার ক'রে। বাবা, তুমি আমার মেয়ের পবিত্রতা জান। তোমার ন্যায় বীর ভিন্ন আমার মেয়ে বে' করে আর কেহ সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে না।

চন্দ্রমুখী আবার কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময়ে রমানাথ সেই গৃহে আসিলেন। চন্দ্রমুখী পুনরায় ভুবনেশ্বরীর নিকটে যাইয়া ভুবনেশ্বরীর দুই গালে দুটী ঠোকনা মারিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি আমি দুভিগিরিতে পেকেছি কিনা? অত বড় বীর মিন্‌সাটাকে বক্তৃতায় খ' করে দিয়েছি। (মৃদুস্বরে) কেবল কি আমার বক্তৃতা? এই রাজামুখখানার চাঁদপানা মুখখানারও একটা গুণ আছে।

অনন্তর রমানাথ শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বারা শচীপতিকে বুঝাইয়া দিলেন। মানবের বিবাহ করা একটী নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বংশ রক্ষা করা হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। গার্হস্থ্য আশ্রম সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রশস্ত ক্ষেত্র। শচীপতি বিনা বাক্যব্যয়ে যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিলেন।





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মুর্শিদাবাদে।

খরস্রোতা পতিতপাবনী ভাগিরথীর পূর্ব্ব তীরে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ, পূর্ব্ব পশ্চিম প্রশস্ত, বাণিজ্যের আগার, শিল্পের নিকেতন, ইতিহাস বিখ্যাত মুর্শিদাবাদ নগর। পূর্ব্বে এই মহানগরের নাম মুকসুদাবাদ ছিল। মুরশিদ কুলী খানের নামানুসারে ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হইয়াছে

এই সময়ে আলিবর্দ্দি খাঁ সুবা বাঙ্গালার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত। এই সময়ে এই নগর উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে এই নগরের বহুসংখ্যক রেশমের কুটীতে সহস্র সহস্র মণ রেশম প্রস্তুত হইতেছে এই সহরে সূক্ষ্ম স্থূল নানাপ্রকার রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। মুর্শিদা-বাদের বালুচর অংশের শিল্পিগণ সূক্ষ্ম বিবিধ বর্ণের বস্ত্রের উপর বিবিধ

বর্ণের ফুল, পুষ্প, পত্র, লতা, বৃক্ষ, পক্ষী, মৎস্য, পশ্বাদি প্রস্তুত করিয়া প্রাচীন বারাণসী সহরের রেশম বস্ত্রের শিল্পিগণকে লজ্জা দিতেছেন। এই সময়ে খাগড়া অঞ্চলের কাংস্ত বণিকগণ দিবারাত্রি ঠং ঠং ঢং ঢং করিয়া অসংখ্য পিত্তল কাংসের বাসন প্রস্তুত করিতেছে। কাশিমবাজার, খাগড়া ও খাস মুর্শিদাবাদের অস্থিশিল্পিগণ গজদন্তে চুড়ি, বালা, অনন্ত, চিক প্রভৃতি ভূষণ, তাজমহাল, কুতব মিনার প্রভৃতি অট্টালিকা, ময়ূর সিংহাসন, হংসাসন, সিংহাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জগতের বিস্ময় জানাইতেছেন এবং গবাদি পশুর অস্থি শিল্পিগণ কঙ্কতিকা, ছুরির বাঁট, ক্ষুরের বাঁট, মুক্তাধার, কৌটা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া মানবকুলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছেন। কামান, গোলা, বন্দুক, গুলি, অসি, চর্ম্ম প্রভৃতি কতই প্রস্তুত হইতেছে। গুণী জ্ঞানী শিল্পিতে মুরশিদাবাদ সহর অলঙ্কৃত। সুদৃশ্য হর্ম্ম্যমালায় এই সহর সুশোভিত। এই সহরে অশ্বারোহী ও পদাতিক বীরগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, দলে দলে বৈদেশীক বণিকগণ নবাবের অনুগ্রহ লাভের জন্ত লালায়িত হইতেছে। এই সহরে কোথাও নৃত্য, কোথাও গান, কোথাও বাদ্যঘোষ হইতেছে। মুর্শিদাবাদ এই সময়ে ধরায় অমরাবতী হইয়াছে।

এই সুবিস্তীর্ণ সহরে পর-হিত-ব্রত শচীপতি রায় সদলবলে আগমন করিয়াছেন। তিনি এক বৃহৎ ভবনে বাসা লইয়াছেন। উকিলের দ্বারা নবাব দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন এবং নবাব দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন। বিচক্ষণ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গের সকল সংবাদ অবগত আছেন। বহু পূর্ব্বেই তিনি শচীপতির সুকীর্ত্তিগীতি শ্রবণ করিয়াছেন। নবাব শচীপতির সহিত কথোপকথনের দিন স্থির করিয়া দিয়াছেন। নবাবের আমীর ওমরাহগণ শচীপতির সহিত আলাপনে পরিতুষ্ট হইয়াছেন। নবাব সভায় মৌলবী ও পণ্ডিতগণ

তর্কালঙ্কার ও সার্ব্বভৌমের শাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছেন। শচীপতি অবিলম্বে অভীষ্ট সিদ্ধির আশা করিতেছেন।

নবাব দর্শনের নির্দ্দিষ্ট দিনের আর এক দিন বাকী আছে। সকলে সহর দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। শচীপতি পূর্ব্বাহ্নে সহর দেখিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া বাসায় আসিয়াছেন। অপরাহ্নে শচীপতি সহর দর্শনে আর বাহির হন নাই। অপরাহ্নে শচীপতি জাহ্নবী তীরস্থ দ্বিতল বাসা ভবনের বারান্দায় পদচারণ করিতেছেন। ভজন, কালু, মালু, সেই বারান্দায় উপবিষ্ট আছে। অতি প্রবল শীতল বায়ু বহিতেছে। সূর্য্যরশ্মি কুজ্ঝটিকামালায় ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। সহস্রদল গাঁদা, নানাবর্ণের গোলাপ ও অন্যান্য শীতের ফুল ফুটিয়া সহরের উদ্যানসমূহের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। শচীপতি ও তাঁহার সহচরগণ সকলেই নিস্তব্ধ। সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভজন বলিল, "আরে রাজা আমার দুখের কথা কইব। আমি যখন ছেট দুখের কথা মনে করি, তখনই আমার পরাণটা খপ খপ করিয়া জলিয়া যায়। তুই আমার কথা শুনবি কিনা বল। আমি তোর বাবার বয়ছী বুড়া। আমি তোর কাজে আজ দশ বরছ কাটাইলাম। তুই আমার একটা কথা, ছোট একটা বাত, শুনবি কিনা বল?

শচীপতি হাঁসিয়া বলিলেন, "সর্দ্দার তোমার কোন্ কথা আমি শুনি না? তুমি আমার মন্ত্রি, তুমি আমার বল, তোমার বৃদ্ধ বাহুতে এখনও যে শক্তি আছে, তাহা শত শত বলিষ্ঠ যুবার বাহুতেও নাই। তুমি এখনও বন্য বরাহের চরণ ধরিয়া আছড়াইয়া মারিতে পার, তুমি এখনও পার্ব্বত্য ব্যাঘ্রের লাঙ্গুল ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পার। কত ভল্লুক তোমার পদাঘাতে মুষ্টাঘাতে ভূতলশায়ী হয়।"

ভজন। আরে রাজা তুই আ

ছহট্ আছিছ। তুই বাজে কথা কহিয়া আমায় ভুলাইছিছ। আজ ছাড়বো

না, আমার দুখের কথা কইবই কইব। যে কবিরাজের বহুর লেড়কীর জমিজমা থালাছ করতে এছেছিছ, সে লেড়কী বড় থপ ছুরাৎ আছে। সে মায়েটা লক্ষ্মী বা ছরছুতীর মত। সে মায়েটা তোকে ভালবাছে। ছে পালিয়ে পালিয়ে তোকে দেখে, তার মা আমাকে তোর সঙ্গে তার ছাদির কথা বলি, এই তার ইচ্ছা। আমি বুড়া, আমি মুখ দেখিয়া পরাণের ভাব বুঝতে পারি। ছেই বুড়িটা, ছেই লেড়কীর মাটা, আমার হাত ধরে কহেছে যে তুই তার চাঁদপানা মেয়েটাকে ছাদি করিছ। তুই করবি কিনা বল।

শচী। আমি বিয়ে ক'রে কি ক'রব। আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, এ দুঃখের সঙ্গিনী কাহাকেও করিতে ইচ্ছা করি না।

ভজন। তোর কিছের দুখরে রাজা, তোর কিসের দুখ। আমরা পাথর কেটে তোর বাড়ী করে দেবো। আমরা এগারছ ঘরে একটা করে টাকা দিলে তোর চলবেক চলবেক। তোর বড় পুকুর কেটে দেবো। তোর বড় আম কাঁঠালের বাগান করে দেবো। ডাকাতরা এখন দেছ ছেড়ে পালিয়েছে। দেছে এখন কোন ভয় নাই। এইত ছাদির সময় রে রাজা, এইত ছাদির ছময়। তুই ছেলে মানুষ, তোর ২৫।২৮ বরছ বয়েছ। বড় লোকের লেড়কা নিজে রেঁধে খাইছ, বড় দুখরে রাজা বড় দুখ। রমনাথ ঠাকুর আরো বলে দেছে তোর জমিদারী তুই ফিরে পাইবি। আরে রাজা তোকে যদি আবার তোর ছাদা দালানে দেখি, তোর বাঁয়ে যদি ছেই চাঁদপানা লেড়কীটাকে দেখি, তবে আমার বড় ছুকরে রাজা বড় ছুক হবে। আমি ছাত রাত ছাত দিন হাড়িয়া খেয়ে মাদল বাজিয়ে ফুরতি ক'রব।

শচী। আচ্ছা, এ স্থানের কাজত সারি তার পর দেখা যাবে। ভজন ও কালু মালু সমস্বরে কহিল, "ঐত তোর দুষ্টামী আছে,

তোর ছবতাতে ভাল কেবল ছাদির কথায় দুষ্টামী। তুই বল, গঙ্গাতীরে বল, ছাদি করবি কিনা? তুই ছাদি না কর্‌লে তরয়াল দিয়ে গলা কেটে মরব।"

শচী। আচ্ছা, এখন তার কি? চল কাজ উদ্ধার করে বাড়ী যাই, তার পরে দেখা যাবে।

সকলে। তা হবেনা তা হবেনা। তোর আজই কইতে হবে।

শচী। ও মেয়েটা ভাল না ওকে পাঠান রহিম খাঁ চুরি করেছিল।

সকলে। ওকথা তুই মুখে আনিছ না। সে মেয়ের দোষ থাকিলে তুই কাটিয়া ফেলতি। তার কোন পাপ নাই। তার মুখ দেখে মোরা বলতে পারি সে অকলঙ্ক চাঁদ রে সে অকলঙ্ক চাঁদ। সে তোর দিকে চেয়ে আছে।

আর কথা হইল না, সকলে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন, কালু মামুর পা টিপিয়া চুপে চুপে বলিল, "আর কথায় কাজ নাই রাজা সাদি করবেক আমি মুখ দেখে বুঝেছি।"





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঝণ্টুর গৃহ।

কুসুম আর একণে ঝণ্টুকে ঝণ্টু বলিয়া ডাকেনা। কুসুম এখন ঝণ্টুকে ঠাকুর বলিয়া ডাকে, সে ঝণ্টুকে এখন খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। নিকটের বনে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়াছে। ব্যাঘ্রে একটী ডোম বালক, একটী ছাগ ও একটী মহিষ বধ করিয়াছে। ভজন শচীপতির সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়াছে, ঝণ্টুই সম্প্রতি সর্দার বা দলপতি। এই সকল আকস্মিক বিপদে ঝণ্টুকেই নেতৃত্ব করিয়া বিপদ দূর করিতে হইতেছে।

গত রজনীতে শয়নকালে ঝণ্টু কুসুমকে বলিয়া রাখিয়াছে উষাকালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে কুসুম তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিবে।

কুসুম এখন মনের সুখে পরম শান্তিতে ঝণ্টুর সংসার করিতেছে। ঝণ্টুর গৌরবে সে এখন গৌরব মনে করিতেছে। প্রত্যুষে কুসুম ডাকিল, "ঠাকুর, ঠাকুর, রাত প্রভাত হয়েছে। ঠাকুর, দেবতা তোমার মঙ্গল করুন, তুমি সের মারিয়া আইস।"

কুসুমের আদর যত্নে ঝণ্টুর এখন আহ্লাদের সীমা নাই। তাহার মুখ সর্ব্বদা প্রফুল্ল, তার হৃদয়ে এখন সাহস, উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ। সে লম্ফ দিয়া শয্যা ত্যাগ করিল। ব্যস্ততার সহিত প্রাতঃকৃত সমাপন করিল। ঝণ্টু কুসুমকে অনুচরগণকে সমবেত করিবার বাঁশী বাজাইতে বলিয়া নিজে বীর বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করিল। কুসুম ঝণ্টুকেই বাঁশী বাজাইতে বলিয়া সে ঝণ্টুকে সাজাইতে লাগিল। ঝণ্টুর পায়ে ঘাসের জুতার উপর চামড়া আটা জুতা পরাইল। তাহার কটিদেশে মোটা ধুতির উপর হরিণের চামড়ার ঘাঙ্গে পরাইল। তাহার অঙ্গে স্থূল বস্ত্রের কোরতার উপর চামড়ার কোরতা পরাইল। মাথায় পাখির পালকযুক্ত কাল উষ্ণীষ পরাইল। তাহার গলদেশে গণ্ডারের চামড়ার ঢাল ঝুলাইয়া দিল। ঝণ্টু দক্ষিণ করে দীর্ঘ অসি ধারণ করিল। সে বাম বাহুমূলে বিশাল বর্ষা লইল। কুসুম কৌটা খুলিয়া সিঁদুর বাহির পূর্ব্বক ঝণ্টুর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ফোটা কাটিয়া দিল। ঝণ্টুর সাজ সজ্জা শেষ হইলে, কুসুম বলিল, "যাও ঠাকুর যাও, সের মারিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে ঘরে আইস। আমি তোমাকে ফুলমালা দিয়া পূজা করিব।" ঝণ্টু হাঁসিয়া কহিল, "যাহার ঘরে রূপের ডালি, সোহাগের বাজরা, সতীত্বের খনি, ধর্ম্মের প্রতিমা বহু আছে, তার আশা সকল জায়গায় সফল হবে।"

ঝণ্টু বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে শিকারে বাহির হইল। বড় বড় কুক্কুরের সহিত পঁচিশ জন অনুচর আসিয়া ঝণ্টুর সহিত যোগদান

করিল। শিকারীগণের বংশীধ্বনীতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইল। "সদয় শিব মহাদেব, সদয় শিব মহাদেব, কালী মাইকি জয়—" শব্দে অরণ্যানি, পর্ব্বত, গহ্বর ও দিগন্তসকল প্রতিধ্বনিত হইল। ঝণ্টু অরণ্যে প্রবেশ করিল। কুসুম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝণ্টুর গমন দেখিল, কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করিয়া তরুণ তপন শ্বেতাশ্ব যোজিত রথ চালাইয়া দিলেন। ধরাসুন্দরী মিটিমিটি হাসিয়া উঠিলেন। তপন জাগ্রত হইলেন। ফুলকুল রূপ বিকাশের অবসর পাইল। তরুগণ শিশিরাশ্রুপাত করিয়া দেহ কম্পনোচ্ছলে হৃষ্টভাব ধারণ করিল। ব্রততী সুন্দরীগণ তরুর হর্ষে নাচিয়া উঠিল। জড় জগতে পুরুষ প্রকৃতির এইরূপ ভাব কিন্তু মানব গৃহে অধর্ম্মের সংসারে অনেক সময়ে ভাব বিপরীত।

কুসুম গৃহকর্ম্মে রত হইল এবং গুণ গুণ করিয়া গান করিতে লাগিল ক্ষিপ্রহস্তে সে গৃহকর্ম্ম সারিল। কাজ সমাপনান্তে প্রস্রবণের জলে স্নান করিয়া আসিল। সে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিল। সে ভাল ভাল পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া এক সুবৃহৎ মালা প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে ঝুলাইয়া রাখিল। কুসুমের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঝণ্টু কুসুমের ইচ্ছানুসারে একটী দুগ্ধবতী কৃষ্ণবর্ণা সবৎসা গাভী ক্রয় করিয়াছে। গো ও গো-বৎস কুসুমের বড় যত্নের ধন। কুসুম গাভী দোহন করিল। সে যত্নে দুগ্ধ গৃহে রক্ষা করিল। অনন্তর কুসুম গাভীর গলরজ্জু ধারণ পূর্ব্বক ঘাস ও নব কিশলয় খাওয়াইতে খাওয়াইতে সমতল ক্ষেত্রের দিকে চলিল। গো-বৎস কুসুমের বড় বাধ্য হইয়াছে। সে কুসুমের গাত্র লেহন করে, পদ লেহন করে এবং কুসুম বসিলে তাহার মুখ লেহন করিতে আইসে। কুসুম গাভীর নাম অন্ন বা অন্নপূর্ণা রাখিয়াছে। সে অন্ন বা অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিলে গাভী ডাকিয়া উত্তর দয় এবং নিকটে আইসে। স্নেহ ভালবাসা কি স্বর্গীয় সুধা। নিকৃষ্ট পশুও স্নেহ ভালবাসা বুঝিতে

পারে। মানব স্নেহশীল হও। জগতে ভালবাসা ছড়াইতে থাক। ভক্তিচন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধি স্নেহপুষ্প ও ভালবাসার সুধার ধারা তোমার অঙ্গে বর্ষিত হইতে থাকিবে। সমগ্র জগতে তোমার গুণে মুগ্ধ হইবে ও তোমার চরণে লুণ্ঠিত হইবে।

কুসুম গোচারণ করিতে করিতে সমতল ক্ষেত্রে অদূরে এক অশ্বত্থ মূলে তৃণাসনে বস্ত্রাবৃত কি পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। সে ঝণ্টুকে ভালবাসে, এখন তাহার ভালবাসার প্রবাহ জগতাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে গাভীটীকে রাখিয়া সেই অশ্বথ মূলে দৌড়াইয়া আসিল। সে দেখিল এক যজ্ঞোপবীতধারী পুরুষ তৃণাসনে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় অজ্ঞান হইয়া আছেন। তাহার প্রাণ বিহঙ্গ দেহ-পিঞ্জর হইতে পলায়ন করে নাই। কুসুম অনন্যমনা হইয়া এই দেবোপম পুরুষের শুশ্রূষায় রত হইল। সে এক প্রতিবাসিনীকে ডাকিয়া প্রস্রবণ হইতে বিশুদ্ধ জল আনাইল, গৃহ হইতে দুগ্ধ আনাইল। চারি দণ্ড শুশ্রূষার পর সেই অচেতন পুরুষ মুখব্যাদন করিলেন। কুসুম ধীরে ধীরে উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। আট দশটী বালকবালিকা ও রমণী সেই অচেতন পুরুষের নিকট সমবেত হইল। কুসুম তাহাদিগের সাহায্যে তাঁহাকে সযত্নে আপন গৃহে আনিলেন। একখানি চৌপায়ার উপর শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে সেই অচেতন পুরুষকে শয়ন করাইলেন। সে প্রায় এক সের দুগ্ধ সেই অচেতন পুরুষকে পান করাইল এবং বনদেবীর ন্যায় অচেতন পুরুষের শয্যাপার্শ্বে তাঁহার শুশ্রূষায় রত রহিলেন।

মধ্যাহ্ন সময়ে সেই অচেতন পুরুষের চৈতন্য আসিল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিস্মিতভাবে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "মা বনদেবী, আপনি কেন এই হতভাগ্যকে বাঁচাইবার জন্য যত্ন করিতেছেন?" কুসুম উত্তর

করিল, "বাবা স্থির হও। কিছু কাল বিশ্রাম কর, একটু নিদ্রা যাও। লোকের ভাগ্য পরিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্ত হচ্ছে। এ সংসারে হতভাগ্য বা ভাগ্যবান কেহ নাই। এ জোয়ার ভাটা প্রতিদিন আসে যায়।"

কুসুম সেই অচেতন পুরুষকে আরও দুগ্ধ পান করাইল; তিনি দুগ্ধ পান করিয়া একটু নিদ্রিত হইলেন। তাঁহার দেহ অতি দুর্ব্বল ও স্বর অতি ক্ষীণ। কুসুম অনুমান করিল, পথশ্রমে শীতে ও ক্ষুৎপিপাসায় এই যজ্ঞোপবীতধারী পুরুষের এই দুর্গতি হইয়াছে।

কুসুম রন্ধনে ব্যাপৃত হইল, ব্যস্ততার সহিত রন্ধন করিতে লাগিল। অদূরে পার্ব্বত্য অরণ্যে শব্দ উঠিল, "বম্ বম্ হর হর, সদয় শিব মহাদেব, কালী মাইকি জয়! কালী মাইকি জয়। কালী মাইকি জয়! বড় সের মরেছে রে বড় সের মরেছে। ঝণ্টু সর্দ্দার তয়াল দিয়া লড়াই করে কেটে মেরেছে। শিকারীগণের কোলাহল ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে ঝণ্টু প্রমুখ শিকারীদল এক ব্যাঘ্র মাথায় করিয়া ঝণ্টুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কুসুম ফুলের মালা হস্তে স্বামীর প্রত্যুৎগমন করিল। সে ফুলের মালা স্বামীর চরণে রাখিয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। ঝণ্টু ফুলের মালা তুলিয়া গলায় পরিল। তাহার সহচর শিকারীগণ কেহ বাঁশী বাজাইয়া ও কেহ হো হো করিয়া হাঁসিয়া ঝণ্টু ও কুসুমকে দেখিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কোন শিকারী কহিল, "ঝণ্টুসর্দ্দার বড় সুখী।" দুটী বালক দুটী মাদল লইয়া আসিল। কুসুম পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। একজন বৃদ্ধ শিকারী কুসুম ও ঝণ্টুকে ডাহিনে বামে করিয়া ধরিয়া রাখিল। অন্য শিকারীগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া গাইল :—

ক্যায়ছেকা ফুলমালা গরব মাথা হ্যায়।
আরে গরব মাথা হ্যায়।

আরে সুখ মাখা ছায়।
কুসুম দিচ্ছে ফুলমালা ঝণ্টু বীরের পায়॥
আরে ঝণ্টু বীরের পায়॥
আরে ঝণ্টু বীরের পায়॥
ওর এত ভালবাসা, ফুলপীরিতের বাসা।
বিরহেতে কান্নাকাটি এ করমের দায়।
বাস্‌টা মনের রাগ, মধুটা সোহাগ॥
এ ধনটা পেলে মরে, আর কিছু না চায়॥





ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শচীপতির কুটীর।

শচীপতি রাজের কুটীর শৈলোপরে অবস্থিত। তৃণ কুটীর হইলেও কুটীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহতল সুমার্জ্জিত, গৃহোপকরণ সামান্য হইলেও সুরুচির পরিচায়ক। শচীপতি মুরশিদাবাদ হইতে ভুবনেশ্বরীর সম্পত্ত উদ্ধার করিয়া তাহার সুশাসনের ভার প্রাচীন দেওয়ানজির উপর অর্পণ করিয়া পার্ব্বত্য কুটীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কুসুম ও বাণ্টুর যত্নে ও শুশ্রূষায় অচেতন পুরুষ চেতনা লাভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সবল হইয়াছেন। তিনি শচীপতির কুটীরে আশ্রয়

লইয়াছেন। শচীপতির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে। এই নবাগত পুরুষ নলডাঙ্গার রাজকুমার রামদেব রায়।

মধ্যাহ্নে আহারাদি সমাপন করিয়া শচীপতি ও রামদেব সেই কুটীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ভজন, ঝণ্টু, লাণ্টু, পেণ্টুকে এই কুটীরে আহ্বান করা হইয়াছে। শচীপতি বলিলেন, "আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ত আপনাকে তাড়াইয়া দিলেন। কি উপলক্ষে তাড়াইলেন?" রামদেব উত্তর করিলেন, "না, তিনি আমাকে ঠিক তাড়াইয়া দেন নাই। আমি রাজ্যের ভাগ চাই। তিনি তা দিতে চান না, সেই উপলক্ষে কলহ হয়। কলহে উভয়েরই ধৈর্য্য নষ্ট হয়েছিল। বলা কহা একটু বেশীও হয়। সে কলহের পর আর তাঁহার বাটীতে থাকা আমি সঙ্গত মনে ক'রলেম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলেম, এই পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের উপায় ক'রতে পারি তবে দেশে ফিরব, নচেৎ দেশে ফিরব না।"

শচীপতি। আপনার দাদার কত সৈন্য আছে? কেমন কামান গোলা গুলি ও বন্দুক আছে? সে সকল যোদ্ধগণই বা অস্ত্রচালনায় কিরূপ?

রামদেব। দাদার জোর চার হাজার সৈন্য হবে। পাঁচ শত অশ্বারোহী আর সাড়ে তিন হাজার পদাতিক, ইহারা অস্ত্র ধরতে জানে কিন্তু অস্ত্রচালনায় পটু নহে। আমাদের দেশে খুব শান্তি। যুদ্ধ বিগ্রহ মোটেই নাই। আপনার হাজার সৈন্য আর দাদার চার হাজার সৈন্য সমান।

শচীপতি ভজন, ঝণ্টু, পেণ্টু ও লাণ্টুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা জান ইনি নলডাঙ্গার রাজকুমার, ভ্রাতার সহিত কলহ করে বিদেশগামী হয়েছেন। আমরা তিন চার হাজার লোক

গেলে ইহাকে রাজ্যের ভাগ দিয়া আস্‌তে পারি। তোমাদের সকলের মত কি ?" রামদেব বলিলেন, "আমার আরও কিছু ব'ল্‌বার' আছে। আমাদের দেশ খুব শান্তিময় ছিল। আজ কয়েক বৎসর আমাদের দেশে বড় উপদ্রব আরম্ভ হ'য়েছে। আরাকান হতে দলে দলে মগ এসে আমাদের দেশ হ'তে স্ত্রীলোক, বালক ও ধনসম্পত্তি সব অপহরণ করছে। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর ভয়ও বড় কম নয়। দাদা বিলাসী হওয়ায় প্রজার প্রতি এই সকল উপদ্রবে কোন রূপ চেতনার লক্ষণ দেখায় না। আমি রাজ্য উদ্ধার ক'রতে পারলে অর্দ্ধেক রাজ্য আপনাকে দিব। দাদাকে প্রচুর বৃত্তি দিব। আপনার মত একজন যোদ্ধা আমাদের দেশে অবস্থিতি করা প্রয়োজন। আপনাকে কিছু সৈন্য সামন্তও রাখতে হ'বে। আপনি এ দেশ যেমন নিরাতঙ্ক ক'রে তুলেছেন, আমাদের দেশও সেইরূপ ক'রতে পারবেন। সুতরাং সঙ্কুলনার্থে অর্দ্ধ রাজ্য আপনাকে দেওয়া যাবে। আপনি আমাদের দেশে না থাকলে ইচ্ছা ক'রলে নগদ টাকাও দিতে পারি।"

কজন। আরে বিদেশী রাজা তুই থাম্ থাম্। আরে মোদের রাজা তুই কি অর্দ্ধেক জমিদারীর লোভে পুরব দেছে যাইব ? তোর নিজের জমিদারী নষ্ট করলি ক্যানে ?

শচীপতি। আমি জমিদারীর আশায় পূর্ব্ব দেশে যাব না। ইনি ব্রাহ্মণ সন্তান ও বিশেষ ইনি রাজকুমার। পথকষ্টে,অনাহারে ও শীতে ইনি মৃত্যুমুখে প'ড়েছিলেন। কুসুম ও বাই ইঁহার প্রাণ রক্ষা ক'রেছে। আহা! কুমারের বড় কষ্ট। তাই ইঁহাকে ইঁহার প্রাপ্য অংশ বুঝিয়া দিতে যাব।

কজন। আরে রাজা! তুহিত যে যাহা বলে, তাহাই শুনিছ।

কে জানে উনি রাজকুমার কি না? কে জানে উনার জমিদারী আছে কি না? কে জানে উনি ছদ্মবেশী ডাকাত কি রাজকুমার। আমি নাজানা লোকের জন্যে, নাজানা দেশে লোক জন নিয়ে যাওয়া পরামর্শ দেই না। তুঁহার ত দয়ার শরীর, যে যা বলে বিশ্বাস করিছ। তার পরে আর এক বাতও আছে। চার হাজার লোক এক দেশ হ'তে আর এক দেশে যাব, ঘোড়া আছে, অস্ত্র ছত্র আছে, পারানি, খোরাকি আছে, অনেক টাকা লাগ্‌বে। কত ঘোড়া ম'র্‌বে, কত অস্ত্র ছত্র হারাবে, কত তাম্বু পচে পুড়ে নষ্ট্‌ হোয়ে যাবে। আর যদি ঐ দেশে যেয়ে দেখি মগ দস্যু আছে, জল দস্যু আছে, তারও একটা উপায় ক'র্‌তে হোবে। আমরা ধার করজ কোথা পাইব। বিদেশী জমিদারের কত বড় জমিদারী জানি না। আমাদের টাকা চাই। বিদেশী ভাই রাজার অবস্থা জানা চাই। পথ ঘাট জানা চাই।

রামদেব। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লতে পারি আমি কোন ছদ্ম বেশী দস্যু নহে। আমি তামা, তুলসী, গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে বলছি আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব।

ভজন। ছব ছাড়া বাত ও'লেও অবস্থা জানা চাই, পথ ঘাট জানা চাই।

পঁচী। য'াই বল সর্দার ইঁহার উপকার ক'রতেই হবে। আর আমি উপকার বিক্রয় করিতে চাই না। আমি অর্দ্ধেক জমিদারী নিয়ে উঁহার উপকার ক'র্‌তে চাই না।

ভজন। আরে রাজা উঁহার ত আর জমিদারী নাই যে বেচিবে। চার হাজার লোকে এক বরছের কমে একটা রাজা জয় হোবে না। দুই হাজার ঘোড়ার দাম ও তার খোরাকি ও চার হাজার লোকের খোরাকি

কি তুই দিতে পার্‌বি? আমরা টাকা করজ করিয়া লইব। আমাদের টাকার বরছে দ্বিগুণ ছুদ। বহুত টাকা লাগিবে। আমরা উপকার ক'র্‌বো পারে থেটে, টাকো দিয়ে উপকার করাত মোদের ছাধ্যে নাই।

অনন্তর রাজা শচীপতি প্রাচীন ভজনের যুক্তির নিকট পরাস্ত স্বীকার করিলেন। রাজা রামদেব রায় নানা পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি ছদ্মবেশী দস্যু নহে এবং যুদ্ধের ব্যয় অথবা অর্দ্ধ রাজ্য, রাজ্য উদ্ধারের পর শচীপতিকে দান করিবেন। শচীপতির অনিচ্ছা সত্বেও রামদেব স্বইচ্ছায় বৃদ্ধের কথায় এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। নাপ্টু, পেণ্টু, কালু ও মালু তীর্থযাত্রীর বেশে নলডাঙ্গা অঞ্চল দেখিতে ও কুমার রামদেবের ভ্রাতার অবস্থা জানিতে অবিলম্বে গমন করিবে স্থির হইল।

এই সকল কার্য্য হইতেছে এই সময়ে শিবিকা, যান, হস্তী, অশ্ব, আশা ছোটা, ছত্র, চামর, পতাকা, নানা বাদ্যযন্ত্র ও বহু লোক সহ রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন, শচীপতির ঠাকুরবাড়ীর দেওয়ানজি, শচীপতির কুলপুরোহিত সর্ব্বেশ্বর বিদ্যারত্ন ও কুলগুরু গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার শচীপতির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন বলিলেন, "রায় মহাশয়! জমিদার মহাশয়! আপনার নষ্ট জমিদারী উদ্ধার হ'য়েছে। আপনার বিক্রয়ের কবলা সকল ফেরৎ পেয়েছি। আপনার জমিদারীর ক্রেতাগণ আপনার গুণে মুগ্ধ হয়ে প'ণের টাকা ফেরত ল'য়ে এই জমিদারী ফেরত দিয়েছেন। আপনার জমিদারীর আয় ও দেবত্তর সম্পত্তির সঞ্চিত টাকায় আপনার জমিদারী উদ্ধার হ'য়েছে। আপনার বাড়ী, অট্টালিকা সকল, দেবালয় সমূহ, গড়, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা প্রভৃতি সংস্কার করা হ'য়েছে।"

শ। দেবত্তর সম্পত্তির আয়ে যে সম্পত্তি উদ্ধার ক'য়েছে সেও দেবত্তর। তাহাতে আমার অধি——।

রমানাথ ন্যায় পঞ্চাননের ইঙ্গিত অনুসারে প্রাচীন গদাধর তর্কালঙ্কার বলিতে লাগিলেন, "আমাদের কথায় তর্ক বিতর্ক ক'র না। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ দলিলের দ্বারা দেবত্তর সম্পত্তি করেন নাই। যে পরিমাণ জমিদারীতে দেবসেবা ও অতিথিসেবা চলিতে পারে তাই পৃথক রাখিয়াছেন। সে জমিদারীর অংশ। তাহাতে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি পবিত্র সেনবংশের একমাত্র বংশধর। বঙ্গদেশের উপকারের জন্ত, তোমার দেবসেবা ও অতিথিসেবা চালাইবার জন্ত তোমার বংশরক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই যে তোমার সর্দ্দারগণ, ইহারাও তোমার অরণ্য বাসে সুখী নন। তুমি জমিদারী হাতে পেলে বঙ্গের ও এই সর্দ্দারদিগের অধিকতর উপকার ক'রতে পারবে। ভজন আহলাদে কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিতে লাগিল, "আরে রাজা। বড় খোস খবর, বড় খোস খবর। তুই বাড়ী চল। রাজ হ'। আমরা সকলেই যাব। তুই মোদের। মোরা তোর। তুই রাজার বেটা রাজা। আর বনে রহিস্ না, আর ভুট্টা ছাতুয়া খাহিস্ না। টাকা হাতে পেলে, জমিদারী হাতে পেলে, ডাকাতদল সেছচক্রদল আরও সবচু ঘোড়া কিনে, হুর্দ্দার রেখে পিপড়ের এত টিপে মেরে ফেলব'। আরে ঝণ্টু! আরে পেণ্টু! আরে লাণ্টু! আরে কালুয়া মালুয়া! আরে লেড়কা লেড়কী, আয় আয় ছুব ছুটে আয়। ছকলে বল "কালী মাইকি জয়। হুদয় ছিব মহাদেবকো জয়! গুরুজিকি জয়। মোদের রাজাকো জয় রে মোদের রাজা কো জয়!

শচীপতি আর বাক্য ব্যয় করিতে পারিলেন না। ভজনপ্রমুখ শচীপতির অনুচরবর্গ, কেহ শর কার্ম্মুক, কেহ অসি চর্ম্ম, কেহ বর্শা,

কেহ বাজন, কেহ মাদল বাঁশী লইয়া সুসজ্জিত হইল। রায়দেবও শচীপতিকে জমিদারের পোষাকে সুসজ্জিত করিয়া সকলে এক বৃহৎ মাতঙ্গ পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিতগণ ও প্রাচীন দেওয়ান শিবিকায় আরোহণ করিলেন। নানা বাদ্যোদ্যম ও জয় জয় রবের মধ্যে শচীপতি আজ দশ বৎসর পরে পৈত্রিক ভবনে চলিলেন।





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ পত্র।

শচীপতি আজ এক সপ্তাহ হইল স্বগৃহে আগমন করিয়াছেন। মামী, মাসী, পিসি, খুড়ী, জেঠি প্রভৃতি শচীপতির মহিলাআত্মীয়গণ আসিয়া শচীপতির অন্তঃপুর দখল করিয়া লইয়াছেন। শচীপতির ভ্রাতা ভগিনীর স্থানীয় যুবক যুবতীরও শুভাগমন হইয়াছে। শচীপতি কেবল অস্ত্রবিশারদ নহেন, তিনি বাঙ্গলা, পারসীক, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। গণিত জ্যোতিষেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি আছে। যশোগৌরবে সুমণ্ডিত, পর দুঃখ-কাতর, পরোপকারী শচীপতি নিজালয়ে আসিয়াছেন জানিয়া নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে

আসিতেছেন এবং শচীপতি সকলকে বিদায়ের অর্থ দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেছেন। মৌলবী, জ্যোতিষী ও গণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণ শচীপতির দর্শন লাভ করিতে আসিতেছেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া ও সম্মান রক্ষা করিতেছেন। শচীপতির যশোগীতিতে রাঢ় অঞ্চল মুখরিত হইয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তিধ্বনি বঙ্গের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে রাঢ়ের নরনারীগণ ভক্তি শ্রদ্ধার চন্দন চর্চ্চিত কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি মনে মনে শচীপতির চরণে অর্পণ করিতেছেন। শচীপতির নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর প্রদত্ত রাজ উপাধি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে।

রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন শচীপতির গৃহে উপস্থিত আছেন। অদ্য মধ্যাহ্নে ভিন্ন ভিন্ন শিবিকারোহণে চন্দ্রমুখী ও তাঁহার পিতা তর্কালঙ্কার মহাশয় আসিয়াছেন। চন্দ্রমুখীর সহিত শচীপতির কথা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রমুখী শচীপতির ভগ্নীস্থানীয় ললনাকুলকে সহায় করিয়া অপরাহ্নকালে বাক্‌ ও তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যুদ্ধে চন্দ্রমুখীর দলের জয় ও শচীপতির পরাজয় হইয়াছে। এ দস্যুর সহিত যুদ্ধ নহে, যে এ যুদ্ধে শচীপতির জয় হইবে। এ কুসুম-শর-কার্ম্মুক কামদেবের সহিত যুদ্ধ, এ যুদ্ধে স্বয়ং দেবদেব মহাদেবও পরাজয় হইয়াছেন, এ যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র পরাভব মানিয়াছেন, এ যুদ্ধে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার শ্রীকৃষ্ণের পদে পদে পরাজয় হইয়াছে। চন্দ্রমুখীর বক্তব্য বিষয় তাহার সখী ভুবনেশ্বরীকে শচীপতি বিবাহ করেন। অদ্যকার বিবাহ প্রস্তাবে শচীপতি আর অধিক আপত্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে শচীপতি মনে মনে অনুভব করিতে পারিতেছেন, তাঁহার এই সুরম্য অন্তঃপুরের সুরম্য অট্টালিকার একজন অধিশ্বরীর প্রয়োজন। তিনি বুঝিয়াছেন তাঁহার কুসুম-কানন সুশোভিত পরিমলবাহী অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলের শোভা এক হংসনাদিনী গজগামিনীর অবগাহন ব্যতীত সবর্দ্ধিত হইতে পারে না।

ফাল্গুনের শেষ ভাগ। সায়ংকাল অতীত হইয়াছে, দ্বিজ জাতির সায়ংকৃত্য সমাপিত হইয়াছে। মারুত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি বাসন্তি কুসুমের কুসুম গন্ধ প্রতি দ্বার ও বাতায়ন দিয়া প্রতি কক্ষে ছড়াইতেছেন। নব কিশলয়দল হেলিয়া দুলিয়া হাসিতেছে। রক্ত কিংশুক বসনাবগুণ্ঠিতা ব্রততী সুন্দরীগণ অবগুণ্ঠন দোলাইয়া দোলাইয়া নাচিতেছে। নীল নভো-মণ্ডলে চন্দ্রমা-খচিত নক্ষত্রনিকর যেন তাঁহাদের উচ্চাসন পাইবার অহঙ্কারে ধরাপৃষ্ঠে উপবিষ্টা কুসুম সুন্দরীগণের নিম্নপদ দর্শনে ধনগর্ব্বিত উচ্চ পদে সমারূঢ় ধনী ব্যক্তিগণের ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। জড় জগৎ যেন জীব জগতের অনুকরণে হাসি বিদ্রুপে রত হইয়াছে। এমন সময় শচীপতি তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে উপবিষ্ট। সর্ব্বাগ্রে রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন তথায় আসিলেন। ক্রমে চন্দ্রমুখীর পিতা তর্কালঙ্কার মহাশয় হইতে কুলগুরু গদাধর তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শচীপতির আত্মীয়স্বজন তথায় আগমন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে চন্দ্রমুখীর পিতা তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "বাবা শচী! সৎসাহসের পরিচয় সকলেই দিতে পারে না। বঙ্গের রূপবান গুণবান ধনীর সন্তান অনেক আছেন। বঙ্গের পণ্ডিতের সংখ্যাও বিরল নহে। এ দেশের যোদ্ধ্ বীরও দু'চার জন আছেন। কিন্তু পরোপকারী, হৃদয়বান লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ভুবনেশ্বরীর জাতিধর্ম্ম তুমিই রক্ষা করিয়াছ। তাহার পৈত্রিক ধন তুমিই উদ্ধার করিয়াছ। তাহার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি তোমার যত্ন, চেষ্টা ও সুখ্যা-তিতে পুনরায় তাহার হস্তগত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতায়, রূপে, গুণে আমাকে নির্লজ্জ হইয়া বলিতেই হইতেছে, সে তোমার চরণের দাসী হইয়াছে, তুমি তাহার পবিত্রতা জান। সে অন্য পাত্রে বরমাল্য দান করিবে না। আমি রাঢ়দেশে উপযুক্ত পাত্রের বিশেষ সন্ধান করিয়াছি। পাত্র মিলিলেও পাঠান অপহৃতা ভুবনেশ্বরীকে সৎসাহসের পরিচয় দিয়া কোন

বৈদ্য সন্তান বিবাহ ক'রতে চায় না। আমার ও চন্দ্রমুখীর আগমনের উদ্দেশ্য ভুবনেশ্বরীর বিবাহ প্রস্তাব করা। আমার অনুরোধ আগামী ২৮শে ফাল্গুন তারিখে শুভ মুহূর্তচিবুক যোগে তুমি সেই অনুপমা সুন্দরী তেজস্বিনী কৃতজ্ঞ বালিকা ভুবনেশ্বরীর পাণিগ্রহণ কর।

গদাধর তর্কালঙ্কার বলিলেন, "দেখ শচী! আমি তোমার কুলগুরু। জান শচী! আমি বিশুদ্ধ হিন্দু। আমি সমাজগর্হিত, শাস্ত্রগর্হিত কাজ ক'রতে আমার বাহাত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে কখনও কাহাকেও অনুরোধ করি নাই। ভুবনেশ্বরীর রূপ অতুলনীয়। তাহার তেজস্বিতা অপরিসীম। তাহার কৃতজ্ঞতা অপার, অকূল, অগাধ। আমি জানি সে তোমাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। তুমি তাহার পবিত্রতা ভাল রূপ জ্ঞাত আছ। আমি তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছি সে বালিকা অতি পবিত্র, পাপরাহু সে চন্দ্র স্পর্শ করিতেও পারে নাই। সমগ্র হিন্দু-সমাজ এক দিকে, সমগ্র বৈদ্য-সমাজ একদিকে, আমার অনুরোধে তুমি সৎসাহসের পরিচয় দিয়া সেই রত্ন কণ্ঠে ধারণ কর। সেই রত্নে তোমার অন্তঃপুর আলোকিত কর। সে বালিকা ভাগ্যবতী রাজরাজেশ্বরী। তুমি যেরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়া নির্ভিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বঙ্গে যেমন আদর্শ বীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছ, এ বিবাহ করিলে সেইরূপ তোমার সৎসাহসের পরিচয় দেওয়া হইবে। এক্ষণে যিনিই যাহা বলুন, ভবিষ্যতকালে তোমার সৎসাহসের জন্য বঙ্গে ধন্য ধন্য করিবে।"

শচীপতি আর কোন বাক্য ব্যয় করিতে পারিলেন না। রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন বলিতে লাগিলেন, "আমার শ্বশুর মহাশয় ও জমিদার মহাশয়ের কুলগুরু অভিজ্ঞ ও প্রাচীন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথার পর আমার আর কথা বাচালতা। আমি শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কের দ্বারা সে দিন আপনাকে বুঝাইয়াছি, বিবাহ ও বিবাহ দ্বারা বংশরক্ষা নিতান্ত

প্রয়োজন। এ কথাও বলিয়াছি, যাঁহারা সর্ব্বদা যুদ্ধে রত থাকেন,তাঁহাদের মধ্যেও কেহ অকৃতদার থাকেন না। মহাবীর প্রতাপ বিবাহিত আজন্ম যুদ্ধে ব্যাপৃত। শিবাজী কৃতদার। ভুবনেশ্বরীর বয়স পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর। আমার নিবেদন এই আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কল্য প্রাতে লগ্নপত্র করা হউক ও আগামী ২৮শে ফাল্গুন শুভকর্ম সম্পন্ন করা হউক।"

শচীপতির ঠাকুরবাড়ীর ও অতিথিশালার প্রাচীন দেওয়ান ও মাতুল সম্পর্ক জটাধর সেন বলিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং। কল্যই লগ্নপত্র হউক।"

ভজন এই সভাগৃহের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। তাহার সঙ্গে কণ্টু সর্দ্দার, সাধন, তারণ ও ভকত মাঝী তথায় আগমন করিয়াছিল। ভজন বলিল, "আরে রাজা! আরে মোদের ছোনার রাজা! আরে মোদের লক্ষ্মী রাজা! আর মোকে দুখ দিছ না, মোকে দুখ দিছ না। আমি সে লেড়কি দেখেছি। তুই মোদের ছোনার ঠাকুর তোর পাশে ছেই ছোনার প্রতিমা দেখলে মুই বড় ছুখে ম'রবোরে, রাজা বড় ছুখে ম'রবো।"

কণ্টু। মোরা দুধু দেখি নাই। মোরা দুধু দেখি নাই। আমার কুলছুম দেখেছে। ছে বলে মা জগৎধাত্রী! ছে অকলঙ্ক ছশী। ছে নিষ্কলঙ্ক ফুল। তেমন মায়ে এ দেছে আর নাই। কুলছুম হুসতান আছে। ছে বুঝিয়াছে, ছে মায়ে তোকে ছাড়া আর কাকেও ছাদি কোরবে না। আর দুখ দিছনারে, রাজা! আর দুখ দিছনা। অনেক ছের মেরেছি, অনেক ছিকার করেছি, অনেক ডাকাত তাড়িয়েছি, এখন ছুখ চাই, ফুর্ত্তি চাই। রাজার ছাদি হোলে আমি বহু রাত বহু দিন হাঁড়িয়া খাব আর ফুরতি কোরবো।

রাজকুমার রামদেব বলিলেন, "আমি যদিও বিদেশী লোক,

পাত্রীও দেখি নাই, পাত্রীর ঘরও জানি না, তথাপি আমি এই সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও একান্ত অনুগত ভজন বণ্টুর কথায় বুঝিতে পারিতেছি এ অতি উত্তম সম্বন্ধ। রাজার গুরুজন ও অনুচরগণের কথায় সম্মত হওয়া উচিত।" শচীপতি আর মস্তক উত্তোলন করিয়া কথা বলিতে পারিলেন না। ফুলশর-কার্ম্মুক মদন অতি দর্পে ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার মর্ম্মে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ফুলশর বিদ্ধ করিতেছিলেন। পরদিন প্রাতে লগ্নপত্র হইল। ২৮শে ফাল্গুন শুভবিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন।

কৃতজ্ঞতা একটী অভিধানিক শব্দমাত্র। প্রকৃত পক্ষে এ সংসারে কৃতজ্ঞতা নাই। যে শচীপতি দশ বৎসর কাল অক্লান্ত দেহে অদম্য উৎসাহে অমিত তেজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অরণ্য বাস ক্লেশ সহ্য করিয়া অসভ্য লোকের সহায়তা গ্রহণে রাঢ়ের দস্যুদমন করিয়াছেন, কত বিপন্ন পথিকের প্রাণ দান করিয়াছেন, কত কুলবালা ও কুল-কামিনীর জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, কার্য্যতঃ রাঢ়ের সকল গৃহস্থের ভূসম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন, আজ শচীপতির দলে তাহার কয়েকজন লোক আছেন? ভুবনেশ্বরীর সহিত বিশেষ আড়ম্বরে শচীপতির বিবাহ হইয়াছে। রাঢ়ের প্রত্যেক বৈদ্য সমাজ হইতে প্রধান প্রধান কুলীন বৈদ্য বরযাত্র গিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

বরানুগমন করিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই জানিয়াছেন শচীপতির নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার সাধন হইয়াছে ও ভবনের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বরযাত্রগণ শচীপতির শ্বশুরালয়ের নব সংস্কৃত গৃহাদি ও অপহৃত অর্থের উদ্ধারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। শচীপতি আজ দুই সম্পত্তির অধিকারী এবং সকলের অনুমান শচীপতি অনেক নগদ অর্থও হস্তগত করিয়াছেন। সকলেই জ্ঞাত হইয়াছেন সেই সৌন্দর্য্যললামভূতা ভুবনেশ্বরী বালিকা বয়সে পাঠান কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন। পাঠান অর্থ অপহরণ করিতে আসিয়াছিল না। সে এই কন্যারত্ন অপহরণ সঙ্কল্পে আসিয়াছিল এবং পরে তাহাকে প্রধান বিবি করিবে উদ্দেশ্য ছিল। নিরাপদে শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। নিরাপদে বাদ্যবাজনার ও উৎসবের সহিত নববধূ স্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নিরাপদে স্বামীগৃহে নববধূ পূজিত হইয়াছিলেন। স্বামীগৃহে নববধূর রূপেরও বিলক্ষণ খ্যাতি হইয়াছিল।

গোল বাধিল পাকস্পর্শে। বৈদ্য-সমাজপতিগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহায়তা লইয়া গোল উঠাইলেন যে পাঠান অপহৃতা বালিকার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিলে জাতিপাত হইবে এবং পাঠান অপহৃতা রমণীর পতিগৃহে সিধাগ্রহণ করিলেও পণ্ডিতগণের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। এ কথাটাও একটু গোপনভাবে প্রকাশ হইল, লক্ষ টাকা বিদায় দেওয়া হইলে বৈদ্যগণ শচীপতির গৃহে অন্নগ্রহণ করিতে ও পণ্ডিতগণ সিধা লইতে পারেন। সত্যনিষ্ঠ শচীপতি নবোঢ়া বধূর পবিত্রতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। কে সাক্ষ্য গ্রহণ করে? কে আজ কৃতজ্ঞতার স্মরণ করে। ঈর্ষাসর্পিণী জাগ্রতা হইয়াছে। শচীপতি দুই ভূসম্পত্তির ও দুই গৃহের সঞ্চিত ধনের অধিকারী। ঈর্ষা ছুরিকারূপে কৃতজ্ঞতার দৃঢ়

বন্ধন খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছে অথবা প্রবাহরূপে কৃতজ্ঞতার সেতু ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

তখন অপ্রত্যক্ষ ভাবে গোপনে গোপনে কথা উঠিতে লাগিল, শচীপতির দেশের উপকার কিছুই না, দস্যুর অর্থ পুনরাপহরণ। কেহ বলিলেন, শচীপতি অনার্য্য সহবাস দোষে দুষ্ট। কেহ প্রকাশ করিলেন, শচীপতির সকল কার্য্যই মিথ্যা। এই জাতিভ্রষ্টা সমাজপতিতা সুন্দরী যুবতীর পাণিপীড়ন মানসেই শচীপতি নানা অছিলায় দেশবন্ধুর ভাণ করিয়াছে।

সত্যপ্রিয় সৎসাহসসম্পন্ন শচীপতি সভার মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন, "আপনারা যে সকল কথা গোপনে গোপনে বলিতেছেন তাহা সকলই আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। আমি যে বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছি আমি তাহার পবিত্রতা জানি। আমার ও আমার শ্বশুরকুলের বংশমর্য্যাদা রাঢের কোন বৈদ্য কুলীনের বংশমর্য্যাদা অপেক্ষা হীন নহে, তথাপি আমি সকল পণ্ডিতগণ ও বৈদ্যগণকে যথাসাধ্য বিদায় দিব। আমাকে বিপন্ন করিয়া আমার পত্নী ও আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া উৎকোচ স্বরূপে যে লক্ষ টাকা চাহিতেছেন, আমি তাহার এক কাণাকড়িও দিব না। আমি একাকী থাকি সেও ভাল, তথাপি আমি এই সকল মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীর সংসর্গ চাহি না। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও বৈদ্যসন্তান আমার বিবাহের সভাশোভনাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রণামী হউক বিদায় হউক যৎকিঞ্চিৎ দিতেছি।

শচীপতির সম্মুখে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সক্ষম কেহই হইলেন না। কেহ বিদায় লইয়া কেহ বিদায় না লইয়া পাকস্পর্শের পূর্ব্বেই শচীপতির গৃহ ত্যাগ করিলেন। শচীপতি তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইলেন না। শচীপতির কুলগুরু, কুল-পুরোহিতাদি ও

শচীপতির শ্বশুর প্রার্থের তর্কালঙ্কার প্রমুখ ব্রাহ্মণদল শচীপতির সপক্ষে থাকিলেন। বৈদ্যও দশ পনের ঘর শচীপতির পক্ষ ত্যাগ করিলেন না।

ভজন, ঝণ্টু প্রভৃতি শচীপতির অনুচরগণ এরূপ উৎকোচের সম্পূর্ণ বিরোধী হইল। রমানাথ ভায় পঞ্চানন তদীয় শ্বশুর ও কুলগুরু এই সকল পাষণ্ডদলকে পাদুকা প্রহারে দূর করিবার প্রস্তাব করিলেন। শচীপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও সকলকে যথাযোগ্য বিদায়ের অর্থ দিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে সকলকে যাইতে অনুমতি দিলেন। ভুবনেশ্বরীর মাতুল দুর্য্যোধন সেন মহাশয় পাঠকগণের পরিচিত। শচীপতি তাঁহার প্রতি কোন দণ্ড বিধান করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাকে কিছু অর্থ দিয়াই বিদায় করিয়াছিলেন। এই গোলযোগের পর প্রকাশ পাইল, সেই সেন মহাশয় বিপক্ষ পক্ষের প্রধান নেতা হইয়াছেন।

যাহা হউক নববধূর পাকস্পর্শে উৎসব কম হয় নাই। অনেকে প্রকাশ্যে ভোজন না করিলেও গোপনে ভোজন করিয়াছেন। অপর অপর জাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়াছেন। ভজন তাহার প্রিয় রাজা এই গোলযোগে দুঃখিত হইবেন এই আশঙ্কায় তাহার দলবল লইয়া যত্ন সহকারে আমোদ উৎসব করিয়াছে।

শচীপতির বিবাহ দুই মাস হইয়া গিয়াছে। নলডাঙ্গা অঞ্চল হইতে ভজনের দূতগণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা কুমার রামদেবের ভ্রাতৃরাজার অবস্থা, পথ, ঘাট, বাজার, বন্দর জানিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে "সাজ সাজ" শব্দ পড়িয়া গিয়াছে। শচীপতি নলডাঙ্গা অঞ্চলে যুদ্ধ করিতে যাইবেন প্রকাশ পাইয়াছে। ভুবনেশ্বরী শচীপতির অন্তঃপুর আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শচীপতি মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়া একটু বিশ্রামান্তে বহির্ব্বাটীতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে ভুবনেশ্বরী ম্লানমুখে কয়েকটী তাম্বুল হস্তে সেই গৃহে প্রবেশ

করিলেন। শচীপতি বলিলেন, "আজ ও চাঁদমুখে আষাঢের মেঘ কেন ?" ভুবনেশ্বরী উত্তর করিলেন, "মেঘ কেন তাকি আর জিজ্ঞাসা ক'রতে হয় ? আমার জন্যে আপনি একঘরে। আমার জন্যে আপনার উজ্জ্বল যশশ্চন্দ্রও কলঙ্কিত হইতেছে।"

শচীপতি উত্তর করিলেন, "আমি যশোলোলুপ নহি। যশ আমি চাহি না। স্বার্থপর, নীচাশয়, অর্থলোলুপ কুতন্ত্রদল হ'তে পৃথক থাকাই ভাল। আমি এরূপ একঘরে হওয়ায় গৌরব মনে করি। যার ঘরে তোমার মত পবিত্রচিত্ত শুদ্ধমতি রমণীরত্ন, সে কি একঘরে ? কিছু না, কিছু না, তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইওনা। সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক যত দূরে থাকে ততই ভাল।"

ভুবন। সে বিদেশী রাজকুমারের কি ক'রলে ?

শ। তাঁর রাজ্য উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ যত্ন ক'রছি। ঘোড়া কেনা হ'চ্ছে। সৈন্য নিয়োগ ও শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে।

ভুবন। কত দিনের মধ্যে তাঁর দেশে যাবে ?

শ। এক পক্ষ মধ্যে।

ভুবন। বেশ, বেশ। ভালরূপ চেষ্টা ক'রবে ; যাহাতে তাঁর রাজ্য উদ্ধার হয় তা ক'রবে। কুমার বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন।

এইরূপ স্বামী স্ত্রীতে কত কথা হইল। শচীপতি দুঃখিতা ভুবনেশ্বরীকে প্রফুল্ল করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন।





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার দিনাবধারণ ও পরামর্শ।

কুমার রামদেবের আনন্দের সীমা নাই। শচীপতিও অদম্য উৎসাহ, অমিত বল ও অসাধারণ অস্ত্রচালন কৌশল প্রদর্শনের অবসর পাইয়াছেন। ভজন, ঝণ্টু, পেণ্টু, কালু, মালু নব নব সৈন্য নিয়োগ করিতেছে এবং তাহাদিগের প্রাথমিক অস্ত্রচালনার কৌশল তাহারাই শিক্ষা দিতেছে। শচীপতি প্রাথমিক অস্ত্রচালনার কৌশল পরীক্ষা করিতেছেন ও বিশেষ বিশেষ অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতেছেন। শচীপতির প্রাচীন দেওয়ান তাম্বু নির্ম্মাণ, খাদ্য সংগ্রহ ও যান বাহন সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। খাদ্য, তাম্বু, যানবাহন একরূপ সংগ্রহ হইয়াছে। সৈন্য সংগ্রহেরও আর বাকি নাই। অশ্ব ও সৈন্যের শিক্ষার কিছু কিছু বাকি আছে। কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলিও কিছু কম আছে। কোন কোন হস্তী এখনও কামানের শব্দে ভীত হইতেছে। অশ্ব

অপরাহ্নে হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণের কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শিত হইবে। কামান বন্দুকের শব্দ করিয়া হস্তীগণের শিক্ষা পরীক্ষিত হইবে।

অপরাহ্ন সময়ে শচীপতির বৈঠকখানা গৃহে তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, ভজনপ্রমুখ অনুচর, রমানাথ ও রামদেব প্রভৃতি বন্ধুগণ সমবেত হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে শচীপতি বলিলেন, "দেওয়ান খুড়া আপনার আয়োজনের আর কত বাকি ?"

দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, "আমার সকল দ্রব্য সংগ্রহ হইয়াছে।"

শ। সর্দ্দার তোমার অস্ত্রশস্ত্র ?

ভ। ছব প্রস্তুত।

শ। ঝণ্টু। তোমার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলি ?

ঝ। আগামী পরচু ছব ছারতে পারবো।

শ। ঝণ্টু! তোমাকে আমি বিদেশে যেতে নিষেধ করি। তোমার ঘরে আর কেহ নাই কেবল এক কুসুম।

ঝ। আরে রাজা তোমার নিছেদ ছিছেদ আমি মানবোনা। কুলছুম আমার মারে মানুষ না। ছে পুরুছের বাবা দাদা। তোর কোন ভয় নাই। ছে আগুণ অগ্নি আগুণ। ছে দেহ রোছনাই করে,কিন্তু তাকে ছুইলে গা হাত পোড়াইয়া দেয়। কুলছুম যুদ্ধে ছাজ ছাজ ক'রছে, যাও যাও বলছে। ছে বারুদ দ্যাখে, গোলা দ্যাখে, কামান বন্দুক দ্যাখে। ছে কামান বন্দুক মাজিয়া ঘছিয়া পরিছকার ক'রে। ছে দেরী হোচ্ছে ব'লে আমাকে বাখান করে। ছে বলে মরা রাজাকে বাঁচায়েছি, তার রাজ্যি তাকে দিয়ে দিতে হ'বে।

শ। হাঁ, হাঁ, কুসুম সেইরূপ মেয়েই বটে। তবে খুড়া মহাশয়, সর্দ্দারজি, ঝণ্টু, পেণ্টু, কালু, মালু আমাদের যাত্রার দিন স্থির করা যাউক।

চারিদিক হইতে শব্দ হইল, "হাঁ, হাঁ, হাঁ, শীঘ্র, শীঘ্র।" সকলেই উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ, সকলেরই মুখকান্তি প্রফুল্ল।

শচীপতি বলিলেন, "ন্যায় পঞ্চানন আমাদের যুদ্ধযাত্রার একটা শুভ দিন দেখে দাও।"

ন্যায়পঞ্চানন পঞ্জিকা হস্তে উত্তর করিলেন, "নলডাঙ্গা এখান হই তে কোন্ দিকে?"

কালুমালু কহিল, "পূর্ব্ব দক্ষিণ।"

ন্যায়পঞ্চানন পঞ্জিকা দেখিয়া জ্যোতিষের অনেক বচন পড়িয়া মঙ্গলবার শেষরাত্রে যাত্রার শুভদিন নির্ব্বাচন করিলেন।

শচীপতি যাত্রার দিন দেখিয়া বলিলেন, মঙ্গলবার যাত্রার দিন হইল। কোন্ দেব পূজা করিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। আপনি খুড়া মহাশয় চতুর্ভুজা দিগবসনা কালীমাতার একখানি সুন্দর প্রতিমা গঠনের আদেশ করুন। বলির জন্য ছাগমহিষাদি পশু সংগ্রহ করুন।

ভজন। হাঁ, হাঁ, সেই কালীমাইর পূজা ক'রে যাতে হোবেরে রাজা।

ঝ। আমার আর একটা নিবেদন আছে। মোরা ছকলে যে রাজকুমারের রাজ্য জয় ক'রতে যাছি, এ কথা প্রকাছ ক'রব না। পথে রাজার কোন সেজাত থাকিলে মোদের পথেই কোন যুদ্ধ ক'তে পারে। মোরা যাদা অঞ্চলে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার ছিকার ক'রতে যাইছি এই প্রকাছ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যাওয়া ভাল আছে।

শ। এ অতি উত্তম পরামর্শ।

ভ। ভাল কথা কইছে ঝণ্টু, ভাল কথা।

রাম। কয় দলে ভাগ হ'বে, কোন্ দলের কর্ত্তা কে হ'য়ে যাবে তাহা পরামর্শ করা উচিত।

শ। সকলের আগে পাঁচটা হাতী দুই শত অশ্বারোহী ও আট শত

পদাতিক ল'য়ে ভজন সর্দার যাউন। দ্বিতীয় ঐরূপ আর এক দলের কর্ত্তা হ'য়ে ঝণ্টু যাউক। তৃতীয় ঐরূপ এক দলের কর্ত্তা হয়ে প্যাণ্টু যাউক। চতুর্থ দলে দশটা হাতী ও বাকি সৈন্য ল'য়ে কুমার বাহাদুর ও আমি যাই।

রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন বলিলেন, "এ আলোচনা কর্‌লা থেকো বামনটাকে সঙ্গে নেবেন নাকি? দূতেরও প্রয়োজন হ'তে পারে।"

শ। এত আপনার সখীর বিয়ের দৌত্য কার্য্য নয়? এ বড় রাজার নিকট দূতের কাজ।

র। সখীর বিয়ের দৌত্যও রাজার নিকট করেছি, এ যুদ্ধবিগ্রহের দৌত্যও রাজার নিকট ক'র্‌তে হ'বে।

শ। দিদি সখী চন্দ্রমুখী অনুমতি দিলেত?

র। তিনি রাণী ভুবনেশ্বরীর সখী ও দিদি। রাণী যদি রাজাকে "সাজ সাজ" বলতে পারেন তবে তাঁর দিদি অবশ্যই তাঁর বরকে "যাও, যাও, এখনই যাও, রাজার সঙ্গে যাও" এ আজ্ঞা অবশ্যই ক'রছেন।"

এ সময়ে শচীপতির প্রাচীন দেওয়ান, ভজন, ঝণ্টু, পেণ্টু সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিয়াছেন, সুতরাং শচী ও রমানাথে এ আলাপে কোন বাধা হইল না। এক্ষণে রমানাথ শচীপতির একজন বিশ্বাসী বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

রমানাথ বলিলেন, "রাজন্! আমার দৌত্য কি মন্দ হ'য়েছে? রাণী কি অনুপযুক্ত হ'য়েছেন?

শ। রাণী অনুপযুক্ত হন নাই। তোমার দৌত্য ভালই হ'য়েছে। আমি এই এক ঘরে হওয়ার রাণী বড় ম্রিয়মান, বড় লজ্জিত। এ রোগের ঔষধ কি?

র। এ রোগের ঔষধ তাঁর সখীই দিবেন। আমরা যুদ্ধে গেলে দুই

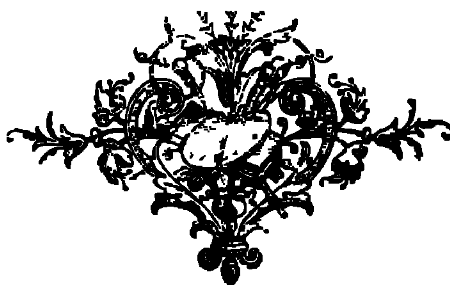
সখী এক সঙ্গে থাক্‌বে। আপনার সখীর মন্ত্রবলেই রাণীর এরূপ রোগ ভাল হয়ে যাবে।

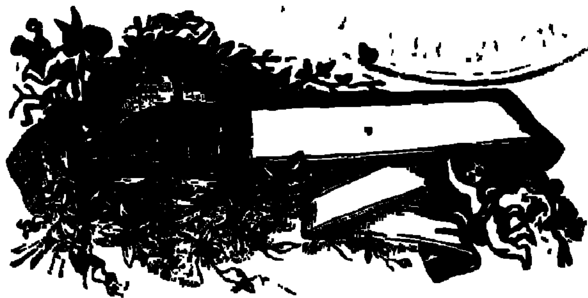
শ। আজ একবার দিদিকে এসে মন্ত্র দিয়ে ঝাড়্‌তে বলুন না?

র। ঝাড়া পোছা আরম্ভ হ'য়ে গ্যাছে।

শ। বেশ, বেশ।

অনন্তর কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শনার্থ সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। দুই দলের সেনাপতি ভজন ও ঝণ্টু হইল। রাজা শচীপতি, রাজকুমার রামদেব ও বহুদর্শক যুদ্ধ দর্শন ক'রিলেন। ফাঁকা কামান ও বন্দুকের শব্দ হইল। শিক্ষিত হস্তী, অশ্ব স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। যুদ্ধে ঝণ্টু সর্দার জয় লাভ করিল। ভজন পরাস্ত হইল।





বিংশ পরিচ্ছেদ

পথিমধ্যে।

বীরভূমের বৈদ্য জমিদার শচীপতি রায় একণে আর শচীপতি রায় নাই। শিবশঙ্কর কবিরাজের বিধবা পত্নীর ভূসম্পত্তি উদ্ধার সময়ে মুরশিদাবাদে অবস্থিতি কালে সুবা বাংলার অধিপতি বিজ্ঞ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ যশোগৌরবে বিমণ্ডিত শচীপতিকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও রাজ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। একণে স্বজনের হৃদয়ের রাজা প্রকৃতই রাঢ় অঞ্চলের রাজা শচীপতি রায় হইয়াছেন। শচীপতি একঘরিয়া হইলেও এবং তাঁহার বিপক্ষদলের লোকেরা তাঁহার দুর্নাম রটনা করিলেও তাঁহার যশঃ অকলঙ্ক রহিয়াছে। রাঢ়ভূমের অপরাপর জাতীয় লোকেরা শচীপতির যশ গুণ প্রশংসা করিতেছে এবং তাহার বিপক্ষ-দলের লোকদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেছে। দেশের লোকে বলিতেছে,

দস্যুদলের শাসনকর্তা, বিপন্ন পথিকের উদ্ধারকর্তা ও রাঢ়দেশের শান্তিদাতা, স্বার্থত্যাগী, সদাশয় ও উদার-চরিত রাজা শচীপতিকে একঘরিয়া করা বিপক্ষদলের সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে। ধর্মের পুরস্কার স্বরূপ রাজা শচীপতি শ্বশুরের ও পৈত্রিক রাজ্য ও প্রচুর নগদ অর্থ লাভ করায় কুচক্রী দলপতিগণ উৎকোচ স্বরূপ লক্ষ মুদ্রা না পাওয়ায় এই ঘৃণিত দল সংগঠন করিয়াছে। যদিও শচীপতির সৈন্যদল চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে এবং প্রকাশ করিতেছে যে তাহারা বাদাঅঞ্চলে শিকার করিতে যাইতেছে, তথাপি রাঢ়ের অধিবাসীগণ তাহা বিশ্বাস করিতেছে না। দেশের লোক হাহাকার করিয়া বলিতেছে, গুণবান্ দয়ালু ও ধার্ম্মিক রাজা মনোদুঃখে দেশ ছাড়িয়া বাদাঅঞ্চলে নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য চলিয়া যাইতেছে। পথিপার্শ্বস্থ রাঢ়ের জমিদারগণ শচীপতিকে উপহার দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দেশে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শচীপতি মিষ্ট বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে লাগিলেন।

শচীপতির চারি দল সৈন্যই নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে। গঙ্গাপারে উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, প্রায় দুই সহস্র নাগপুরী মহারাষ্ট্রী বর্গি সৈন্য দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা ছিল ভাগিরথী পার হইয়া মধ্যবঙ্গ লুণ্ঠন করিতে যাইবে। শচীপতি দেশ ত্যাগ করিতেছেন জানিয়া তাহারা রাঢ় অঞ্চল লুণ্ঠন করিতে যাইতেছে।

এই সংবাদে স্বদেশপ্রিয় শচীপতির হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কুমার রামদেব বিষম প্রমাদ উপস্থিত মনে করিলেন। শচীপতি কাহারও বাধা নিষেধ মানিলেন না। তিনি জলপথে নৌকাযোগে ভজন ও বাষ্টুর সৈন্যদল যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং অপর দুই দল সৈন্য লইয়া স্থলপথে ত্রিবেণী

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুশিক্ষিত বর্গি সৈন্য ত্রিবেণীতে দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইল। প্রথম যুদ্ধে তাহাদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। কিন্তু তাহারা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। রণনিপুণ দুর্দান্ত বর্গি সৈন্যগণ সহজে পরাজয় স্বীকার করিবার জাতি নহে। উপর্য্যুপরি সাত দিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম হইল। এই তুমুল আহবে বর্গি সৈন্যসংখ্যা অর্দ্ধ পরিমাণে হ্রাস হইল। সুশিক্ষিত শচীপতির তিরন্দাজগণের শরজাল বর্ষণে প্রায় সকল বর্গি সৈন্য আহত হইল। আহত পলায়নপর বর্গি সৈন্যের পশ্চাতে শচীপতি ধাবিত হইলেন। বর্গিগণ সমূহ প্রমাদ উপস্থিত মনে করিয়া এক রজনীতেই অশ্বারোহণে তিন দিনের পথ পশ্চিম দক্ষিণে ছুটিয়া গেল এবং তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিল। এক সপ্তাহ মধ্যেই শচীপতি জানিলেন, বঙ্গত্রাস বর্গিগণ স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে। শচীপতি পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন।

শচীপতির যশঃ বঙ্গদেশ পূর্ণ হইল। নলডাঙ্গা রাজ্যেও শচীপতির শৌর্য্য বীর্য্যের কথা প্রচারিত হইল। তিনি নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হইয়া নলডাঙ্গা রাজ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি শচীপতিকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। শচীপতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "রাজন্, আপনার আগমনে ও সৌজন্য-পূর্ণ নিমন্ত্রণে আমি যারপরনাই সম্মানিত ও প্রীত হইয়াছি। আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা নিষেধ। ব্রতানুরোধে আপনার অনুগ্রহপূর্ণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলাম না। ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আপনার অতিথী হইব।"

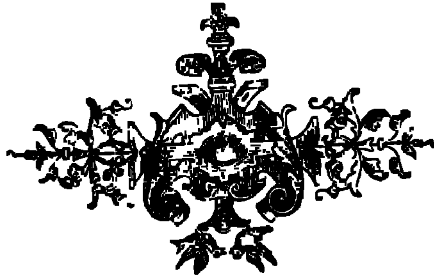
বুদ্ধিমান কৃষ্ণনগরাধিপতি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও শচীপতি কোথায়

কি উদ্দেশ্যে যাইতেছেন জানিতে পারিলেন না। শচীপতি যে রামদেবের সাহায্য করিতে যাইতেছেন তাহা তাঁহার প্রধান প্রধান অনুচর ভিন্ন আর কেহই ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। শচীপতি কৃষ্ণনগরাধিপতির নিকট এইমাত্র প্রকাশ করিলেন যে তিনি নষ্ট বিধ্বস্ত যশোহর, প্রতাপাদিত্যের রাজধানী দর্শন করিতে ও বাদাঅঞ্চলে শিকার করিতে যাইতেছেন। নদীয়ারাজ বীর শচীপতির এ উক্তি বড় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বীরের হৃদয়ে প্রনষ্ট বীরভবন দর্শনের জন্য কৌতূহল জন্মিতে পারে। শিকারী বীর ভীষণ সুন্দরবনে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও ভল্লুক শিকারে আমোদ উপভোগ করিতে পারেন।

কৃষ্ণনগর হইতে শচীপতির চারি দল সৈন্য একসঙ্গে চলিতে লাগিল। তাহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ কৃষ্ণগঞ্জের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর হইতে তাহাদের রসদ আসিবার সুবন্দোবস্ত হইল। এ অঞ্চলের সুরসাল রসাল ফল ভক্ষণ করিয়া শচীপতির লোকেরা বড় সন্তুষ্ট হইল। এ দেশের পনস, আনারস, কদম্ব, ডাব ও নারিকেল খাইয়া শচীপতির লোকেরা যারপরনাই পুলকিত হইল। এ দেশে মৎস্য প্রাচুর্য্য দেখিয়া ও তাহারা পরম হর্ষ লাভ করিল। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন শচীপতির দূতরূপে নলডাঙ্গাধিপতির সভায় প্রেরিত হইলেন। রমানাথ রূপে গুণে সম্পূর্ণ দূতের উপযুক্ত। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি কৌশলি বাক্‌পটু।

মধ্যবঙ্গের বর্ষা আরম্ভ হইল। দিঙ্মণ্ডল নিরন্তর নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে লাগিল। চঞ্চলা যুবতীর ন্যায়—রূপগর্ব্বিতা মত্ত গণিকার ন্যায় দামিনী জলদগাত্রে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। দাম্ভিক বীরের ন্যায় জিমূত আপন কর্কশরবে আপন বীরত্ব মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। মেঘমালা অলসভাবে অশ্রুজল ছাড়িয়া দিল। ভেকগণ ভয়ে বিহ্বলচিত্তে

ভীষণ রব তুলিল। খাল, নাল, বিল, ডোবা, বৃষ্টিবারিতে পূর্ণ হইতে লাগিল। শচীপতি বৃষ্টিপতন দেখিয়া ভীত হইলেন। কুমার রামদেব বুঝাইলেন, এ দেশে রাঢ় অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর বৃষ্টিবারি পতিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের শিবিরবাস কঠিন হইয়া উঠিল। রামদেবের যত্নে বহুসংখ্যক তৃণগৃহ নির্ম্মিত হইল।





একবিংশ পরিচ্ছেদ

দৌত্য।

রাজা উদয় নারায়ণের বিচিত্র সভা। রাজা রাজ সিংহাসনে সমারূঢ়। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বিচিত্র আসনে পণ্ডিত ও কুলিন ব্রাহ্মণগণ আসীন। তাঁহার বাম পার্শ্বে অপর আসনে, তাঁহার সম্মুখে প্রজাগণ সমুপস্থিত। দ্বারি দৌবারিক কোষমুক্ত অসিহস্তে বিচরণ করিতেছে। রাজধানীর পাদদেশে স্রোতস্বতী বেগবতী নদী কলকলনাদে বিরহ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জলনিধির উদ্দেশে গমন করিতেছে।

রাজা সুরনারায়ণের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম উদয় নারায়ণ, মধ্যম রামদেব, তৃতীয় ঘনশ্যাম, চতুর্থ নারায়ণ, পঞ্চম রাজারাম ও কনিষ্ঠের নাম রামকৃষ্ণ। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে রাজ্যের অবস্থা হীন হইয়াছে। রাজস্ব রীতিমত আদায় হইতেছে না। স্থানে স্থানে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। রামদেব ভ্রাতার সহিত রাজ্য বিভাগ উপলক্ষে কলহ করিয়া দেশত্যাগী

হইয়াছেন। অন্য চারি ভ্রাতা রাজা উদয় নারায়ণের বাধ্য হইয়াছে। রাজসভায়, সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া আশীর্ব্বাদের পুষ্প রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "আজ অষ্টমী মায়ের পূজার কিরূপ আয়োজন হবে?"

রাজা উদয় নারায়ণ কহিলেন, "মায়ের পূজা যেরূপ হ'য়ে থাকে সেইরূপ হ'বে। রক্তবর্ণ চেলি বস্ত্র দিয়া মায়ের পূজা হবে। একটি মহিষ ও অন্যূন পাঁচটী ছাগ বলি দিতে হ'বে। অন্যূন শত ব্রাহ্মণকে প্রসাদ খাওয়াইতে হ'বে।"

দেবত্তর সম্পত্তির দেওয়ান ও সিদ্ধেশ্বরীর পুরোহিত এই রাজাদেশ পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয়তঃ চাকলার নায়েব নজরের টাকা রাজ সমীপে ধারণ পূর্ব্বক যথাবিধ সম্মান পুরঃসর রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজা উদয় নারায়ণ সাদরে কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার রাজস্ব আদায়ের অবস্থা এক্ষণে কিরূপ? বিদ্রোহী প্রজাগণ এক্ষণে কি বলিতেছে?"

নায়েব বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার অধীনের চাকলার কর কিছু কিছু আদায় হইতেছে। প্রজাবিদ্রোহও প্রশমিত হইয়াছে। আশু ধান্যের অবস্থা ভাল। আশা করি আগামী আশ্বিন মাসে তিন বৎসরের বাকি বকেয়া সকল আদায় হইবে।"

রাজা। খুব যত্নের সহিত কর আদায় করুন। যত সত্বর হয় আশ্বিন মাস মধ্যে অন্যূন দুই লক্ষ টাকা পাঠাইতে হ'বে। তিন বৎসর নবাব সরকারের কর পাঠাইতে পারি নাই। অদৃষ্টে কি আছে মা সিদ্ধেশ্বরী জানেন।

এইরূপ চারিজন নায়েব রাজা উদয় নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সকলেই প্রজাবিদ্রোহ উপশম হইয়াছে, এই সুসংবাদ দান

করিলেন। সকলেই আশ্বিন মাস মধ্যে প্রচুর টাকা আদায় হইবে, এইরূপ আশা দিলেন। রাজা উদয় নারায়ণ এই সকল সংবাদে সুখী হইলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "রামদেব প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইয়া কোথায় চলিয়া গেল। দুই বৎসরের মধ্যে তাহার সংবাদ নাই। আমার প্রাণ তার জন্য দিবারাত্র রোদন ক'রছে। আমি তাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দেই নাই। তার ইচ্ছা জমিদারী সমান ছয় ভাগ করিয়া ল'বে। তা'হলে কাহারও কিছু থাকে না। রাজগৌরব রক্ষা হয় না। বোকা আমার কথা বুঝ্‌লে না। সে রাজা হয়, তাতেও আমার ক্ষতি নাই। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা হ'লেই হ'ল।"

সভাসদগণ কহিলেন, "মহারাজের হৃদয় বড় উচ্চ। আপনার হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পূর্ণ। কুচক্রি লোকের কুপরামর্শেই রামদেব বিপথগামী হ'য়েছে। আমরা আশা করি তিনি সত্বরই দেশে ফিরবেন।"

অতঃপর রাজা উদয় নারায়ণ বলিলেন, "এই কুলীন ব্রাহ্মণগণ যে কি জন্য উপস্থিত হ'য়েছেন, সকলের স্ব স্ব অভিমত জানাইলে আমি চরিতার্থ হই।"

সর্ব্বাগ্রে রামনারায়ণ ন্যায়বাগীশ বলিলেন, "আমার নিবাস মহারাজের জমিদারীর পরগণে মহামুদসাহীর প্রদপূর্ব্বের অন্তঃপাতী নওহাটা গ্রামে। আমি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ন্যায়ের পাঠ সমাপন ক'রে গৃহে এসেছি। আমি চতুষ্পাঠীও খুলেছি। আট দশটী ছাত্র হ'য়েছে। অবস্থাহীন, কিঞ্চিৎ বৃত্তির জন্য।"

রাজা। কি বৃত্তি হ'লে আপনার চতুষ্পাঠী চ'ল্‌তে পারে।

রাম। মাসিক ষোল টাকা হ'লে চ'ল্‌তে পারে।

রাজা। আচ্ছা, এইমাস হ'তে আপনি ষোল টাকা বৃত্তি পাবেন।

রাজার ইঙ্গিতে প্রধান দেওয়ান এক মাসের বৃত্তির টাকা অধ্যাপক

মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। বেহালার দেওয়ান অর্থাৎ অতিথি-অভ্যর্থনাশালার দেওয়ান পণ্ডিত মহাশয়ের কর্ণে প্রথম শ্রেণীর সিধা তাঁহাকে দেওয়া হইবে জানাইলেন।

দ্বিতীয়তঃ গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন, "আমি বেথের গাঙ্গুলি, হরিরাম গাঙ্গুলীর সন্তান, খড়দা মেলের কুলীন। দ্বাদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা গৃহে। কিঞ্চিৎ অর্থের প্রার্থী।

রাজা। কি অর্থ হ'লে আপনার কন্যার বিবাহ হ'তে পারে।

গুরু। আমার অবস্থা হীন। দেড় শত বা দুই শত টাকা হ'লে হ'তে পারে।

রাজার ইঙ্গিতে প্রধান সচীব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাইলেন যে রাজা মহাশয় তাঁহাকে দেড়শত টাকা, সাহায্য করিবেন এবং সিদ্ধেশ্বরীর বাটীতে তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজ! আপনার পূর্ব্ব-পুরুষগণ আমার পূর্ব্বপুরুষদিগকে কয়েক গ্রামে দুই শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। বগিয়া, আসুকদিয়া ও শ্রীকুন্তীর অনুমান পঞ্চাশ বিঘা জমি ধলহরার নায়েব মহাশয় ক্রোক দিয়াছেন। আমার সনন্দ গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে। দশ শ' পাঁচ কি ছয় সালে প্রথম সনন্দ দেওয়া হয়।

রাজা। আপনাকে এক দিন এই স্থানে অপেক্ষা ক'র্‌তে হ'বে। দশ শ' পাঁচ কি ছয় সালের সনন্দের নকলগুলি বাহির করিয়া আপনাকে নূতন সনন্দ দেওয়া হইবে।

এইরূপ রাজসভায় লোক-হিতকর, দেশহিতকর, সমাজহিতকর কত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল। রাজসভা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। রাজা দেখিলেন, রাজসভার

এক পার্শ্বে এক দীর্ঘশিখাধারী, বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল নয়ন ব্রাহ্মণযুবক নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। রাজা উদয়নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের নাম, ধাম ও আগমনের উদ্দেশ্য বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন কি ?"

ব্রাহ্মণযুবক উত্তর করিলেন, "আমার নাম রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন। আমার নিবাস বীরভূম অঞ্চলে। আমার আগমনের উদ্দেশ্য দৌত্য।"

রাজা। কিসের দৌত্য ?

রমানাথ। আমি রাজা শচীপতির দূত। আমার বক্তব্য বিষয় কিছু গোপনীয়। এখন সময় ভাল না। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত।

রা। সেই রাঢ়দেশের রাজা শচীপতি ? যিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে দশ বৎসর কঠোর যুদ্ধ ক'রে দস্যু দমন ক'রেছেন; যিনি সংপ্রতি ত্রিবেণীতে দুর্দ্দান্ত বর্গিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছেন, আপনি তাঁর দূত ? আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি সংক্ষেপে আপনার দৌত্যের বিষয় একটু ব'লতে পারেন কি ?

রা। বলার কোন বাধা নাই। আপনার ভ্রাতা কুমার রামদেব রায়ের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ব'লতে এসেছি।

রা। রামদেব কোথায় আছে ? কেমন আছে ?

রা। শচীপতির নিকটে আছেন। তিনি ভালই আছেন।

রা। আচ্ছা। সব কথা অপরাহ্নে শুন'ব। আপনি রামদেবের সংবাদ দিয়ে বড় সুখী ক'র্লেন। আপনি এক্ষণে বিশ্রাম ও স্নানার্থে গমন করুন।

রমানাথ উৎকৃষ্ট বাসা ও শ্রমশীল ভৃত্য পাইলেন। প্রথম শ্রেণীর সিধা আহারীয় দ্রব্যের ডালি তাঁহার বাসায় আসিল।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুরে।

আমরা বহু দিন চন্দ্রমুখী, ভুবনেশ্বরী ও বসন্তের স্ত্রী কুসুমকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস অতীত হইয়াছে। মেঘ, বৃষ্টি, অদ্ভুত নাথ বিদ্যুতের খেলা, ভেকের রব, ময়ূরের পেখম ও প্রবল বায়ু লইয়া বর্ষা আসিয়া ধরাপৃষ্ঠে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে। শচীপতি ত্রিবেণীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া কত নদ নদী অতিক্রম করিয়া যশোহর রাজ্যের সীমান্তে কৃষ্ণগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিরহবিধুরা পতিভক্তি-সম্পন্না তিন যুবতীর সন্ধান লওয়া এক্ষণে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আষাঢ়ের মধ্যভাগ। মধ্যাহ্ন সময় অতীত হইয়াছে। রুক্ষকেশা মলিনবেশা ভুবনেশ্বরী—এক্ষণে রাণী ভুবনেশ্বরী—অন্তঃপুরে রাজ-শয়ন-গৃহের অলিন্দায় মাদুরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক একখানি পুস্তক লইয়া

একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতেছেন। ধীর পদবিক্ষেপে চন্দ্রমুখী দেবী পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া তাহার দুই হস্তে রাণীর দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া ধরিলেন। চন্দ্রমুখীও রাণীর ন্যায় রুক্ষকেশা, মলিনবেশা ও নিরাভরণা। কুসুম এক্ষণে শচীপতির রাজধানীর নিকটস্থ বাগ্দি পল্লিতে বাস করে। স্বাধীনচেতা কুসুমের কুটীর স্বতন্ত্র। সে পরগৃহবাসিনী নহে। কুসুমও এইরূপ নিরাভরণা রুক্ষকেশা মলিনবেশা। কুসুম তিনটী শ্বেতফুলের মালা আনিয়া দুইটী রাণীর গায়ে ও একটী রাণীর গলদেশে পরাইয়া দিল। রাণী ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, পোড়ারমুখী তুই।" কুসুম কহিল, "পোড়ারমুখী কি জানয়ার একটী? রাণী দিদি! আপনি চিন্তে পারেন নাই।"

রাণী। কেন চিন্তে পারিনি? আমার নর্ম্মদিনী হরিমতী।

কু। না, না, হ'লনা।

রা। তবে বিন্দে চন্দ্রমুখী——। এখন আর বিন্দের গোপিকা-মোহন রাধাবিনোদকে ধরিয়া আনার সাধ্য নাই।

চন্দ্রমুখী চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "কেন নাইলা কেন নাই? ঘোড়ার ডাক বসিয়েছি। চারি দিনে চিঠি এনে দিচ্ছি। ইচ্ছা ক'র্‌লে সেই চারি দিনেই কুঞ্জবনবিহারী রাধাবিনোদ শ্যামকে পাকড়া ক'রে আন্‌তে পারি।

রাণী। তা পার্‌লে আর বলাইকে শিঙ্গা হাতে দিয়ে গোকুল ব্রজ প্রভৃতিতে ঘুরে পাঠাতিস্ না।

চ। ঘুরে নিকটে কি? যেখানে কৃষ্ণ সেখানে বলাই।

রা। যেখানে বলাই, সেখানে কৃষ্ণ।

কু। যেখানে বলাই, সেখানে কৃষ্ণ, সেখানে ছিদাম।

বা ও চ। (সমস্বরে) হাঁ, হাঁ কুসুম এখন কথা শিখেছে। শ্রীমদ্ভাগবৎ খানা কুসুম এখন আগাগোড়া গল্প করতে পারে। আচ্ছা বল্ দেখি কুসুম শ্রীকৃষ্ণের কত রাণী ছিল?

কু। দ্বারকার কৃষ্ণের ছিল ষোলশত আটটী, আর আমাদের কৃষ্ণের একটী। ভয় নাই। কৃষ্ণ কড়া আছে। রুক্মিণী কি সত্যভামা কেহ সঙ্গে বেঁধে আসবে না।

চ। বলায়ের কি হবে?

কু। বলায়ের কথা বলতে পারি না। বলাই দু'একটী আনলেও আনতে পারে। বলাই সবল ও অমায়িক। বলাই কৃষ্ণের মত কড়া নন। তার পরে বামনদিদি তুমি যেমন কাল রূপহীন, গুণহীন এবং দাদাঠাকুর কেমন সুন্দর ও পণ্ডিত তাতে——

কুসুমের ইঙ্গিত অনুসারে রাণী বলিলেন, "কুসুম ঠিক বলেছে। সখী আমার বেশ সুন্দর ছিল। এখন কেমন কাল বিশ্রি হ'য়ে গ্যাছে: চুল গুলা ছোট হোয়ে গ্যাছে। দাঁতগুলা বড় বড় হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়েছে।" হরিমতী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "চন্দ্রাবলীর কুলোর মত কাণ, মুলোর মত দাঁত, নাটার মত চোখ, ভাঁটার মত নাক, জালার মত পেট ও কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মত সরু সরু হাত পা হ'য়েছে।"

কুসুম। আমার হরিমতী দিদি ব্যাস ও বাল্মিকীর সময়ের লোক হ'লে একখানা চন্দ্রাবলী নামে গ্রন্থ লিখে খুব যশঃ নিতে পারতেন।

হ। পারতেম পারতেম। এখনই বা পারবো না কেন? এই চন্দ্রমুখী বা চন্দ্রাবলী, আর সেই রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন। কলম ধ'রলেই লিখতে পারি। লিখি না সেই তোদের ভাগ্যি, তাই তোদের এই অন্তঃপুরে প'ড়ে আছি। আমি কলম ধরলেই কোন বড় রাজা, নবাব বা দিল্লীর সম্রাট আমাকে তাঁর সভাকবি ক'রে নিয়ে যেত। আমি কেবল রাণী

দিদির পান্‌টা কেড়ে খেতে দুই গালে দুটো চুণকালির কোটা দিতে মাথার চুল ছিড়ে নিতে আর ঠোনা'টা চাপড়টা মার্‌তে এই রাজপুরে কবি কালিদাসের ন্যায় অথবা স্বয়ং সরোজবাসিনী শ্বেতভুজার ন্যায় আমি কর্দ্দমবাসিনী কালভুজা পড়ে রয়েছি। এই যে তে, তে, তে, একি অলঙ্কার জানিস? আমার অঞ্চলের নিধি গুণের পয়োধি ইহাকে অনুপ্রাস অলঙ্কার ব'লে আমাকে শিখিয়েছেন।

রা। পোড়ারমুখী তুই থাম্। তোর আর পাগ্‌লাম কর্‌তে হবে না।

হ। তুই থাম্ সোনামুখী রাণী। চন্দ্রমুখী ও কুসমী তোদের বিরহ ক'র্‌তে হবে না। অনেক বাজে কথা বল্‌ছি। হায় হায়। আমার চন্দ্রাবলী কি ছিল কি হলো? সোনার প্রতিমা এখন শ্মশানের পোড়া খেটে হ'য়েছে। ন্যায়পঞ্চানন নিশ্চয়ই একটা সুন্দরী বাঙ্গাল্‌নী বিয়ে করে বাড়ী আস্‌বে।

সকলের ইচ্ছা ছিল, চন্দ্রমুখীকে রূপহীনা বলিয়া তাহার স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বুঝাইয়া চন্দ্রমুখীকে শঙ্কিতা করিবে। চন্দ্রমুখী নির্ব্বোধ নহে। স্বামীর চরিত্রের উপর তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন, "আর কি বল্‌বি বল। চন্দ্রমুখী তোদের চক্ষে যতই রূপহীনা হয় হউক, সে ন্যায়পঞ্চাননের চক্ষে স্বর্গের পবিত্র বিদ্যাধরী। ন্যায়পঞ্চাননের হৃদয় এই পোড়ারমুখী চন্দ্রমুখী এমন ভাবে দখল ক'রে ব'সে আছে, সেখানে এমন কি একটী রেখাপাত করারও স্থান নাই। বুঝেছিস্‌না তোরা সকলে বুঝেছিস?"

হরিমতী পাঠকের সম্পূর্ণ অপরিচিত। নন্দলাল শচীপতির মাতার খুল্লতাতের পৌত্র। নন্দলাল সুচিকিৎসক কবিরাজ। হরিমতী নন্দলালের ভগ্নি। নীলমাধব নন্দলালের ভগ্নিপতি ও শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ।

শচীপতি বিদেশে যাইবার সময়ে এই দুই আত্মজকে স্বপরিবারে স্বগৃহে রাখিয়া গিয়াছেন। নন্দলালের চিকিৎসায় বিলক্ষণ পসার আছে। নীলমাধব বহু ছাত্রকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন। হরিমতীর সহিত রাণী ভুবনেশ্বরীর অতিশয় সদ্ভাব।

চ। আজ ত আবার ঘোড়ার ডাক আস্‌বার কথা। পত্রাদি এসেছে কি?

হ। এইত বলেছি তিন পোড়ারমুখী কেবল পত্র পত্র ক'রে মরে। যদি এমন না খেয়ে, না প'রে, তেলটুকু না মেখে, খাটে না শুয়ে, মাটিতে পড়ে থেকে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজাবি, তবে তোরা সকলে অঞ্চলের নিধি ছেড়ে দিলি কেন? আমার সেই পোড়ার মুখো ত' বাড়ী ছেড়ে নড়ে না। সে বাড়ী ছেড়ে নড়লে আমি অবসর পাই। বেশ করে খেয়ে পানের রঙ্গে ঠোঁট লাল ক'রে গহনা কাপড়ে সেজে বড় চুলের খোপা বেঁধে পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াই। আমিত পুরুষ মানুষকে মনে করি মেয়েদের অন্তপুরের প্রাচীর।

রাণী ভুবনেশ্বরী বলিলেন, "দোঁখ পাগলী তুই থাম্। সখী ও বামন-দিদি ব্যস্ত হ'য়ে এসেছে। ওরূপ কথা বল্‌তে নাই। পত্র এসেছে। এখন সে দেশে বড় বর্ষা। যুদ্ধ করা চলে না, তারপরকাননকুমারের দাদার নিকট দূতরূপে প্রেরিত হ'য়েছে।

কু। আমার সে আত্ত, আন্নু, আণ্ডু, আঠু সম্বন্ধে কিছু আছে?

রা। আছে বইকি। কণ্টু সর্দার অকাতরে পরিশ্রম করেছে। ত্রিবেণীর যুদ্ধে অতুল বিক্রম দেখায়েছে। পত্রে আরও আছে বর্ষা অন্তে যুদ্ধ হ'লে শরৎকালে যুদ্ধ হ'বে। কণ্টু সকল সৈনিককে তাল তিরন্দাজি শিখাচ্ছে। সেদিন গাছের ডালে ডালে নাটার চোকরা সোণার পাখী বাঁধা ছিল। কণ্টু সর্দার আর তার চারি সাগরেদ সেই চখে তীর বিঁধিতে পেরেছে।

চ। দূত কুমারের রাজার নিকট হ'তে আজও ফেরেননি।

রা। না।

হ। আমিত ব'লেছি 'ওন পোড়ারমুখীর দেখা হ'লেই এক কথা। আমার পরামর্শ শোন্। গহনা কাপড় পর্। চুল বাঁধ আর আমার সঙ্গে সেজে গুজে পাড়া বেড়াতে চল্। তা'হলে আর কোন কথাই মনে থাক্‌বে'না।

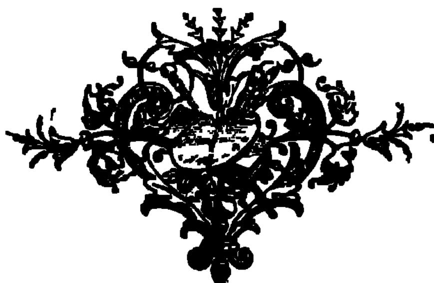
চ। তুই থাম না পাগ্‌লী থাম্।

হ। আমি থামি, আর তোমরা তোমাদের বিরহ সাগরে অমাবস্যার পূর্ণ জোয়ার উঠিয়ে গ্রাম নগর ভাসিয়ে দাও। আর আমি আছি কূলে দাঁড়িয়ে আমাকে আগে ভাসিয়ে নিয়ে যাও।

কু। আমরা কি অকূলে?

হ। তোরা মধ্যি সাগরে।

যুবতীগণের মধ্যে অনেক কথা হইল। হরিমতী উপস্থিত না থাকিলে নয়নজলে যে সকলেরই মুখ ভাসিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিমতীর বিদ্রূপ রহস্যে কেহ অশ্রুবর্ষণ করিতে পারিলেন না।





ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা উদয় নারায়ণের পরামর্শ-গৃহে।

রাজা উদয় নারায়ণ গুরু, পুরোহিত ও রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননকে লইয়া মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়াছেন। মন্ত্রণাগৃহ বৃহৎ, সুমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত। সর্ব্বাগ্রে রাজগুরু কহিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! আপনি কোন্ শাস্ত্র ব্যবসায়ী?"

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন উত্তর করিলেন, "আমি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, গণিত, স্মৃতি ও ষড়দর্শনের কিছু কিছু পড়েছি, তবে আমার ন্যায়ের ছাত্রই অধিক। আমার উপাধিও ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ সমাপন ক'রে পেয়েছি।"

গুরু। আপনি ন্যায়ের পাঠ কোথায় সমাপন ক'রেছেন?

রমা। আমি ন্যায়ের পাঠ বারাণসীতে সমাপন করেছি। আপনারা তিন জন রাজা বাহাদুরের কে হন?

গু। উনি রাজমন্ত্রি, ইনি রাজপুরোহিত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, স্মার্ত্ত পণ্ডিত এবং আমি রাজগুরু। রাজপুরোহিত বলিলেন, "আমাদের ঠাকুর মহাশয়ও ন্যায়ের বড় পণ্ডিত। ইনি ন্যায়ের সকল শাস্ত্র পাঠ ক'রেছেন। অধ্যাপনাতেও ইঁহার বিশেষ সুখ্যাতি।

রমা। বেশ, বেশ। পুরোহিত ঠাকুরেরও বোধ হয় চতুষ্পাঠী আছে?

গু। বিদ্যারত্নেরও খুব বড় চতুষ্পাঠী। উনি বহু যত্নে বহু ছাত্রকে প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি পড়ান।

রমা। আপনাদের দেশে দুর্গাপূজা কোন্ পুরাণ মতে অনুষ্ঠিত হয়? মণ্ডপে একমেটে প্রতিমা দেখ্‌লাম্।

গু। আমাদের দেশে বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবী, কালীকা প্রভৃতি পুরাণ মতে দুর্গাপূজা হয়। রাজবাড়ীতে রথযাত্রার দিনে প্রতিমার কাঠাম দিবার নিয়ম আছে। রাজবাড়ীতে বৃহন্নন্দিকেশ্বর মতে দুর্গা-পূজা হয়। রাজবাড়ীতে সহস্রাধিক রূপ চণ্ডী পাঠ হয়।

রমা। হবেইত। রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আখণ্ডল। ব্রাহ্মণ আখণ্ডল রাজা। সর্ব্বপ্রকার দেবকার্য্যই সুচারুরূপেই সম্পাদিত হইবার কথা। এই রাজবংশের উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করি। আশা করি ভ্রাতৃবিচ্ছেদরূপ গৃহদহনশীল অনলও সত্বর নির্ব্বাপিত হইবে।

গু। তাহারও বারিদাতা আপনি।

র। একের বারিতে গৃহানল নির্ব্বাপিত হয় না।

গু। আমরাও সকলে আপনার সঙ্গে যোগদান ক'রছি, আপনার বক্তব্য কি বলুন।

র। আমি রাজা শচীপতির সখা ও দূত। শচীপতি রাঢ়ী বৈশ্যজাতীয় রাজা। কুমার রামদেব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন। রাজা শচীপতি চারি সহস্র সৈন্য সহ এই রাজ্যের সীমান্তে কৃষ্ণগঞ্জে উপস্থিত। শচীর সুশিক্ষিত নির্ভিক যোদ্ধা ও উদারচরিত সেনানায়ক হইলেও তিনি অতিশয় উদার ও শান্তিপ্রিয়। আপনাদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে মিমাংসা হইলে ব্রাহ্মণ বিদেশীয় রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহেন না। মা করুণাময়ীর ইচ্ছায় যদি তিনি পৈত্রিক রাজ্যের এক ষষ্ঠাংশ এবং এই সৈন্য সামন্তের ব্যয় স্বরূপ তাঁহার অনুপস্থিত কালের রাজস্বের নাভ তিন লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন তা হ'লেই সব মিট্‌তে পারে।

ও। রাজা উদয়নারায়ণও উদার প্রকৃতির লোক। তাঁহার ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল রাজা অতি বিরল। এই রাজবংশের নিয়ম আছে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজপদ প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কিছু বৃত্তি বা জমিদারী পাইয়া থাকেন। রাজা উদয় প্রথম হইতেই বলিতেছেন তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণের প্রত্যেকের বাটী নির্ম্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ও দশ হাজার টাকার জমিদারী দিবেন। কুমার রামদেব এ প্রস্তাবে সম্মত নহে। তিনি প্রজাবিদ্রোহ সংঘটন করিয়া রাজার সহিত অসম্মানজনক কলহ করতঃ দেশত্যাগী হ'য়েছেন। রাজা এ কথাও ব'লেছিলেন যে রামদেবই রাজা হউক এবং উদয় ও তাঁহার সহোদরগণকে ঐরূপ টাকা এবং জমিদারী দিউক।

রমা। এ সকলত' উত্তম প্রস্তাব।

মন্ত্রী কহিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! আপনি বিচক্ষণ লোক। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। কুমার রামদেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে এ বংশের রাজ উপাধি লোপ হ'বে। সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার হ'বেন। নবাবও এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। রামদেব হ'তে

এ রাজ্য যায় যায় হ'য়েছে। তিন বৎসর নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়া হয় নাই। মুরশিদাবাদের পত্রানুসারে ভূষণার ফৌজদার আঁপুতরাপ শ্লেষপূর্ণ অপমানজনক পত্র লিখ্ছেন। তিনি গত পত্রে এ ভয় ও দেখাইয়াছেন যে তিনি সসৈন্যে আমাদের বিরুদ্ধে আস্ছেন। সর্ব্বত্র প্রজাবিদ্রোহ ছিল, বহু যত্নে বহু কথায় এই বর্ষে বিদ্রোহ উপশমিত হ'য়েছে। তিন লক্ষ কি লক্ষ টাকা ও এখন রাজকোষে নাই।"

রাজা বলিলেন, "ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আপনার বাহ্যাকৃতি ও মুখশ্রী দেখে আপনি সরল, অমায়িক, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়বাদী বোধ হচ্ছে। আপনি পুনরায় আমার দূত স্বরূপে যশস্বী বীর রাজা শচীপতি রায় ও প্রাণাধিক ভ্রাতা রামদেবকে ব'ল্বেন যে রাজ্য এখন আমার বিষময় হ'য়েছে। রামদেব রাজা হউন। নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব দিউন। আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে কিছু দিনের জন্য কেবল সামান্যরূপ গ্রাসাচ্ছাদন দিউন। আমরা কয়েক ভ্রাতা নবাবের রাজস্ব পরিশোধ হওয়া ও রাজকোষে অর্থ সঞ্চিত হওয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র তৃণ কুটীরে বাস ক'র্বো। রাজকোষে অর্থ হ'লে আমাদের রাজবংশধরের বাসের উপযোগী বাড়ী ও সসম্মানে গ্রাসাচ্ছাদন চলার উপযোগী ভূসম্পত্তি দিতে হ'বে। আমি কাশীবাসী হতেও প্রস্তুত আছি। রামদেব রাজ্য লউন আর কয়েকটী ভ্রাতার বন্দোবস্ত করুক।

রমা। রাজগুরু, রাজা, বিদ্যারত্ন মহাশয় ও রাজসচীবের কথা শুনে, আমি বড় সুখী হ'লেম। আপনারা সকলেই অতি বিচক্ষণ ও পণ্ডিত লোক। আপনাদের প্রস্তাব মহান ও স্বার্থত্যাগপূর্ণ। জানি না কুমার রামদেব এ প্রস্তাবে সম্মত হবেন কিনা। আমার বোধ হয় কুমারের দোষেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘ'টে, এ রাজ্য উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হ'য়েছে। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি রাজা শচীপতি কুমার রামদেবের

প্ররোচনায় বিপথগামী হ'য়েছেন। আপনাদের কোন প্রস্তাবে কুমার রামদেব সম্মত না হ'লে নিশ্চয় রাজা শচীপতি দেশে চ'লে যাবেন। আমাদের প্রাচীন সরদার ভজন জাতিতে বাগ্‌দী হ'লেও সে প্রথমাবধি বল্‌ছে কুমার রামদেব সহজ লোক নহেন। রাজা শচীপতি নিজে যেমন সরল, অকপট ও সত্যবাদী তিনি জগতের সকল লোককে সেইরূপ দেখেন।

রাজা। রাজা শচীপতির সসৈন্যে এ রাজ্যে আসা ঠিক হয়নি। তিনি বহু অর্থ অকারণ ব্যয় ক'রেছেন। তিনি যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে আপনাকে আমার নিকট পাঠালে অথবা একখানা পত্র লিখ্‌লে প্রকৃত ঘটনা জান্‌তে পার্‌তেন।

রমা। আমাদের ভুল হ'য়েছে সত্য। আপনার দেশের অবস্থা আমাদের লোকে জেনে গিয়েছে। কুমার রামদেব যেরূপ কাতরভাবে বিপন্ন অবস্থায় সত্যবদ্ধ হ'য়ে সকল কথা ব'ল্‌লেন তাতে তাঁর কথা আমরা অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি নাই।

মন্ত্রী। আপনাদের চর আমাদের দেশের পথ ঘাট জেনে যেতে পারে, রাজ্যের অবস্থা জান্‌তে পারে নাই। নলডাঙ্গাও একটী প্রাচীন রাজ্য। রাজা উদয়নারায়ণও দুর্ব্বল হতে অজ্ঞাবধি করেন না। দুই চার হাজার সৈন্য তাঁর রাজ্য জয় ক'রে যেতে পারে না। এ রাজ্যেও সুশিক্ষিত সেনা আছে।

রমা। আমাদের চরে পথ ঘাট জান্‌তে এয়েছিল। রাজ্যের অবস্থা জান্‌বার্‌ আমাদের দরকার হয়নি। দস্যুদলনকারী বর্গীবিজয়ী রাজা শচীপতির চারি সহস্র সৈন্য, চারি সহস্র কালান্তক যম। অন্যের চার লক্ষ আর শচীপতির চার সহস্র সমান।

গুরু। ক্ষারপকানন মহাশয় আপনি রুষ্ট হবেন না। মন্ত্রীমহাশয়

বীরত্বের বড়াই করার জন্য ও কথা বলেন নাই। সাধারণ চারি পাঁচ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য এ রাজ্য জয় করে নিতে পারে না। রাজা শচীপতির কথা স্বতন্ত্র। এ অপ্রীতিকর কথা পরিহার করুন। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আমরা শান্তির প্রার্থী। শান্তি স্থাপনই সাধু জনের কর্ত্তব্য কর্ম।

রাজা। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কথায় কথায় অনেক কথাই উঠে। কেহই হীন হ'তে চায় না। মন্ত্রীর কথার ভাব এই যে আমরা ভয়ে রামদেবকে সমগ্র রাজ্য ছেড়ে দিতে চাচ্ছি না। জয় পরাজয় ভাগ্যের কথা। আমরাও রাজা শচীপতির সম্মুখে যুদ্ধার্থে দু'একদিন দাঁড়াতে পারি। এক দিকে শান্তি ও রাজ্যরক্ষা অন্য দিকে ভ্রাতৃস্নেহ। এই দুয়ের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি রামদেবকে সমগ্র রাজ্য ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। রাজা শচীপতি বড় বীর হইলে আমার স্নাঘার কথা এবং আমি বড় বীর হইলে শচীপতির স্নাঘার কথা কেন না আমরা দুইই হিন্দু। আমরা পাঠান পদাঘাতে বিচূর্ণ হ'য়েছি, মোগল পাদুকাঘাতে ছিন্নাঙ্গ হচ্ছি। আমাদের গর্ব্ব অহঙ্কারের কিছুই নাই। যদি কেহ এখনও অস্ত্র ধরিতে পারি, যদি এখনও দেশে পরশুরাম দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য ও ভীষ্মার্জ্জুন থাকে, তবে সে আমাদের মনে মনে একটু সুখী হওয়ার কথা। হিন্দুর হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ফল, অথবা মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত্য খানেখরের নিকট তিরৌরি ক্ষেত্রে ও ফতেপুর সিক্রিতে হ'য়ে গিয়েছে।

মন্ত্রী। রাজা বাহাদুর ঠিক বলেছেন, ঠিক ব'লেছেন। আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমরা বড়ই অপরিণামদর্শীর কাজ ক'রেছি। আমি ব্রাহ্মণসন্তান শাস্ত্রও কিছু প'ড়েছি। ঠাকুর মহাশয়ের কথাও অতি সারবান। শান্তির প্রতি লক্ষ রাখাই একান্ত কর্ত্তব্য। আমি অকপটে সরল হৃদয়ে ব'লে যাচ্ছি, আমি সত্য ঘটনা শচীপতিকে বুঝাইতে

চেষ্টা পাব। শচীপতি কখনও অন্যায় কাজ করেননি ক'র্‌বেন না। যাহাতে এ রাজ্যের শান্তি স্থাপিত হয় প্রাণপণে তাহার চেষ্টা ক'র্‌ব।

রাজপক্ষের সকলে। আপনি সাধু ও পবিত্রচিত্ত, সজ্জনের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই ক'র্‌বেন। রাজা শচীপতি বয়সে প্রাচীন নহেন। যুদ্ধেই তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে। সংসারের অভিজ্ঞতা এখনও লাভ করেন নাই। সত্যবাদী জগতের সকলকেই সত্যনিষ্ঠ ভাবে। তাই ভ্রম। এ ভ্রম বয়সোচিত উদার ও মহান স্বভাবের প্রমাণ।

রমা। এইজন্য আপনাদের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্গীজয়ে রাজার সকল চেষ্টা সফল হ'য়েছে। রামদেব তাঁহার সুহৃদ। তিনি জয়োল্লাসের পর সুহৃদাগ্রজ দর্শন মানসেই এ দেশে এসেছেন।





চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা শচীপতির শিবিরে।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন নলডাঙ্গা হইতে কৃষ্ণগঞ্জে শচীপতির শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। রাজা শচীপতি, কুমার রামদেব, পণ্ডিত ন্যায়পঞ্চানন, সর্দ্দার ভজন, ঝড়ু, লাণ্ট্‌, পেণ্ট্‌, কালু, মালু প্রভৃতির এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। মুসলধারে বৃষ্টি পতন হইতেছে। বর্ষা যৌবন মদে মত্ত হইয়া, সে যেন তাহার রূপৈশ্বর্য্য বিকাশ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে চাহিতেছে। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন কাতরভাবে বলিলেন, "আমি রাজা উদয়নারায়ণের নিকটে যেয়ে বড় লজ্জা পেয়ে এসেছি। আমাদের সসৈন্যে এ দেশে আগমন বালকের কাজ হ'য়েছে। রাজা উদয়নারায়ণ কি প্রকৃতির লোক, তাঁহার রাজ্যের অবস্থা কিরূপ, রাজা দোষী, কি কুমার রামদেব দোষী, এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ কি, কুমার রামদেবের উক্তিসকল সত্য কি মিথ্যা ইত্যাদি বিষয় অবগত হ'য়ে আমাদের এ দেশে সসৈন্যে আসা উচিত ছিল।"

ভজন। আরে রাজা, তুহিত আমার কথায় কাণ দিছনা, দেখ পণ্ডিতজি কেমন ছাচ্চা কথা ব'লছে।

ঝণ্টু। ছাচ্চা বাত হ্যায়, পণ্ডিতজি, ছাচ্চা বাত হ্যায়।

রামদেব। হোঁ হোঁ হোঁ আমাদের পণ্ডিতজি বুঝি বড় একটা সিদে পেয়ে ও ভীত লোকের দুটো মিষ্টি কথা শুনে একেবারে ঠাণ্ডা জল হ'য়ে এসেছেন। সিদায় নলডাঙ্গার আমসত্ব, আনারস, কাঁচাগোল্লা ও মহামুদ সাহীর দধি ক্ষীর ছিলত ?

রমা। দেখুন কুমার। আমি আপনার রহস্য বিদ্রুপের পাত্র নহি। এক দেশের রাজাকে অন্য দেশে এনে ফেলা ধুলো খেলা নয়। আমি স্বার্থপর পেটুক ব্রাহ্মণ নহি। আমি বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা কাশীর অনেক জায়গায় চা'লড'াল খেয়েছি আমিও রাজা শচীপতী সংসারের অনভিজ্ঞতা হেতু প্রথমে আমরা ভ্রম করি কিন্তু মূল বুঝিবার শক্তি আমাদের আছে। আপনি যে সকল কথা রাজার নিকট ব'লে রাজার সহানুভূতি পেয়েছেন তাহার অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত।

রা। তবে আমি মিথ্যাবাদী শঠ ধূর্ত্ত।

র। তা আপনি যা বলেন আপনার পূর্ব্বের কথাগুলি মনে করুন। ঠাট্টা বিদ্রুপের জন্য অপর ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করুন।

রাজা শচীপতি বলিলেন, "আপনারা কলহ ক'রবেন না। কথাটা আগে শুনে নিই। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়! আপনি ব'লে যান। কুমার আপনি একটু নিরস্ত হউন। ন্যায়পঞ্চানন যে সে লোক নন। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি স্বার্থত্যাগী পরোপকারী মহাপুরুষ। আমি ন্যায়পঞ্চাননকে চিনেছি। আমার এই রাজপদ ন্যায়পঞ্চাননের অনুগ্রহে। আমার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণ কি ক্লেশই না স্বীকার ক'রেছেন ? এই যে আমাদের সঙ্গে এসেছেন এও উঁহার একটী স্বার্থত্যাগের জলন্ত

ভট্টাচ। পণ্ডিত লোক। দূরদূরান্তর হ'তে নিমন্ত্রণ পত্র আসছে। শত শত লোক অর্থদানে ব্যবস্থা নিচ্ছে। শত ছাত্র শিক্ষার্থ হ'য়ে উপস্থিত—এ সব ফেলে ন্যায়পঞ্চানন অনাহারে অনিদ্রায় পথশ্রমে কষ্ট পেয়ে আমাদের সঙ্গে এসে আমাদের জন্য চিন্তা করেন।"

অনন্তর রামদেব নিরস্ত হইলেন। রঘানাথ ধীরে ধীরে তাঁহার দৌত্যের সকল কথা কহিলেন। তিনি রাজা উদয় নারায়ণের প্রস্তাব গুলি বিজ্ঞাপন করিলেন। তিনি বুঝাইলেন রাজা উদয় নারায়ণ স্বার্থপর রাজ্যলোভী নহেন, তিনি সরল অকপট ও সদাশয়। তাঁহার সদিচ্ছা তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের রাজগৌরব রক্ষা করেন, দেব দ্বিজের সেবা করেন, দেশের কল্যাণ সাধন করেন এবং প্রজা-পুঞ্জকেও সুখে রাখেন। তিনি ভ্রাতৃগণকেও ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি ভ্রাতৃগণকে অবমানিত বিড়ম্বিত করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন না। তাঁহার সদিচ্ছা তাঁহার ভ্রাতৃগণও সসম্মানে সচ্ছল ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি ভ্রাতৃগণের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করিয়া দিতে সম্মত আছেন। সম্প্রতি রাজকোষে অর্থ নাই। তিন বৎসর নবাব সরকারের নিরূপিত অর্থ প্রেরিত হয় নাই। ভূষণার ফৌজদার আঁপুতরাপ ক্লেশ ও কটুক্তিপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেছেন। তিনি নলডাঙ্গার রাজ্য আক্রমণ করিবার ভয়ও প্রদর্শন করিতেছেন। রাজা উদয় নারায়ণের ইচ্ছা নবাব সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ হইবার পর তিনি ভ্রাতৃগণকে জমিদারীর অংশ ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের জন্য অর্থ দিবেন।

বাকপটু চতুর কুমার রামদেব নানা কৌশলে বিবিধ বাক্যের দ্বারা রাজা শচীপতীকে রাজা উদয় নারায়ণের শঠতা ও ন্যায়পঞ্চাননের

সরলতা হেতু নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এমন সময়ে সম্রাট পুত্র স্বাজি যোসেনের আত্মীয় ভূষণার ফৌজদার আঁপুতরাপের নিকট হইতে এক অশ্বারোহী সৈনিক দূত এক পত্র লইয়া রাজা শচীপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। আপাততঃ কুমার রামদেবের কথা বন্ধ হইল। দূতের অভ্যর্থনা ও দূতের প্রতি কুশল প্রশ্নের আড়ম্বর হইতে লাগিল।

সংসারে বহু প্রকারের লোক থাকিলেও দ্বিবিধ প্রকৃতির লোকের সংখ্যাই অধিক। এক শ্রেণীর লোক শ্রমশীল, কর্ম্মকুশল ও পরোপকারী, অপর শ্রেণীর লোক অলস, শ্রমবিমুখ ও আত্মসেবী। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা আত্মসুখের প্রতি দৃষ্টি করেন না। তাঁহাদিগের দৃষ্টি পরের সুখের প্রতি। অপর শ্রেণীর লোকেরা আত্মসুখ ও আত্মসুখের অঙ্গ, বিলাসিতায় মগ্ন, তাঁহারা বাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টি করেন না এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধির ধারও ধারেন না। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ দেবগুণসম্পন্ন, শেষোক্ত ব্যক্তিগণ তৎবিপরীত গুণের আকর। এরূপ স্থলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের হৃদয় দয়া, মমতা, স্নেহ, পরদুঃখকাতরতা গুণে পূর্ণ থাকে, অপর শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা, নির্ম্মমতা, নির্দ্দয়তা ও অত্যাচার বিরাজ করিতে থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকগণ যে স্থানে গমন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি সুখ সন্তোষের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, অপর শ্রেণীর লোকেরা যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানে অশান্তি, অসুখ, ভয় ও বিভীষিকার অনল জ্বলিতে থাকে। প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের চরণে ভক্তিশ্রদ্ধার চন্দনচর্চ্চিত কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি অর্পিত হইতে থাকে। অপর শ্রেণীর লোকের মস্তকে অপমান, অভিশাপ ও তিরস্কারের অশনিপাত হইতে থাকে। আমাদের শচীপতি প্রথম শ্রেণীর ও আঁপুতরাপ অপর শ্রেণীর লোক। বলেশ্বর, ভৈরব, মধুমতী ও চিত্রানদীতে বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ তরিপূর্ণ মগ সৈন্য দেখা দিয়াছে। সিদ্ধার্থ

নামক মগ দলপতি আরাকান হইতে নিম্নবঙ্গে উপস্থিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে নিশাকালে মগ আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য মগ সৈনিকগণই এই সকল দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে।

প্রজাগণের সুখ শান্তির নিয়ন্তা ফৌজদার আঁপুতরাপের এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? সুখময় বিলাসপ্রিয় সম্রাটকুটুম্ব ফৌজদার সাহেব কি সসৈন্যে পক্ষ-পালক শোভিত শিরস্ত্রাণধারী মগ সৈনিকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন? প্রজার সর্ব্বনাশে ফৌজদারের কি? মগ সৈনিকে প্রজার সর্ব্বস্ব লয় লউক, সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব কোথায় যাইবে? অলস ব্যক্তি অপরের শিরে কর্ম্মভার অর্পণ করিতে পারিলে মনে করেন তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। শ্রমশীল কর্ম্মকুশল লোকেরা আপন কর্ম্ম পর কর্ম্ম বুঝেন না। তাঁহারা কর্ম্মমাত্রকেই আপন কর্ম্ম মনে করেন।

অলস ফৌজদার আঁপুতরাপ শুনিয়াছেন, বাঢ়ের দস্যুদলনকারী সম্প্রতি বর্গিবিজয়ী অসাধারণ যুদ্ধকৌশলী বীর রাজা শচীপতি কৃষ্ণগঞ্জ প্রান্তরে বাদায় শার্দ্দুল কুম্ভীর শিকারার্থে সমুপস্থিত। অলস ব্যক্তি কর্ম্মকুশল ব্যক্তির শিরে কর্ম্মভার চাপাইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপন করিতে চাহেন। এই নিমিত্ত আঁপুতরাপের পত্র সহ অশ্বারোহী সৈনিক দূত শচীপতির শিবিরে উপস্থিত।

প্রজার দুঃখ ক্লেশের কাহিনী শুনিয়া শচীপতির বীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আরাকানের অসভ্য মগ আসিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর ধন রত্ন অপহরণ করিবে, জাতি ধর্ম্ম নষ্ট করিবে, বনিতা দুহিতা হরণ করিবে, গৃহ অগ্নিসাৎ করিবে, লুকাইত অর্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য হিন্দুর প্রতি অশেষ প্রকার অত্যাচার করিবে, ইহা কি শচীপতির ন্যায় বীর সহ্য করিতে পারেন? শচীপতির শিবিরে "সাজ সাজ" রব উঠিল। যুদ্ধের তুমুল আয়োজন হইতে লাগিল। পটনিবাস সকল উঠাইবার আয়োজন

হইতে লাগিল। একদিনের মধ্যে শচীপতি সকল আয়োজন সমাপন করিয়া কালীগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালীগঞ্জে ফৌজদার প্রেরিত বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ তরণী ছিল। শচীপতি সেই সব তরি আরোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে চিত্রানদী বাহিয়া আসিয়া নলদী, লোহাগড়া ও কালনায় শিবির স্থাপন করিলেন। শচীপতি স্বয়ং কালনায়, ভজন লোহাগড়ায় এবং ঝণ্টু নল্‌দীতে সেনানায়ক হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময় মগনৌকাসকল চিত্রা, নবগঙ্গা ও মধুমতী নদীতে আসিয়াছিল। মগদিগের সহিত রাজসৈন্যের বহু যুদ্ধ হইল। প্রত্যেক যুদ্ধে রাজসৈন্য জয় লাভ করিতে লাগিল। মগসৈনিকগণ গ্রাম্য লোকের প্রতি অত্যাচার ছাড়িয়া রাজ সৈন্য দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কথায় বলে "সকলের মন সকল দিক, চোরের মন বোক্‌চার দিক।" শচীপতি, ভজন ও ঝণ্টু মগদিগকে পরাজয় করিয়া মগ তরি জলমগ্ন করিয়া মগ অপহৃত নরনারী উদ্ধার করিয়া সুখী হইতেছিলেন, স্বার্থ সিদ্ধি সাধনে তৎপর কুমার রামদেব এ সময়ে স্বার্থ সিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প আটিতে ছিলেন। পরোপকারী সদাশয় রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন যুদ্ধগীতি রচনা করিয়া বীর গাথা গাহিয়া আজ নলদীতে, কাল লোহাগড়ায় ও পরশ কাল্‌নায় বীর সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। রাজার জয়ে ন্যায়পঞ্চাননের আনন্দ এবং প্রজার সুখে তাঁহার উৎসব।

কুমার রামদেবের সঙ্কল্প গঠিত হইয়াছে। অদ্য ভাদ্রের মধ্যভাগ। রামদেব শচীপতির শিবিরে শচীপতির সম্মুখে আসীন। তিনি হাস্য প্রফুল্লিত মুখে বলিলেন, "রাজন। আমার বড় একটা সাধ হ'চ্ছে। আপনি এত যুদ্ধ জয় ক'র্‌ছেন, এত মগ নৌকা ডুবাচ্ছেন, এত হিন্দু নরনারীর উদ্ধার সাধন ক'র্‌ছেন, এই অশান্তিময় অঞ্চলে শান্তিসুধা বর্ষণ ক'র্‌ছেন, এ সংবাদ ফৌজদারকে দেওয়া হ'ল না। আপনি অনুমতি

করলে আমি এ সংবাদ ল'য়ে একবার ভূষণায় যাই। ন্যায়পঞ্চাননই এ কার্য্যের উপযুক্ত লোক, কিন্তু তিনি মহাব্রতে ব্রতী। তাঁহার কার্য্য যে সে লোকে ক'র্‌তে পারে না। তিনি যে বীরগাথা বীরগীতি রচনা করিয়া সৈনিক হৃদয়ে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ পূর্ব্বক সৈনিক হৃদয়ে সাহস, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতিতে পূর্ণ ক'র্‌ছেন তাহা আর কেহ পারে না।"

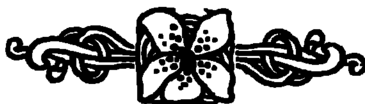
সরলমতি শচীপতি বলিলেন, "আপনার কথা ঠিক। ফৌজদারকে একটা সংবাদ দেওয়া উচিত। আমাদের জয় সংবাদ জানিয়ে ফৌজদারের নিকট আমাদের বাহবা লওয়া ইচ্ছা নাই। আমরাই মগ তাড়াতে পারবো। সসৈন্যে আর ফৌজদারকে আস্‌তে হবে না। তাঁহার আর যুদ্ধ আয়োজনের প্রয়োজন নাই। আমরা যুদ্ধার্থে সজ্জিত এবং আমরাই এ ক্ষুদ্র কার্য্য শেষ ক'র্‌তে পারব, এই কথা ব'ল্‌লেই বোধ হয় ফৌজদার নিরস্ত হবেন।

রাম। তবে আপনি আমাকে যেতে অনুমতি করেন?

শ। হাঁ, আমি সর্ব্বান্তকরণে আপনাকে যেতে অনুমতি করি, তবে আপনি যে সে ভাবে যেতে পার্‌বেন না। আপনি একখানি বৃহৎ নৌকা, ব্রাহ্মণ চাকর ও সৈনিক প্রহরী লয়ে যাবেন।

রাম। যে আজ্ঞে।

রামদেব শচীপতির অনুমতি পাইয়া মনে মনে মৃদু হাস্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির আর বিলম্ব নাই।





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

লোমহর্ষণ কাণ্ড।

এই সংসার রঙ্গমঞ্চে কোন কোন দৃশ্যের যবনিকা হাসিতে হাসিতে উত্তোলন করা যায়। কোন কোন দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করিবার পূর্ব্বে মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে থাকে, হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে, কর্ম্মঠ হস্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সর্ব্ব শরীর শিহরীয়া উঠিয়া ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে। সেই ভয়ানক দৃশ্যের আবরণ উন্মোচন করিবার পূর্ব্বে মন ইতস্ততঃ করিতে থাকে। অভিনয় আরম্ভ করিয়া যবনিকা উত্তোলন না করিয়া আর উপায় নাই। সুখে হউক, দুঃখে হউক, যবনিকা তুলিতেই হইবে।

রামদেব ভূষণায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ফৌজদার আঁপুতরাপের দর্শন লাভ করিয়াছেন। তিনি ফৌজদারের নিকট ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সালঙ্কারে সবিস্তারে শচীপতির রণনৈপুণ্য ও মগজয় বিবরণ বিবৃত

করিয়াছেন। অনন্তর ফৌজদার সকাশে তাঁহার পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সুযোগ সুবিধা বুঝিয়া স্বীয় ক্লেশ বর্ণন করিয়াছেন তিনি অবসর বুঝিয়া কথা প্রসঙ্গে রাজা উদয় নারায়ণের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। তিনি আঁপুতরাপের হৃদয়ে রাজা উদয় নারায়ণের প্রতি রোববহ্নি নিন্দারূপ ফুৎকারে প্রখর ভাবে প্রজ্বল্যমান করিয়াছেন এবং সামর্থ্য স্বত্বে নবাবপ্রাপ্য রাজস্ব না দেওয়ার প্রসঙ্গরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া সেই প্রজ্বল্যমান বহ্নিকে গগণস্পর্শী করিয়াছেন। হিমাদ্রি-হৃদয় বিদীর্ণকারী জাহ্নবী বেগ আর কিসে নিবারিত হইবে? ফৌজদার সসৈন্যে রামদেবকে সঙ্গে লইয়া নলডাঙ্গা রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা উদয় নারায়ণ বহু বহুমূল্য উপায়ন ফৌজদার সকাশে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ফৌজদার ঘৃণার সহিত উপায়ন গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

ফৌজদার সৈন্ত ও রাজ সৈন্ত পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। পট্ট-শিবাস সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। দু' একদিন খণ্ড যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র কয়েকদিন নরশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। হতাহত হস্তী, অশ্ব ও মানব ভূলুণ্ঠিত হইয়া ধূলি ধূসরিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য আরও বীভৎস করিয়াছে। নিশীথে ফেরুপাল ও সারমেয়গণের বিকট নাদে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্দ্ধভুক্ত নরমুণ্ড লইয়া পলায়নপর কুকুরের মুখ হইতে শকুন তাহা অপহরণ করিয়া লইয়া বৃক্ষশাখায় উঠিতেছে। অপর শকুন সেই চোর শকুনের মুখ হইতে সেই মুণ্ড লইবার জন্ত যুদ্ধে রত হইতেছে। উভয়ে পক্ষ সঞ্চালনপূর্ব্বক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেছে। এইরূপে যুদ্ধের ভৈরব শব্দ ভূপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধ গগনে উত্থিত হইতেছে।

পাঠক! আরও কি অগ্রসর হইতে চাহেন? ভয় করিবেন না।

আপনার ভয় করিবার দিন অতীত হইয়াছে। আপনার কলঙ্ক দূর হইবার দিন উপস্থিত হইয়াছে। আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবার সুপ্রভাত আসিয়াছে। য়ুরোপ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখুন। অহঙ্কার মদমত্ত জার্ম্মান কাইজার য়ুরোপ খণ্ডে কি ভীষণ হইতে ভীষণতর সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন। সমরানল দেশ হইতে দেশান্তরে প্রসারিত হইতেছে। সুদূর ইংলণ্ড হইতে আরব ও পোলাণ্ড হইতে উত্তর আফ্রিকা পর্য্যন্ত তুমুল ভীষণ সমরবহ্নি গগণস্পর্শী শিখা বিস্তার করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। সভ্যতম য়ুরোপের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, নৌবিদ্যা প্রভৃতি উদরসাত করিবার উপক্রম করিতেছে। ধনৈশ্বর্য্য ভস্মরাশিতে পরিণত করিতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে ও ফেলিয়াছে। অশ্বকুল নির্ম্মূল করিবার আয়োজন। হাহাকারে পৃথিবী পূর্ণ। আর্ত্তনাদে য়ুরোপ শঙ্কিত। নারীনয়ন বিগলিত অশ্রুধারে ধরণী সিক্ত। জগতের প্রারম্ভ হইতে এরূপ নরঘাতিনী আহব রাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্যের কথা আর শ্রুত হয় নাই। ব্রিটীশ সিংহ রুশ ভল্লুক আজ সমান ভাবে রণোৎসাহে উৎসাহিত। সেই উৎসাহের কণামাত্র ভারত প্রজাপুঞ্জের মধ্যেও বর্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠক! তোমার আর ভয় করিবার দিন নাই। রাজ সুদৃষ্টি তোমার উপর পড়িয়াছে। তোমার দেশেও "সাজ সাজ" যুদ্ধ রোল উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ! তোমরা এখন পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বথামা প্রভৃতির কীর্ত্তি স্মরণ কর। তাঁহারা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ এবং তোমরা তাঁহাদের বংশধর ও স্বজাতি মনে কর। জাতীয় কলঙ্ক দূর করিবার এই উত্তম অবসর—অতি সুসময়। ক্ষত্রিয়গণ! কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ! আর নিদ্রা যাইবার সময় নাই। রাম, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, এমন কি পৃথ্বিরাজ ও রাণা প্রতাপের কথা মনে কর।

সাহসের চর্ম্মে বুক বাঁধ। উৎসাহের কবচ ধারণ কর। শৌর্য্যের অসি হস্তে লও। আর কালবিলম্ব করিও না। তোমাদের বিশ্ববিদ্যার্জ্জনের প্রতিষ্ঠা এক্ষণে রণাঙ্গনের যশেঃ পর্য্যাসিত হউক। বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল কর বঙ্গমাতার মুখ প্রফুল্ল কর। সবিস্ময়ে জগৎ দেখুক বাঙ্গালী মরিয়াও মরে নাই। আবার রাজার হাত ধরিয়া রাজার লাঠি ঘুরাইয়া বাঙ্গালী বেশ লড়িতে পারে—বাঙ্গালী বেশ খেলিতে পারে। সুদূর মার্কীন, সুদূর মেকসিকো (Mexico), সুদূর চিলিগায়নায় বাঙ্গালীর জয় জয় রবে পূর্ণ হউক।

অনন্তর কথার আর প্রয়োজন নাই। আসুন আমরা আবার নলডাঙ্গার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করি। কাল রাজসৈন্যের সহিত ফৌজদার সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ শারদীয় তরুণ অরুণ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, প্রভাতী পবন হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে, প্রভাতী বিহঙ্গ কূজনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রভাতী কুসুম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ ও ফৌজদার শিবিরে "সাজ সাজ" রব উঠিয়াছে। পদাতিক সৈন্যগণ কেহ অসিচর্ম্ম, কেহ শরকার্ম্মুক, কেহ বর্ষাচর্ম্ম লইয়া শরীর কবচে আটিয়া, শিরে লাল পাগড়ী পরিধান করিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া "সিদ্ধেশ্বরী কালীমাইকি জয়" শব্দ করিতে করিতে যুদ্ধার্থে দলে দলে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। অশ্বারোহীগণও বহুমূল্য বসন ভূষণে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ আয়ুধাদি লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে। যুদ্ধমাতঙ্গগণের বৃংহণে, বেগবান যুদ্ধাশ্বগণের হ্রেষাধ্বনিতে ও আগ্নেয় অস্ত্রের ভীষণ নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত হইতেছে। সমরক্ষেত্র তিমির বাসে ভীষণ দৃশ্য আচ্ছাদন করিবার উপক্রম করিতেছে। চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসী লোকেরা প্রলয়কাল উপস্থিত মনে করিয়া ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলায়নপর হইতেছে। ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা উদয় নারায়ণ প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ

করিয়াছেন। তিনি প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে পুষ্প চয়ণ করিয়াছেন। তিনি ভক্তিভাবে শক্তি পূজা করিবার জন্ত পূজার শিবিরে গমন করিয়াছেন। রাজা প্রতিদিন ভক্তিভাবে শক্তি পূজা করিতেন।

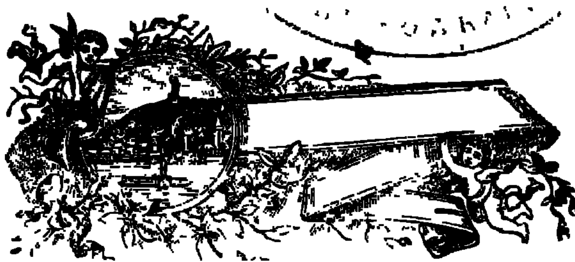
সেকালের রাজার আর একালের রাজার অনেক প্রভেদ। সেকালের রাজন্তবর্গ সমরকুশল ও অস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তাঁহারা আধুনিক রাজগণের ন্তায় সচীব হস্তে রাজ্যভার ন্তস্ত করিয়া বিলাসীতায় ও অকর্ম্মণ্য খেয়ালে কালাতিপাত করিতে পারিতেন না। সেকালের রাজগণকে বহিঃ শত্রু নিবারণ করিতে হইত, রাজ্যের শান্তি রক্ষা করিতে হইত, প্রজা-বিরোধের ন্তায়বিচার করিতে হইত, প্রজার শান্তি সুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইত এবং দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতির উপর দৃষ্ট রাখিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ের ভূম্যাধিকারীগণের ন্তায় কেবল রাজ পূজা করিলেই চলত না। রাজা উদয় নারায়ণ তেজস্বী, সত্যনিষ্ট, ধার্ম্মিক, রণকুশল নরপতি ছিলেন। তাঁহার আত্মাদর ও আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। তিনি দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না।

খাঁপুত্ররাপ যশভয়ে ভীত হইলেও তিনি উদয় নারায়ণকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ মনে করিয়া রামদেবের উৎসাহে পিপীলিকার ন্তায় টিপিয়া মারিতে আসিয়াছিলেন। ফৌজদার বুঝিয়াছেন উদয় নারায়ণ পিপীলিকা নহে। তিনি প্রবল পরাক্রম সিংহ। কয়েক দিনের খণ্ড যুদ্ধে উদয়নারায়ণের পরাক্রম দেখিয়া ফৌজদার ও রামদেবের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। উপস্থিত যুদ্ধেও ফৌজদার পক্ষের জয়ের আশা দুর্ব্বল।

ছলে বলে কথাটা চিরকালই আছে। যাহারা বলে দুর্ব্বল তাহারা ছলে প্রবল। শকুনি বলে দুর্ব্বল ছিল,ছলে সে অদ্বিতীয়। বিভীষণ হীনবল ছিল, ছলনায় সে লজ্জাহীন ও দেশদ্রোহী। নাম করিয়া আর কেন

অশ্রুবর্ষণ করিব। গ্রীকবীর আলেকজেণ্ডারের আক্রমণ হইতে পলাসীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত কোথায় ছল নাই? ইতিহাস পাঠক মনে মনে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করুন। ছলেই রত্নাগর্ভা ভারতমাতার সর্ব্বনাশ। ছলেই ভারতসন্তানের অবনতি। মাতার কুসন্তান সুসন্তান দুই রূপই জন্মে। সুসন্তান জননীর মুখ উজ্জ্বল করে, কুসন্তান আপন গৃহ আপনি অনলসাৎ করে। এই কারণে বিক্রমাদিত্য, পুরু, পৃথ্বিরাজ, শিবজি, রাণা প্রতাপ, রাণা সঙ্গ প্রভৃতির নামে ভক্তিমত্ত হই। তক্ষশীল, জয়চাঁদ প্রভৃতি দেশ-দ্রোহীর নামে ঘৃণায় ম্লান মুখ ও লজ্জায় অধোবদন হই। ছল প্রবল দুর্ব্বল সকল গৃহেই আছে। যে ছলে ভারত সাম্রাজ্য গিয়াছে, সেই ছলেই ক্ষুদ্র নলডাঙ্গা রাজ্য যাইবে তাহার আর বিচিত্র কি? রাজসৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, রাজ-সেনাপতি অত্যুচ্চ মাতঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। তাঁহার পার্শ্বে হস্তি পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেত বাস শ্বেত উষ্ণীষধারী ভট্টদ্বয় শ্বেত শ্মশ্রু আলোড়ন পূর্ব্বক শ্বেত চামর দোলাইয়া সমর গীতি ও বীরগাথা গাহিয়া সৈনিকগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। সৈনিকগণ একাগ্রচিত্তে বীরগাথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থে বুক বাঁধিতেছিল। রাজা উদয়নারায়ণ এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন নাই। উপস্থিত রাজহস্তী যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া সৈন্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। সূর্য্যদেব উদয়গিরি শিখরে আরোহণ করিলেন। বালসূর্য্যের কনক কিরণে তরুলতাসকল কনক বিভায় বিমণ্ডিত হইল। শরৎ সূর্য্য প্রখর হইতে প্রখরতর হইলেন। রাজা উদয় নারায়ণ এখনও যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করেন নাই। সেনাপতি অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি ভট্টদ্বয়কে উচ্চরবে যুদ্ধগাথা গাহিবার আদেশ করিয়া দণ্ডায়মান সুশিক্ষিত হস্তী হইতে অধীরভাবে দন্ত ও শুণ্ড ধারণ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে লম্ফ প্রদানে অবতরণ করিলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে কয়েকটী অমাত্যের সহিত রাজার

পূজার শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। হরি! হরি! রাজ-পট্টনিবাস রুধির রাগে রঞ্জিত : সেনাপতি সভয়ে শশব্যস্তে রাজার পূজার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার। রাজবপু শিবিরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পতিত রহিয়াছে। সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ ছুরিকা রাজ হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে। শোণিত রাগে শিবির তল শিবির বসন রক্তরাগে রঞ্জিত রহিয়াছে। রাজ পূজোপকরণসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হোমাগ্নির জ্বলন্ত কাষ্ঠসকল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠের আগুনে শিবিরের বসন অল্পে অল্পে পুড়িয়া অনল শিখা ঊর্দ্ধগামী হইতেছে। হায়! হায়! এ সর্ব্বনাশ কে করিল? কে এই গুণোত্তম রাজার অপঘাত মৃত্যু ঘটাইল। সেনাপতি ও অমাত্যগণ উচ্চরবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। যুদ্ধার্থ-সজ্জিত সৈনিকগণ সকলে আসিয়া রাজশিবির বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। রাজশিবিরে শোক পারাবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণপূর্ব্বে যে স্থানে যুদ্ধের উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ ছিল, সকল মুখে আনন্দ তাড়িত খেলা করিয়া বেড়াতেছিল, সেই স্থানে এখন প্রবল শোকস্রোত প্রবাহিত হইল ও সকল মুখ অশ্রুজলে প্লাবিত হইল। বিধাতার খেলা বুঝে কে? তিনি এই সুখদুঃখময় সংসার রঙ্গমঞ্চে কত খেলাই খেলিতেছেন। মুহূর্ত্তে নব রসের অভিনয় করাইতেছেন। আমরা তাঁহার খেলায় কাঁদি হাঁসি, ভয়ে শিহরিয়া উঠি, কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বকার্য্য অনুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া কখনও তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি বর্ষণ করি ও কখনও তাঁহাকে সহস্র তিরস্কার করিয়া চিত্ত ক্ষোভের লঘুতা সম্পাদন করি।



ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সিংহাসনাদিরোহণ।

সংসারে সুখ দুঃখের প্রবাহ সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। একের দুঃখে অন্যে সুখী, এই মানব প্রকৃতির অসহনীয় দোষ। রাজা উদয় নারায়ণের শিবিরে শোকের হাহাকার, ফৌজদার আঁপুতরাপের শিবিরে উল্লাসের জয় জয় নাদ। ফৌজদারের উল্লাস যুদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিল না, সে উল্লাস-প্রবাহ রণাঙ্গন হইতে নলডাঙ্গার রাজধানীতে প্রসারিত হইল। কুমার রামদেব নলডাঙ্গার রাজতক্তে ফৌজদার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদার রাজকোষে সঞ্চিত দেড় লক্ষ মুদ্রা ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার যাহা ছিল সকলই গ্রহণ করিলেন। তিনি কয়েক শত সৈন্য নলডাঙ্গা রাজ্যের শান্তি স্থাপন ও রামদেবকে

রাজপদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাখিয়া সসৈন্যে ভূষণায় যাত্রা করিলেন।

রামদেব ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত মুহ্যমান হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। রাজা উদয়নারায়ণের শোকাতুরা রাজমহিষীও দেবরের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামদেবের শোকবিহ্বল অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সচীব হইতে সৈনিক পর্য্যন্ত রামদেবের বাধ্য হইলেন। রামদেব দাদা বলিয়া কত অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তাঁহার বিলাপ লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ অপেক্ষা, ঘটোৎকচের ও অভিমন্যুর মৃত্যুতে পাণ্ডবগণের বিলাপ অপেক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের অপঘাত মৃত্যুতে বলদেবের বিলাপ অপেক্ষা শতগুণ অধিক। আমার পাঠক পাঠিকাগণকে ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল রামদেবের রোদনে আমার কাঁদাইবার শক্তি থাকিলে আমি নিশ্চয়ই সে বিলাপ বর্ণন করিতাম।

রাজা উদয়নারায়ণের মৃত্যু সম্বন্ধে নানা কথা প্রচারিত হইল। কেহ জানিল উদয়নারায়ণ যুদ্ধে হত হইয়াছেন। কেহ জানিল রাজা লক্ষভ্রষ্ট শর বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেহ জানিল তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইবেন এই আশঙ্কায় আত্মঘাতী হইয়াছেন। অতি অল্প লোকে জানিল তাঁহার গুপ্ত হত্যা হইয়াছে। রাজমহিষী ও রাজভ্রাতৃগণও জানিলেন রাজা ভয়েই আত্মহত্যা করিয়াছেন।

রামদেব ফৌজদারের সঙ্গে রণাঙ্গনে আসিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছিল। সুতরাং এ কথা গোপন করিবার আর উপায় ছিল না। নলডাঙ্গা রাজ্যে প্রকাশ হইল যে রাজা শচীপতি রামদেবের বন্ধু। ফৌজদার নলডাঙ্গা রাজ্য আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই আয়োজন জন্যই তিনি মগ দমনের ভার রাজা শচীপতির স্কন্ধে অর্পণ

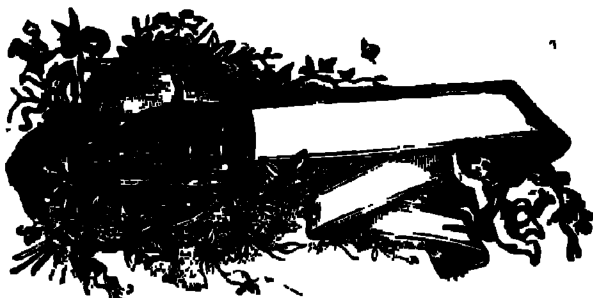
করিয়াছিলেন। শচীপতির যশ-জয়-বার্ত্তা বহন করিবার জন্য রামদেব দূতরূপে ভূষণায় প্রেরিত হন। ফৌজদার নলডাঙ্গা রাজ্যাভিমুখে আগমন করিতেছেন অবলোকনে রামদেব ফৌজদারের সঙ্গে এ রাজ্যে আসিয়াছিলেন। রামদেবের সদিচ্ছা যুদ্ধ নিবারণ ও সন্ধিস্থাপন। ফৌজদার উপায়ন ফেরত দিবার পর রাজা একদিন ফৌজদারের শিবিরে গমন করিলেই সন্ধি হইয়া যাইত। রামদেব ফৌজদারকে সন্ধি করিবার জন্য সম্মত করিয়াছিলেন। খণ্ড যুদ্ধের পর বড় যুদ্ধের আয়োজন হইলেও বড় যুদ্ধ আর হইত না। স্বয়ং রামদেব সন্ধি করিয়া দিয়া রুষ্ট ভ্রাতার অনুগ্রহ লাভ করিতেন। ফৌজদার যুদ্ধ ব্যয় ও কিছু রাজস্ব পাইলেই সন্ধি করিতেন। বাকী রাজস্ব পরবর্ত্তী দুই বৎসরে দিলেই চলিত। রামদেব ও ফৌজদারের দুই জন সৈনিক রাজশিবিরে আসিবার পথে উদয়নারায়ণ যে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশ হওয়ায় নলডাঙ্গা রাজ্যে আর রামদেবের শত্রু রহিল না ও কেহ রামদেবের প্রতি ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিল না।

গোল বাধিল মৃত রাজার মহিষীকে লইয়া। রাণী অনুমৃতা হইবার জন্য সজ্জিতা হইলেন। রামদেব ভ্রাতৃজায়ার পদধারণ পূর্ব্বক মানব জীবনের কর্ত্তব্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইলেন। তিনি অনেক সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন স্বার্থপর ললনাগণই সহমৃতা হইয়া থাকেন। স্বামী সুখে সুখিনী কেবল বামাকুলই এই কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। কেবল পতিসুখ লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে।

মানব মানবীগণ অশেষ কর্ত্তব্যের গুরুভার লইয়া দুর্লভ মানব-জীবন লাভ করিয়া থাকে। অনুমৃতা হইলে সে সকল কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্না কামিনীগণ আত্মহত্যা

করেন না। কর্ত্তব্য পালনে অশক্তা নারী অনুমৃতা হয়েন। কিন্তু কর্ত্তব্যকুশলা কুন্তী পঞ্চপাণ্ডবকে লালন পালন করিয়া অশেষ বিপদ তরঙ্গমালা অতিক্রম করতঃ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজচক্রবর্ত্তীর আসনে সমাসীন করিয়াছিলেন। বৈধব্য ক্লেশকর বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যের গুরুতার স্মরণ করিলে সে ক্লেশ অপসারিত হইয়া যায়। জীবের কল্যাণ সাধন করা, বিপন্নের উপকার করা, দীনের দুঃখমোচন করা, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ দূর করা, স্বদেশ স্বজাতির কল্যাণ সাধন করা প্রভৃতি মানব জীবনের অশেষ কর্ত্তব্য। অপূর্ণ-বয়স্কা রাণীর কোন কর্ত্তব্যই পালন করা হয় নাই। রাণীর পতি নাই বটে, দেবর আছেন। রাণীর পুত্র কন্যা নাই বটে, কিন্তু বৃদ্ধ জনক জননী আছেন। রাণীর রাজা নাই বটে, কিন্তু বিপদসঙ্কুল বিদ্রোহপূর্ণ রাজ্য আছে। দেবরগণকে সুপরামর্শ ও আশ্বাস দিয়া শোকাতুর পিতামাতাকে শুশ্রূষা করিয়া ও প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া রাণী অনেক কর্ত্তব্য ভার লঘু করিতে পারেন। রামদেব এইরূপ কত কথা বলিয়া রাণীকে বুঝাইলেন। সহমৃতা হওয়াও আত্মহত্যা। আত্মহত্যাও মহাপাপ। রাণী নিরস্ত হইলেন। রাজা উদয় নারায়ণের শব সৎকার করা হইল।

রাজা রামদেব সকলের প্রতি অতি সুব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি সুব্যবহারে ভ্রাতৃগণকে বাধ্য করিলেন। তিনি মিষ্টবাক্যে কর্ম্মচারী ও প্রজাগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। চারিদিক হইতে বৎসর ভাল হওয়ায় রাশী রাশী রাজকর আসিতে লাগিল। রাজা রামদেব অশৌচান্তে মহা সমারোহে মৃত রাজার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তিনি এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে অকাতরে ব্রহ্মত্তর দান করিলেন। রাজ্য মধ্যে রাজার ধন্য ধন্য নাম পড়িয়া গেল।



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্ধু দর্শনে।

মগগণ রাজা শচীপতির সহিত যুদ্ধে বড় বিধ্বস্ত হইয়াছে। বহু মগ-তরী জলমগ্ন হইয়াছে। বহু মগ যুদ্ধে হত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ অবশিষ্ট মগ সহ বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি শাক্যমুনির নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আর নিরীহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবেন না এবং কোন পল্লী বা জনপদ আক্রমণ করিবেন না। সহৃদয় শচীপতি মগনায়ক সিদ্ধার্থকে মুক্তি দিয়াছেন তিনি সদলে গৃহে যাত্রা করিয়াছেন। ভূষণার ফৌজদার আশানুরূপ শচীপতির শৌর্য্যে বীর্য্যে পরম পুলকিত হইয়াছেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া শচীপতিকে মজুমদার ও বীর বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। ফৌজদার প্রদত্ত মজুমদার

উপাধির কেলাত ও বীর বাহাদুর উপাধির অধিকার্য শচীপতির কালনার শিবিরে আসিয়াছে। রাজা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননকে ভূষণায় পাঠাইয়াছিলেন। রমানাথও কালনায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। শচীপতি সত্বর দেশে যাত্রা করিবেন।

নলডাঙ্গা রাজধানী হইতে শচীপতির শিবির পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাক বসান আছে। প্রতিদিন শচীপতীর সংবাদ রামদেব ও রামদেবের সংবাদ শচীপতি পাইতেছেন। রামদেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই এই ঘোড়ার ডাক বসান হইয়াছে। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন, ভজন ও ঝণ্টু যে রামদেবকে ঘৃণার চক্ষে দেখে সে ঘৃণা শচীপতি কিছুতেই দূর করিতে পারিলেন না। রামদেবের ফৌজদারের সহিত উদয় নারায়ণের সন্ধি করিবার সদিচ্ছা, উদয় নারায়ণের আত্মহত্যা, রামদেবের ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান অবস্থা, রাণীর সহমৃতা হইবার চেষ্টা, রাজ্যে শান্তি স্থাপন, মৃত রাজার সমারোহে শ্রাদ্ধ, রামদেবের ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ভাব ইত্যাদি সকল সংবাদ শচীপতি পাইয়াছেন। শচীপতি রামদেবকে সাধু সত্যবাদী ও সদাশয় বলিয়াই বিশ্বাস করেন। রমানাথ, ভজন ও ঝণ্টুর বিশ্বাস তদ্বিপরীত। রামদেব শচীপতিকে নলডাঙ্গা রাজধানীতে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। শচী এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন। রমানাথ, ভজন ও ঝণ্টুর নলডাঙ্গা যাওয়া হইবে না স্থির হইয়াছে।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে কালনা, লোহাগড়া ও নলদীর শিবির ভঙ্গ করা হইল। রমানাথ,ভজন ও ঝণ্টু এক পথে দেশে যাত্রা করিলেন। শচীপতি অবশিষ্ট সৈন্য সহ নলডাঙ্গার পথে দেশে যাইবেন স্থির হইল। শচীপতি নলডাঙ্গার নিকটস্থ প্রাঙ্গনে উপস্থিত। রাজা রামদেব অমাত্য-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে মহাসমারোহে প্রত্যুদ্গমন করিয়া

বন্ধুকে রাজধানীতে” লইয়া আসিলেন। রাজধানীর তোরণ পতাকা ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইল। বহু তোপধ্বনি হইল। বহু নহবদ্ বাজিল। বহু নর্ত্তকী ও গায়ক দল নৃত্য গীত করিল। রাজবাড়ী “ভূজ্যতাং দীয়তাং” শব্দে কয়েক দিন পূর্ণ রহিল। শচীপতি রাজ-অন্তঃপুরেও রাণীগণ কর্ত্তৃক আদৃতা হইলেন। রাণীগণ শচীপতিকে দেবর ভাবে সম্বোধন করিলেন। তাঁহারা দেবর রাজার নবোঢা সৌন্দর্য্যময়ী রাণীকে দেখাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন। শচীপতি সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

মিত্রতা বা বন্ধুত্ব সুখের খনি। মিত্রের পদ সকল স্বজনের উচ্চ পদ। শৈশবকালে মাতার চেয়ে দুর্লভ বস্তু আর নাই, যৌবনে সতী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় মনোরঞ্জন বস্তু জগতে দুর্লভ, প্রৌঢ়কালে ঐশ্বর্য্য ও কর্ত্তব্য লোকের প্রিয় বস্তু হইয়া উঠে এবং বার্দ্ধক্যে সন্তান সন্ততি অতি প্রিয় বস্তু হইয়া থাকে; কিন্তু বন্ধু বা মিত্র এ সকল কালেরই সমান আদরের ধন। এ ফুল ঋতু ফুল নহে, এ সর্ব্ব ঋতুর ফুল। এ ফুলের রূপ গন্ধ কখনও নষ্ট হয় না। এ ফুল প্রাতঃকালে বিকশিত হয় না এবং মধ্যাহ্নকালে শুকাইয়া যায় না। এ অম্লান কুসুম সকল সময়ে সমান। যে কথা মাতা, বনিতা, ভ্রাতা, তনয়, দুহিতাকে বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়, সে কথা আমরা অকৃত্রিম বন্ধুর নিকট অকপটে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। অকৃত্রিম বন্ধু সংসারে অতি বিরল। রামদেবের গৃহে বন্ধু শচীপতির অভ্যর্থনা হইয়া গেল। পান ভোজনের মহাধুম হইল। ঘোর আড়ম্বরে উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহিত হইল।

রামদেব বন্ধুকে বিদায় দিতে সম্মত হইতেছেন না। শ্বশুরের সম্পত্তি ও নিজের সম্পত্তি নুতন সম্পত্তি, দস্যুভয়ও দেশে অল্পদিন হইল প্রশমিত হইয়াছে, দস্যুভয় প্রশমিত হইলেও তদপেক্ষা ভীষণতর শত্রু বর্গী দেশে

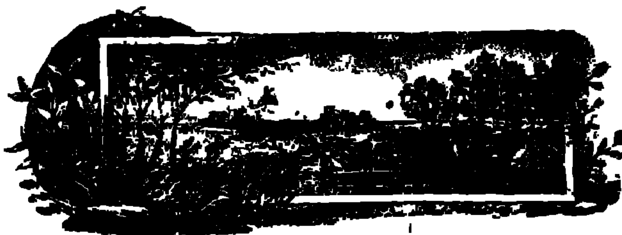
দেখা দিয়াছে, ইত্যাদি সত্য আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক শচীপতি স্বদেশে যাইবার অনুমতি চাহিতেছেন। বন্ধুর অনিচ্ছায় বন্ধুকে গৃহে রাখা অন্যায় বোধে রামদেব বন্ধুকে বিদায় দিতে সম্মত হইয়াছেন, নলডাঙ্গা রাজ্যের স্ত্রী পুরুষ সকলেই শচীপতিকে নলডাঙ্গা রাজ্যে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ভূষণার ফৌজদারেরও ইচ্ছা শচীপতি নিম্ন বঙ্গের এক জন জমিদার হয়েন।

এই সময়ে নিম্ন বঙ্গে পোর্ত্তুগীজ জলদস্যু ও মগগণের ভীষণ ভয়। বলেশ্বর, মধুমতি, চিত্রা, ভৈরব, নবগঙ্গা, প্রভৃতি নদীতীরবর্ত্তী প্রজাগণের কিছুমাত্র শান্তি সুখ নাই। দিনে কোন ভয় নাই, নদীতে কোন শত্রু তরী নাই। রজনী মধ্যে দূর দূরান্তর হইতে মগ বা পোর্ত্তুগীজ গ্রামে আসিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করিতেছে, গৃহসকল অগ্নিসাৎ করিতেছে ও নরনারী অপহরণ করিতেছে। রাজা রামদেব, রাজপুর ললনাগণ ও রাজ-অমাত্যগণ সকলেই শচীপতিকে এ দেশে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিতেছেন। শচীপতি বীর ও সাহসী যোদ্ধা। তিনি পরদুঃখকাতর ও কষ্টসহিষ্ণু। শচীপতীর ব্রত পরের কল্যাণসাধন। নিম্নবঙ্গের প্রজাপুঞ্জ বিপন্ন। শচীপতি রাঢ়দেশ যেরূপ শান্তিময় করিয়াছেন এ দেশে শান্তি স্থাপনও তাঁহার ব্রতের অঙ্গ।

রামদেব সাশ্রুনয়নে কাতরকণ্ঠে শচীপতিকে জানাইলেন, ফৌজদার গৃহের রাজকোষের সঞ্চিত সকল খরচ হইয়াছেন, এখনও নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব বাকী আছে। যে কিছু কর আশ্বিন কার্ত্তিকে সংগৃহিত হইয়াছে তাহাতে মৃত রাজার [illegible] ব্যয় সঙ্কুলান হয় নাই। তিনি যুদ্ধের ব্যয় নগদ টাকায় দিতে [illegible] অসমর্থ। তিনি নলডাঙ্গা রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ শচীপতিকে দিলেন। তিনি এখন হইতে এই রাজ্যে অবস্থিতি করুন। আর রাঢ় দেশের জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া সত্বর স্বপরিবারে এদেশে আসুন তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

সরলচিত্ত পরহিতব্রত শচীপতি রামদেবের কথা সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিলেন। তিনি এদেশের নরনারীর কথা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। নলডাঙ্গা রাজ্যের কতকাংশ লইয়া তিনি এ দেশে অবস্থিতি করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। বিদায়ের শুভ মুহূর্ত আসিল। সাশ্রুলোচনা রাজপুর ললনাগণ রাজ প্রাসাদের ছাদ হইতে লাল ও শ্বেত পুষ্প বর্ষণ করিল, রামদেব সাশ্রুলোচনে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া,শচীপতিকে বিদায় দিলেন। শচীপতি রামদেবের পদরজঃ গ্রহণে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বিদায় লইলেন। বীরভূমের শচীপতির রাজ্য হইতে নলডাঙ্গা রাজ্য পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাক রামদেবের অনুরোধে বসান থাকিল। বহু দিন গৃহত্যাগী শচীপতির সৈন্যগণ দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে ছুটিল। তাহারা পথিমধ্যে শিবির স্থাপনের অপেক্ষা করিল না। একে শরৎকাল, বাদল বৃষ্টি নাই,দ্বিতীয়তঃ শচীপতীর ডোম বাগদি ও সাঁওতাল জাতীয় সৈন্যগণ বৃক্ষমূলে রজনী যাপনে অভ্যস্ত ছিল।





অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

ঝণ্টু গৃহে।

"আরে গদার মা আরে রাম মাঝির বোহিন আরে তাজু বাচ্চু তোরা কইতে পারিছ, আমার কুলসুম কোথায় গেল রে"—ঝণ্টু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুলসুমকে অনুপস্থিত দর্শনে প্রতিবাসীগণকে ডাকিয়া এই প্রশ্ন করিল। প্রতিবাসী বাচ্চু তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করিল "আরে ভাইয়া ঝণ্টু! পূরব রাজ্যি হইতে তুই কবে ঘরে আইলিরে। কবে ঘরে আইলি। ক'টা লড়াই কত্তে করিলিরে, ক'টা লড়াই কত্তে করিলি। কুলছুম আজ তিন দিন তিন রাত ঘরে নাই। কুণ্ডলা গ্রামে রায় বাড়ীতে একটা বামুনের ছেলে কেটেছে। কুলছুম দাওয়াই পত্র দিতে গ্যাছে।

ঝণ্টু। অনেক লড়াই হয়ে গ্যাছেরে ভাই অনেক লড়াই হয়ে

গ্যাছে। আমি পরে কইবরে ভাই পরে কইব। সারাদিন কিছু খানা পিনা করি নাই।

তারু। আরে ভাইয়া তাইবের দুধের দহি, হরিণের মাংস আর গরম গরম ভাত খাইবি।

বল্টু। হাঁ খাইব।

বল্টু তারু বাবুর সহিত আহার করিতে গমন করিল। ইতিমধ্যে পরহিতব্রত কুসুম গৃহে আসিল। সে দ্বার খুলিল ও দীপ জ্বালিল। কুসুমও তিন দিন তিন রাত অন্নজল স্পর্শ করে নাই। সে সর্পদষ্ট ব্রাহ্মণের জীবন দান করিয়া আসিয়াছে। রাঢ় অঞ্চলের ডোম বাগদি ও সাঁওতাল জাতীয় নরনারীগণ সর্প দংশনের অনেক অব্যর্থ মহৌষধ জানিত। তাহারা সর্পদষ্ট ব্যক্তির কথা শুনিলেই ঔষধ দান করিত। তাহারা সুচিকিৎসার জন্য কোন পুরস্কার বা অর্থ লইত না; এমন কি সর্পদষ্ট ব্যক্তির গ্রামেও অন্নজল স্পর্শ করিত না। তিন দিন অভুক্ত কুসুম স্নান করিয়া আসিল। স্নানান্তে হবিষ্যান্ন পাক করিবার জন্য উঠাইয়া দিল এবং সে পূজা আহ্নিকে বসিল।

কুসুম পূজা আহ্নিক সারিয়া কালী কালী বলিয়া যেই চক্ষু মেলিয়া বসিল, তাহার সম্মুখে তাহার পরম দেবতা বল্টুকে দেখিতে পাইল। সে বল্টুর পদে লুণ্ঠিত হইল। সে রাজা শচীপতি ও ন্যায়পঞ্চাননের কুশল প্রশ্ন অগ্রে করিল। রাজাকে ফেলিয়া আসায় সে বল্টুর উপর আরক্তলোচন ঘুরাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেও ত্রুটী করিল না। সে ন্যায়পঞ্চাননকেও গালি দিল। সে বলিল, ঐ মিট্‌সে পণ্ডিত চন্দ্রাবলীর জন্য পাগল হয়ে, আর তুই মিন্‌সে এই পোড়ারমুখীর কথা মনে করে আমাদের সেই গুণী রাজাকে ফেলে ঘরে ছুটেছিস। বল দেখি কাল রাণীকে কেমন করে মুখ দেখাব?

ঝণ্টু লজ্জিত হইল। কুসুমের কোমল প্রাণে ব্যথা পাইয়া সত্য সত্যই কয়েক ফোঁটা অশ্রুপাত করিল। উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া কিছু কাল বসিয়া থাকিল। পরে কুসুম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল আজ আমার হরিষে বিষাদ।

কাতর কণ্ঠে "হুঁ" করিয়া পথশ্রান্ত ঝণ্টু চৌপায়ায় একেবারে টানটান হইয়া শুইয়া পড়িল। বসন্তের সকল উষাই কি মেঘশূন্য হইয়া থাকে? শরতের সকল পূর্ণিমার নিশিই কি দুর্য্যোগ বিহীন হয়? সকল সুন্দর পুষ্পই কি কীট দশন হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে?

রাজা শচীপতিও ত এক সপ্তাহ মধ্যে গৃহে আসিবে। এই সকল চিন্তা করিয়া ঝণ্টু ও কুসুমের মনের বেদনা একটু কমিল। কুসুম আহার সমাপন করিয়া আসিয়া বলিল, "চৌদ্দ পোয়া মানুষটা একেবারে যে পাঁচ হাত হয়ে শুয়ে পড়েছে?"

ঝণ্টু। তোমার লজ্জার চাপে আমি লম্বা হয়ে পড়েছি।

বহু দিন পরে প্রকৃত প্রণয়ীযুগলের মিলন। এ মিলন অঙ্গহীন তাই উভয়ের মনে মধ্যে মধ্যে ক্লেশ কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে। মিলন-কণ্টকিত হইলেও সন্তোষবিহীন নহে। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া সন্তুষ্ট। উভয়ের মনে সন্তোষ পারাবার উচ্ছ্বসিত। কুমারিকায় রামেশ্বর সেতুবন্ধ আছে তাই কি ভারত্য সমুদ্রে জোয়ারের উচ্ছ্বাস নাই? গুজরাট প্রদেশ ও ইটালি দেশ আরব ও ভূমধ্যসাগরের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছে, তাই কি আরব ও ভূমধ্য সাগরে জোয়ার প্রভাব নাই? মুক্তকেশা কুসুম ঝণ্টুর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাথার কেশ টোয়াইতে টোয়াইতে ধীরে ধীরে কথা আরম্ভ করিল। ঝণ্টু লজ্জিত ভাবে ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিল, ক্রমে আনন্দ পয়োধি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রকৃত প্রণয়ীযুগলের মিলন কি আনন্দ

পারাবার? স্তিমিত প্রদীপ যেন কুটীর আলোকিত করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কুটীর যেন পুলকে হাঁসিতে লাগিল। শরতানিল সানন্দে কুসুমের পুষ্পোদ্যান হইতে সুবাস আনিয়া ডালি দিতে লাগিল। ম্লান ভাবে কুসুমও একটু হাসিল। যেমন শরৎকালে ঝণ্টু কুসুমের মিলন হইল, মিলনটাও সেইরূপ সুখদুঃখময় হইল। শরতে যেমন এই উজ্জ্বল রবিকর মুহূর্ত্তেই ঝঞ্ঝা বায়ুর সহিত মেঘগর্জ্জন ও বারিপাত। এই তারকাবেষ্টিত উজ্জ্বল শশাঙ্ক, এই বিদ্যুৎস্ফুরিত ঘন ঘটায় গগনতল সমাচ্ছন্ন। এই অপরাহ্নের অস্তগমনোদ্যত রক্তরাগ-রঞ্জিত তপন কিরণ, এই জলদ পটলের ভীষণ জীমূত গর্জ্জন। দম্পতির মিলনটা অনেকাংশে এইরূপ হইল। সন্তোষ দুঃখ জড়িত হইল।

ঝণ্টু কুসুম প্রভুভক্ত তাই তাহারা এই সুখের দিনেও অসুখী। ধন্য ঝণ্টু কুসুমের প্রভুভক্তি। সংসারে প্রভু, ভৃত্য, রাজা, প্রজা, অনেক আছে। কয়জন প্রভু, কয়জন রাজা, প্রজা বা ভৃত্যের দুঃখে দুঃখিত? পক্ষান্তরে কয়েকজন প্রজা, কয়েকজন ভৃত্য, রাজা বা প্রভুর দুঃখে দুঃখিত? যে গৃহে প্রভু ভৃত্যের মধ্যে সহানুভূতি আছে, প্রজা মনিবের মধ্যে সমদুঃখ কাতরতা আছে, সেই গৃহ পবিত্র সুখময় এবং সেই দেশ শক্তিপূর্ণ শান্তিময়। সেই গৃহস্বামীর অভাব থাকিলেও অভাব নাই। সেই রাজা দীন হইলেও পরম ধনী। ধন্য ক্ষুদ্র রাজা শচীপতি! ধন্য ক্ষুদ্র প্রজা ঝণ্টু কুসুম।





ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃস্বপ্ন দর্শন।

ভজন ও ঝণ্টু শচীপতির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের সহিত এক এক সহস্র সৈন্য আছে। উহার কোন সৈন্য রাজার বিনা অনুমতিতে স্বগৃহে যাইতেছে না। শচীপতি বিদেশ গমনকালে তাঁহার বাটীতে শত প্রহরী রাখিয়া গিয়াছেন। বিপদ উপস্থিত হইলে নাগরা ধ্বনিতে ও বিপদবংশী বাদনে দুই সহস্র সৈন্য সমবেত হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শচীপতির দেওয়ান বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও প্রভুভক্ত। তিনি সমাদরে ভজন ও ঝণ্টুকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা রাজধানীতে যথেচ্ছ পানভোজন করিতেছে, আমোদ উৎসব করিতেছে, কিন্তু রাজা গৃহে প্রত্যাগত না হইলে জয়োল্লাস পূর্ণ মাত্রায় হইবে না। সকলেই ব্যগ্র চিত্তে রাজ আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

চন্দ্রমুখী ও কুসুম সলজ্জভাবে ও ম্লান মুখে রাণীর নিকট আসিতেছেন, কিন্তু রাণী ভুবনেশ্বরী রমানাথ ও ঝণ্টুর দেশে আগমনে পরম সুখী

হইয়াছেন। রাণী প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখি, কুসুম, ন্যায়পঞ্চানন আর ঝণ্টু তোমাদের জন্ত এনেছেন কি?" চন্দ্র ও কুসুম সমস্বরে উত্তর করিল, "এনেছে পোড়া মুখ।"

রাণী। মুখ পুড়িল কিসে?

চ+কু। লজ্জায়।

রাণী। আচ্ছা ন্যায়পঞ্চানন আর ঝণ্টু রাজা রামদেবের রাজধানীতে গেলেন না কেন?

চ। তাও কি শুনতে চাও, সখি? ন্যায়পঞ্চানন আর ঝণ্টু এক প্রকৃতির লোক। ইহারা গুণের গোলাম, দোষের পরম শত্রু। ইহারা কেহ রামদেবকে ভাল চোখে দেখেন না। একদিন নাকি রামদেবে আর ন্যায়পঞ্চাননে ঝগড়া বাঁধ্‌বার উপক্রম হ'য়েছিল। ভজন, ঝণ্টু পঞ্চাননের পক্ষে ছিল।

রাণী। বিশেষ ক'রে না জেনে শুনে কাহাকেও মন্দ লোক মনে ক'রতে নাই। রামদেব ব্রাহ্মণ রাজকুমার, তিনি সুশিক্ষিত এবং সুসভ্য সমাজের লোক তাঁহার প্রতি সহসা দোষারোপ করা যায় না।

কু। যাউক। সে সব কথায় কাজ নাই। আমি যা ব'লতে এসেছি তাই শুন। তোমরা বল ডান হাত নাচা ও ডান চোক নাচা অমঙ্গলের কথা। আজ তিন দিন আমার ডান চো'ক ও ডান হাত নাচ্‌ছে। আজ প্রভাতে যে স্বপ্ন দেখেছি তাতে আর আমার মনের শান্তি নাই। প্রভাতে স্বপন দেখ্‌লাম "দক্ষিণ দিক্ হ'তে এক উচ্চ আগুন শিখা রাজধানীর দিকে আস্‌ছে যে দিক দিয়ে সেই আগুন শিখা আস্‌ছে সে দিক দিয়ে সব পুড়ে ছাই হ'চ্ছে। সেই আগুন রাজবাড়ী ধরধর করল। আমার সরদার সেই আগুনে লাফ্‌দিয়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রে পুড়ে ম'ল।" এই স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'টো কাক আমার ঘরের

বটকার ব’সে বিকট রবে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চন্দ্রমুখী বলিলেন, “আমিও আজ উপর্য্যুপরি তিন রাত দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি। প্রথম রাত্রে দেখ্‌লাম, নির্ম্মল আকাশ। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। অকস্মাৎ আকাশ অন্ধকার হ’ল। শত শত উল্কা পড়্‌তে লাগ্‌ল। দ্বিতীয় রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, আকাশে কাল মেঘ। মেঘে বিদ্যুৎ খেলা ও বজ্রের ধ্বনি নাই। কেবল বিষম ঝড় উঠ্‌ল। ঝড়ে কত গাছপালা ভেঙ্গে ফেল্‌ল। গত রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, দক্ষিণ কি পশ্চিম দিক হ’তে ঘূর্ণিবায়ু উঠে এল। গ্রাম, নগর, বন, ভেঙ্গে ফেল্‌ল। আমাদের বাড়ী ঘর ও যায় যায় হ’ল।”

রা। তোমরা স্বপ্ন দেখছ বটে, আমি স্বপ্ন দেখি নাই। আমি নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখেছি। বহু কাক ঊর্দ্ধ মুখো হ’য়ে ডাকছে। দলে দলে শকুন উড়্‌ছে। পেচকগণ বিকট রব ক’র্‌ছে। আমার বোধ হ’চ্ছে যেন ভূমিকম্পে সব নাচ্‌ছে।

নারীমহলে যেরূপ কুস্বপ্ন ও কুলক্ষণের কথা বলা হইল, পুরুষ-মহলেও তেমনি শচীপতির দেওয়ান, পঞ্চানন, ভজন ও ঝণ্টু প্রভৃতি কুস্বপ্ন ও কুলক্ষণের কথা উঠাইলেন। অধুনা সুসভ্য দিনে কুস্বপ্ন ও কুলক্ষণকে আমরা বড় আমল দেই না। সেই অসভ্যতার দিনে সে সকলের প্রাধান্য ছিল। মুখে আমরা আস্তিক নাস্তিক সুসভ্য অসভ্য কতই হই। কার্য্যতঃ নির্ভয় হৃদয় কাহারও নয়। এখন সন্দেহের সহিত ভয় করি, পূর্ব্বের লোকে নিঃসন্দেহে ভয় করিতেন। শাস্ত্রে কুস্বপ্ন ও কুলক্ষণের প্রতিকার করিবার বিধান আছে। দেওয়ান পঞ্চানন, ভজন, ঝণ্টু প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় রহিলেন না।

নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রজা সৈনিকগণকে সংবাদ দেওয়া হইল।

গ্রাম হইতে হাজার সৈনিক সংগ্রহ করা হইল। আর এক সহস্র সৈনিককে সজ্জিত ও সতর্ক থাকিতে বলা হইল। ভজন ও ঝণ্টুর সহিত আগত দুই সহস্র সৈন্য রাজবাটী রক্ষা করিতে লাগিল। অবশিষ্ট সজ্জিত থাকিল। আয়ুধ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইল। রজনী এক প্রহর অস্তে দেওয়ান, ভজন, ক্লারপঞ্চানন, ঝণ্টু রাজপ্রাসাদের উচ্চ ছাদে আরোহণ করিলেন। দেওয়ান উত্তর দিকে, ভজন পশ্চিম দিকে ও ঝণ্টু দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহারা একবার বসিয়া একবার দাঁড়াইয়া ঐ সকল দিক হইতে কোন শত্রু আসে কিনা দেখিতে লাগিলেন।

বিপদ তুই চোর না দস্যু? তুমি চুপে চুপে আসিয়া হঠাৎ নরশিরে আপতিত হও, না সংবাদ দিয়া সকল বলে আসিয়া মানবকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ কর? বিপদ তুমি যাই হও, মানব মন সর্ব্বজ্ঞ। মানব মন বিপদ সম্পদ অগ্রেই বুঝিতে পারে। মন ঐশিক বস্তু, ইহাতে ঐশিক গুণ কিছু কিছু আছে।

সম্পদ বা কোন কল্যাণ বা হিত অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে মন যেন আপনা আপনি প্রফুল্ল হয়। চারিদিকে সুলক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। বিপদের পূর্ব্বে মন আপনা আপনি ভীত, দুঃখিত ও ব্যস্ত হয় এবং কুলক্ষণ সকল চতুর্দ্দিকেই দৃষ্ট হয়। পাঠক! আমার এ কথা যদি অবিশ্বাস করেন তবে আপনার গতজীবন স্মরণ করুন। গত জীবনে যদি কিছু মনে করিতে না পারেন, এখন হইতে এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করুন। কথা আছে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ত্রিকালজ্ঞ। আমরা এ কথা সহসা বিশ্বাস করি না। আমিত মনে করি, মানব শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে, মানব ত্রিকালজ্ঞ কেন সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে।



ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্মুখ যুদ্ধে।

রাজবাড়ীর ঘড়িতে দ্বিপ্রহর বাজিল। অষ্টমীর চন্দ্র অস্তমিত হইলেন। পেচক শীকার অন্বেষণে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। বাদুড় পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক চিঁ চিঁ করিয়া ডাকিয়া আহার সন্ধানে ছুটিতে লাগিল। পতঙ্গরূপী উজ্জ্বলশীল পত্র চর্ম্মচটিকা উড়িয়া উড়িয়া ক্ষুদ্রতর জীব হননে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ ষণ্ড ব্যস্ততার সহিত বলিল, "দেওয়ানজি! ভাই পঞ্চানন মহাশয় ও ভজন সর্দ্দার! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ যে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বহু দূরে বর্গি দেখা দিয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বে বহু সৈন্য মশাল জ্বালিয়া এদিকে আস্‌ছে। আর বিলম্ব সহেনা। ঐ মাঠের মধ্যেই উহাদিগকে আক্রমণ কর্‌তে হবে।"

সবিস্ময়ে সকলে সেইদিকে দৃষ্টি করিলেন। সকলেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তখন রাজবাড়ীতে "সাজ সাজ" শব্দ পড়িয়া গেল। অসংখ্য আলোক জ্বলিল। ভজন ও ঝণ্টু দুই সহস্র সৈন্ত লইয়া বিপক্ষসৈন্ত আক্রমণ করিতে চলিল। গ্রাম্য সহস্র সুসজ্জিত সৈন্ত রাজধানী রক্ষা করিতে লাগিল। গ্রাম্য অন্ত সহস্র সৈন্ত আসিলেই তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে। গ্রামে সৈনিক আহ্বানে বংশী ও নাগরা ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজ-কুল-ললনাগণের পলায়নপথ মুক্ত করিয়া রাখা হইল। রাজকোষের অর্থ রাজপুর পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বিষম গণ্ডগোল উঠিল। মাবাদন প্রাসাদতলছাতে উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। রাজপুরীতে ভয়বিহ্বলা প্রাণভীতা রমণী কেহ ছিলেন না। চন্দ্রমুখী, কুসুম, ভুবনেশ্বরী, হরিমতি প্রভৃতি কেহই বিপদে হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিবার লোক ছিলেন না।

ভজন সর্দ্দার পূর্ব্ব দিক ও ঝণ্টু সর্দ্দার উত্তর দিক দিয়া বর্গিসৈন্ত আক্রমণ করিল। গ্রামের সহস্র সৈন্ত রাজবাটীতে আসিল। রাজবাটীর সুসজ্জিত সহস্র সৈন্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভজন ও ঝণ্টুর সহিত যোগ দিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধরত অশ্বের ক্ষুরধ্বনি ও হ্রেষা, কামান বন্দুকের গর্জ্জন, অসির ঝন্ঝনা, শরের শন্শনি শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। কখন বেগবান বর্গিদল হটিতে লাগিল, কখন বা বেগবান বাঙ্গালীসৈন্ত পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। বর্গিগণ খুব শিক্ষিত যোদ্ধা এবং তাহাদিগের অশ্বসকল দ্রুতগামী। বর্গিগণের অস্ত্রশস্ত্র বাঙ্গালীগণের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। ভজন ও ঝণ্টুর প্রাণপণ যত্নেও বর্গির গতি রোধ করা কঠিন হইল। বাঙ্গালী সৈন্ত পলায়নের উদ্যোগী হইল।

ধন্য বীর ঝণ্টু ধন্য! ধন্য রাজভক্ত ধন্য! ঝণ্টু অশ্বরশ্মি ধারণ

পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "ভাইসকল জন্মিলে মরণ নিশ্চয়। একদিন না একদিন মরিব। দেশবৈরী রাজবৈরী বর্গি দস্যুর গতি রোধ করিয়া দেশের ধন, দেশের বামাকুল, দেশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিব।"

ঝণ্টুর সহস্র অনুচর সমস্বরে বলিল, "তাই হ'ক।"

এই শব্দ উচ্চারিত হইতে না হইতে ঝণ্টুর সহস্র অনুচর সমরানলে লম্ফপ্রদান করিল। তাহারা কামানের গোলা, বন্দুকের গুলি, অসির সুধার, বর্শার সুতীক্ষ্ণ ফলক ও তীরের সূক্ষ্মাগ্র আর ভয় করিল না, বহু বাঙ্গালী সৈন্য হত হইল। তথাপি ঝণ্টু প্রমুখ আট শত বাঙ্গালী বীর বর্গি চক্রব্যূহে প্রবেশ করিল। তাহারা কদলী তরুর ন্যায় বর্গি কাটিতে লাগিল। তুমুল অসিযুদ্ধ ও ধনুর যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী বর্গি অপেক্ষা ন্যূন নহে। রুধিরপ্লাবিতদেহ ঝণ্টু আজ কালান্তক যমের ন্যায় বর্গি হনন করিতে লাগিল। ভজন বর্গির গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তুমুল বিস্ময়কর যুদ্ধ।

যখন অসি ও ধনুর যুদ্ধ বাধিল তখন কামান ও বন্দুক পড়িয়া রহিল। রণাঙ্গণ ধূমশূন্য হইল। উভয় পক্ষের আলোকে দিনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঝণ্টুর অসাধারণ দুঃসাহসিক যুদ্ধে রাণী, চন্দ্রমুখী ও হরিমতী হাহাকার করিতে লাগিলেন। কুসুমের আনন্দের সীমা নাই। কুসুম যেন আত্মহারা হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগল, "ভাল কাজ করিছ ছর্দার! ভাল কাজ করিছ! লোকে একদিনই ম'রে। শত্রু মারিয়া, বৈরী মারিয়া, দস্যু মারিয়া, দেশ ধন, মান রক্ষা করিয়া ম'র। রাজধানী ও রাণী রক্ষা করিয়া ম'র। এ মরণে বাহাদুরী আছে। এ ম'রণে পুণ্য প্রতিষ্ঠা আছে।"

যুদ্ধ দেড় প্রহরের অধিক কাল হইয়াছে। বর্গিদল পলায়নের পথ

সন্ধান করিতেছে। বণ্টু বর্গিব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। বর্গি-ব্যূহের মধ্যে বিস্তীর্ণ রুধিররঞ্জিত রণক্ষেত্রে বর্গিব্যূহের প্রসার বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে লাগিল।

প্রভাতী পবন জাগ্রত হইয়া হস্তপদ সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভাট বিহগপুঞ্জ কাকলী রবে স্তুতিগান করিতে লাগিল। কুসুম-তরু ও লতাবধূগণ তাঁহার পায়ে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রাজা শচীপতি দ্রুতবেগে সসৈন্যে আসিয়া ভজনের সহিত যোগদান করিলেন। বর্গিগণ বিষম প্রমাদ মনে করিয়া "হর হর বম্ বম্, হর হর বম্ বম্ মহাদেও" রব করিয়া পশ্চিম দক্ষিণ দিকে নক্ষত্রগতিতে পলায়নপর হইল। ভজন ও শচীপতি পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বর্গি-অশ্ব পলায়নে অদ্বিতীয়। শচীপতি ও ভজন পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শচীপতি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন। তাঁহার প্রিয় সর্দ্দার বণ্টুর হৃদয়ে এক বর্গি-বর্শা আমূল বিদ্ধ হইয়াছে। বণ্টু সর্দ্দার গতাসু হইয়াছে। তাহার বিশ্বস্ত অশ্ব তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে। বহু বাঙ্গালী ও বর্গি সৈন্য হত হইয়াছে। বহু হতাহত অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া আছে।

শচীপতি অশ্ব হইতে লম্ফপ্রদানে ভূমে অবতরণ করিলেন। তিনি রুধিরসিক্ত কর্দ্দমাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি বণ্টুর মৃতদেহ স্বীয় উরুদেশে টানিয়া লইলেন কিন্তু সেই প্রকাণ্ড বর্শা বণ্টুর বক্ষস্থল হইতে উঠাইলেন না। রাজা বলিলেন, "ভাই বণ্টু! উঠ, উঠ! আমার সঙ্গে কথা বল! আমি যে তোমাদের প্রিয় রাজা! এক সঙ্গে ভাই দস্যু দলন করেছি। এক সঙ্গে শিকার করেছি। এক সঙ্গে ত্রিবেণীর যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছি। একসঙ্গে সেই সুদূর পূর্ব্বদেশে মগজয় করেছি। আজ

ভাই আমায় ফেলে কেন চলে গেলে? এক সঙ্গে আসি নাই—তাই? তাই কি রাগ ক'রেছ? রামদেবের রাজধানীতে গিয়েছিলেম, তাই কি আমার মুখ আর দেখ্‌বে না? চোখ মেল ভাই! চোখ মেল। কুসুমের যে কেউ নাইরে ভাই! কুসুম যে পতিপ্রাণা পাগলী। পাগলীকে কেমন করে বুঝাব? এই কি ভাই দেশের কাজ, পরোপকারের কাজ, সারা হলো ভাই? ডাকাত কি দেশে আর নাই? বর্গি মগ কি আর আসিবে না? তুমি মূর্ত্তিমান কর্ত্তব্য পুরুষ। তুমি কর্ত্তব্য শেষ না ক'রে আমায় ফেলে কেন যাও? সংসারের কোন্ আশা তোমার তৃপ্ত হ'য়েছে? যৌবনে পদার্পণ ক'রেই ত যুদ্ধবিগ্রহে কালাতি-পাত ক'র্‌ছ। তোমার সোনার কুসুমের দিকে চাও নাই। ভাল একখানি কুটীর বাঁধ নাই, এমন কি ভাল ক'রে একদিন খাও নাই। এস ভাই মগজয়ের বর্গিজয়ের জয়োল্লাস করি। তুমি আমার বাম হাত রে ভা তুমি আমার বাম হাত! আমায় ছেড়ে আমায় ডানা ভাঙ্গা করিস্‌নে ভাই! অনেক কাজ বাকী আছে—অনেক যুদ্ধ বাকী আছে।"

যৎকালে রাজা শচীপতি রায় মজুমদার বীর বাহাদুর এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন, তৎকালে কর্ম্মবীর ভজন গভীর গর্ত্ত করিয়া মৃত অশ্বাদি ভূগর্ভে প্রোথিত করিতেছিলেন। আহত বর্গি ও রাজ-সৈন্যকে রাজধানীতে পাঠাইতেছিলেন, মৃত বর্গিসৈন্যগণের সৎকার করিতেছিলেন, এবং বাঙ্গালী মৃত সৈন্যগণকে সৎকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে ছিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া ভজন সামরিক বাদ্য ও সুসজ্জিত মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও সৈন্যদল সহ একখানি পুষ্প, পুষ্পমাল্য, পতাকায় সজ্জিত চৌপায়া লইয়া রাজার নিকট আসিল এবং বলিল "আরে রাজা! তুই কিছের দুঃখ করিছ? হামি মরিব, তুই মরিবি, সকলে মরিবে, মরিতেই ত এখানে আসা। কণ্টুর মত ক'জন মরিতে পারে?

ঝণ্টুর মরণে ঝণ্টুর উপর আমার ঈর্ষা হ'চ্ছে। আমি ঝণ্টুর মত মরিলে আমার কোন দুঃখ ছিল না। ঝণ্টু দেহছত্র বর্গি মারিয়া, রাজধানী রক্ষা করিয়া, বুদ্ধ বাজনা শুনতে শুনতে মুখে, 'জয় কালী,' বলতে বলতে মরেছে। সে এতক্ষণ স্বরগে গিয়া রাজা বা দেবতা হ'য়েছে। চল্ আর দুখ্ করিছ না।"

এই কথা বলিয়া ভজন ঝণ্টুর শব চৌপায়ায় উঠাইয়া লইয়া বাদ্যোদ্যোমের মধ্যে রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। রাজার ইচ্ছানুসারে রাজবাড়ীর দক্ষিণদিকস্থ দীর্ঘিকার পশ্চিম পাড়ভিতে ঝণ্টুর শব সৎকার করা হইবে স্থিরীকৃত হইল। পরম সৌন্দর্য্যময়ী দেবপ্রতিমা কুসুম রক্তবাসপরিধান করতঃ ফুলসাজে সাজিয়া, ললাট সিঁন্দুর রাগে রঞ্জিত করিয়া, জানুচুম্বিত কুন্তলরাজিতে জবাফুল বাঁধিয়া, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করতঃ সহমরণের নিমিত্ত ঝণ্টুর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে রাজা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ভজন বলিল, "আরে কুলচুম মাই! তুই কি কাম করছিছ্? ডোম বাগদী ছহমরণে যায় না। ছহমরণে যায় বৈভি, বামন, কায়েত। ঝণ্টুর কাম ফুরিয়েছে।"

চিতা রচিত হইল। ঝণ্টুর শব তাহাতে স্থাপন করা লইল। কুসুম চিতা আরোহণ করিবার জন্ত এক পদ চিতায় উঠাইয়া দিল। এমন সময় কৃষ্ণানন্দ স্বামী দৌড়াইয়া আসিয়া কুসুমের দক্ষিণ হস্তধারণপূর্ব্বক সরাইয়া লইয়া চিতা হইতে দূরে আনিলেন এবং বলিলেন, "কুসুম! আমি তোমার গুরু। আমার বাক্য শুন। সহমরণের সময় উপস্থিত হয় নাই। এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম ক'রতে এসেছ। তোমার কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। তোমার কর্ম্ম শেষ করে তুমি যথাস্থানে চ'লে যেতে পারবে।"

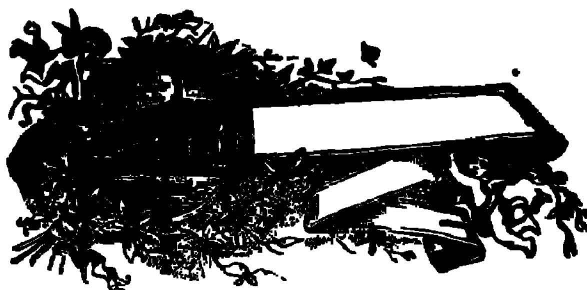
এই বলিয়া স্বামীজি বাম হস্তে একটি ফুল কুসুমের নাকের নিকট

ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে কুসুমের মাথার উপর কি মন্ত্র যপ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে কুসুম কাঁপিয়া কাঁপিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কৃষ্ণানন্দ ঝণ্টুর শব সৎকার করিবার অনুমতি দিয়া কুসুমকে লইয়া তাহার কুটিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঝণ্টুর চিতা জ্বলিয়া উঠিল। অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্বার্থত্যাগী মহাবীর ঝণ্টুর বীরদেহ ভস্মে পরিণত হইল
গান গীত হইতে লাগিল। ঝণ্টুর স্বজাতীয় রমণীগণও গীত গাহিতে আসিয়া ঝণ্টুর চিতানলে শ্বেত পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিল।

(ষড় রিপুর আধার মানব। মানুষের পরিণাম দেখ। রজনীর শেষভাগে যে ঝণ্টুর বীরদর্পে মেদিনী কম্পমান, প্রাতে সেই ঝণ্টু ভস্মরাশি। তুমি যে আমার আমার মিছা ধনের গর্ব্ব, বিদ্যার দম্ভ, মিছা রূপের গৌরব করিতেছে, তাহা আজ আছে কাল' নাই। সব অসার। সব মিছা। মহামায়ার মুগ্ধ হ'য়ে শেষের দিন বিস্মৃত হ'য়ে কি কুকর্ম্ম না করিতেছ? অসত্য কথন, পরস্ব হরণ, পর পীড়ন, সর্ব্বগর্হিতাচরণ আমি তুমি কি না করিতেছি। মরিব নিশ্চয় তবে এ সব কেন? বড় যত্নের যে দেহ তারও ত পরিণাম ভস্মরাশি। মানব যদি ধর্ম্মপথে থাকিতে চাও, তবে দিনান্তে একবার শেষ দিনের কথা স্মরণ কর। অকূলের কাণ্ডারী বিপদবান্ধব হরির পদ স্মরণ কর।)





একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তি কোথায় ?

ঝাণ্টুর শব সৎকার করিয়া রাজা শচীপতি প্রাসাদে আসিয়াছেন। তিনি যারপরনাই শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। প্রাচীন দেওয়ান, রাজ আত্মীয়গণ, রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন, ভজন, নান্টু, পেন্টু, কালু, মালু সকলেই অনেক সময় রাজার নিকটে থাকিতেছেন। রাণী ভুবনেশ্বরী, পণ্ডিতপত্নী চন্দ্রমুখী, হরিমতী প্রভৃতি ললনাগণও যারপরনাই শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। কাহারও কোন সান্ত্বনা বাক্যে রাজার চিত্ত স্থির হইতেছে না। কৃষ্ণানন্দ স্বামীও মধ্যে মধ্যে রাজার নিকট আসিতেছেন। রাজা নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। তিনি অনেক সময়ে স্বজনগণে পরিবেষ্টিত থাকিতে ইচ্ছা করেন না। রাজা সকালে বিকালে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর নিকট থাকিতে ভালবাসেন। কৃষ্ণানন্দ রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন।

এই শোকের উপর রাজ পরিবারে ও সৈন্যগণে অপর একটী দুঃখের কারণ হইয়াছে। কুসুম পাগলিনী হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ স্বামী বলিয়াছেন এ উন্মত্ততা আরোগ্য হইবার নহে। কৃষ্ণানন্দের ভ্রমে এ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি কুসুমকে যোগিনী করিতে চাহিয়াছিলেন। কুসুম সে কাজের যোগ্য কি অযোগ্য তিনি তাহা পরীক্ষা করেন নাই। মন বিশেষে যাহা সুধা, পৃথক মনে তাহা গরল। যোগিনী মন্ত্র কুসুমকে পাগল করিয়াছে। রাজা অতিকষ্টে কুসুমের সহিত দেখা করিতেও পারেন না।

একদিন অপরাহ্নে রাজা শচীপতি রাণী ও রাজপুরললনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন। তাঁহারা বল্টুর বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের গল্প করিতেছেন, এমন সময় যোগিনী বেশধারিণী কুসুম আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে গৈরিক বসন, অঙ্গে রুদ্রাক্ষ মালা। কুসুম আপনা আপনি ফুল সাজে সাজিয়াছে, সে ললাট সিঁদুর রাগে রঞ্জিত করিয়াছে ও এক সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল করে ধারণ করিয়াছে। সে প্রায় কবিতার কথা বলে। সে রাজঅন্তঃপুরে আসিয়া হো হো করিয়া হাসিল এবং বলিল ঃ—

আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী।
বল্টুর গৃহিণী আমি, এখন রাজরাণী॥
রাজা শচীপতি রায় মোর পতি হয়।
রাণী মাগী বলি খাটি স্বপত্নী নিশ্চয়॥
দোঁহে রব এক ঘরে শোব এক খাটে।
ল'ড়ব যেয়ে ল'ড়ব যেয়ে লড়ায়ের মাঠে॥
যতনে পতি রতনে রেখে দিব ঘরে।
যুদ্ধে যেতে দিবনাক বড় বর্গী ডরে॥

রাণী ভুবনেশ্বরী সজল নয়নে বলিলেন, "রাণী দিদি কিছু খাবে?" রাজা শচীপতি অশ্রুজল মুছিয়া কহিলেন, "রাজ রাজেশ্বরী রাণী কুসুম কুমারী ব'স, বিশ্রাম কর, কিছু খাও।"

কুসুম আবার বলিতে লাগিল :—

গুরুর নিকটে আমি পেয়েছি সুশিক্ষা।
খাবনা পরের ঘরে ক'রে কভু ভিক্ষা ॥
কর্ম্ম হেতু কর্ম্ম ক্ষেত্রে আসে সর্ব্বজন।
সম্মুখে র'য়েছে মোর কর্ম্ম অগণন ॥
তুমি কাটি শস্ত করি স্বহস্তে বপন।
করিব শস্তের খাদ্য রন্ধন ভোজন ॥
অথবা বনের ফল পড়িলে পাকিয়ে।
তাই তুলে খাব আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ॥

রাণী। তুমি রাণী, আমি তোমার ছোট বোন। এ বাড়ী তোমার। এ ঘর তোমার। এ রাজ্য তোমার। তোমার নিজের দ্রব্য তুমি খাও।

কুসুম আবার বলিল :—

মুই মোর নয় এই কথা অতি খাটি।
পর দ্রব্য খায় যেই, সেই খায় মাটি ॥
ভুলকথা আর কভু বলনা আমার।
আমি ধরি রাণী দিদি তোর দুটী পায় ॥
এই রাজা রাজ্যেশ্বর দুটী অন্ন খায়।
রাজ্যতরে খেটে খেটে যায় মরে' যায় ॥
রাজকর্ম্ম রাজধর্ম্ম কিছু নাহি জানি।
কেমনে রাজার ঘরে খাইব আপনি ॥

রাজা ও রাজকুললনাগণ দেখিলেন, কুসুম পাগলিনী হইলেও

তাহার কোন কোন জ্ঞান আছে। সে তাহার গুরুর শিক্ষা ভুলে নাই। রাজা রাণী তাহাকে অনেক কথা বলিলেন। তাহাকে বেশী কথা বলিলে কেবল নাচিয়া গাহিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে।

রাজা, ডজন, লাণ্টু পেণ্টু দিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ বহুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহারা বিদায় কালে প্রকাশ করিয়া গেল, রাজার আহ্বান মাত্র তাহারা আসিয়া রাজধানীতে উপনীত হইবে। শান্তিলাভের আশায় রাজা রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঝণ্টু সর্দ্দারের দগ্ধাবশেষ ভস্মরাশির উপর এক জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি শ্বশুরের ও স্বীয় জমিদারীর কাগজ পত্র দেখিলেন। তিনি দেখিলেন দুই প্রাচীন সুযোগ্য দেওয়ান জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাঁহার রাজকোষে কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছে। তিনি কার্য্য পাইলেন না এবং তাঁহার চিত্তে শান্তিও আসিল না। তিনি ঝণ্টু সর্দ্দারের পারলৌকিক শুভ কামনায় নানা সম্প্রদায়ের লোক দিগকে ভোজন করাইলেন। সে কার্য্য দুই চারি দিন মধ্যেই হইয়া গেল পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বীরভূম হইতে নলডাঙ্গা রাজধানী পর্য্যন্ত যে ঘোড়ার ডাক বসান হইয়াছিল, তাহা রহিত করা হয় নাই। রাজা রামদেব বর্গির আক্রমণ ও ঝণ্টুর মৃত্যু সংবাদ ও তজ্জনিত রাজার শোকসংবাদ পাইলেন। তিনি পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়া সপরিবারে রাজা শচীপতিকে মগ পর্ত্তুগীজ সঙ্কুল নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন।

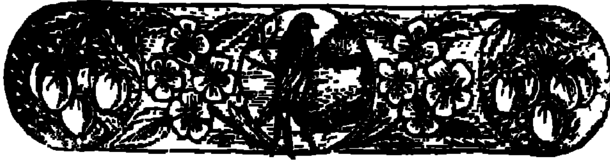
কর্ম্মবীর রাজার হস্তে কোন কর্ম্ম নাই। তাঁহার শোকভার লাঘব করিবার কোন উপায় নাই। দুই লোকের দলাদলি হাঙ্গাম এখন আরও বাড়িয়া উঠিল। শচীপতির উপকার, শচীপতির দস্যু দলন ও বর্গি হাঙ্গামা নিবারণ কোন দলপতিগণ চিন্তা করিলেন না। বর্ণ ও জাতির

ভয় অতি অল্প লোকের আছে। প্রকৃত গুণীর গুণের যশই ঈর্ষা পরবশ লোকের নিকট দোষ হইয়া পড়ে। তাহারা কোন না কোন ছল ছুতা ধরিয়া যশস্বী গুণী মহাত্মাকে ছোট করিবার চেষ্টা করে। শচীপতির বিরুদ্ধাচারী দলপতিগণও সেইরূপ ঘৃণিত ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। চারিদিকে দলাদলি প্রবল হাঙ্গাম গোলযোগ শচীপতির পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি কিছু দিন নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইয়া বাস করা স্থির করিলেন।

শচীপতির দুই দেওয়ান রাজা রামদেবের প্রকৃতি জানিতেন না। তাঁহারা রাজাকে নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইবার অনুমতি করিলেন। রমানাথ ভায় পঞ্চাননের রাজা রামদেবের সহিত সদ্ভাব না থাকিলেও তিনিও শচীপতিকে নলডাঙ্গা যাইবার কথায় আপত্তি করিলেন না। ভায় পঞ্চাননের দুইটি লক্ষ্য ছিল। নূতন স্থানে গমন করিলে রাজা সম্ভবতঃ শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। শচীপতি বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া, তাঁহার সৈনিকগণকে ঋণী করিয়া রামদেবকে রাজা করিতে গিয়াছিলেন। রামদেব যুদ্ধের ব্যয় এক কপর্দ্দকও দেন নাই। শচীপতির দেওয়ান সৈনিক ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। রামদেব নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বার্দ্ধ রাজ্য দিলেও যুদ্ধের ব্যয়ের অর্থ ঘরে আইসে না। নব রাজ্যের শান্তি স্থাপন করিতে গিয়াও রাজা শান্তিলাভ করিতে পারেন না। রাজা রামদেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার এক বৎসর পরেই রাজা শচীপতি নলডাঙ্গা রাজধানীতে যাইবেন স্থির হইল। রাণী ভুবনেশ্বরী, হরিমতী ও তাঁহার স্বামী তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এবার রাজা শিবিকাযানে যাইবেন স্থির হইল। শিবিকাবাহক, পরিচারক, পাচক, অনুচর ও সহচরে দুই শত লোক যাইবার জন্য স্থিরীকৃত হইল।

রাজা শচীপতি শান্তি লাভের আশায় নলডাঙ্গা রাজ্যে যাইতেছেন। শান্তি লাভ স্থানান্তরে নাই, শান্তি লাভ মনে। শান্তিলাভ চেষ্টালভ্য নহে, ভাগ্যলভ্য। শান্তি কোথায়? যাহার ভাগ্যে শান্তি আছে, সে অরণ্যে পর্ব্বতে, বন্দীগৃহে, সমুদ্র বক্ষে, রণাঙ্গণে সর্ব্বত্র শান্তিলাভ করিতেছে। যাহার ভাগ্যে শান্তি নাই সে রাজ প্রাসাদে থাকিয়া, রাজ পদলাভ করিয়া, রাজসেব্য উপাদেয় বস্তু সকল ভোগ করিয়া, মধুরহাসিনী মধুরভাষিণী, সর্ব্বাভরণভূষিতা, মনোজ্ঞবসনপরিহিতা, কিঙ্করীগণে পরিবেষ্টিতা সাধ্বী সতী মহিষীর অকাতর পরিচর্য্যায়ও শান্তি লাভ করিতে পারে না। অশান্তি প্রতিগৃহে। শান্তি নরভবনের নরহৃদয়ের দুর্ল্লভ ধন। অশান্তি অনলে সংসার দগ্ধ করিতেছে। এই যে শতশত বিচারালয় দেখিতেছ, অশান্তি তাহার প্রসূতি। এই যে দাঙ্গা হাঙ্গাম নরহত্যা নারীহত্যা দেখিতেছ অশান্তি তাহার জননী ও ধাত্রী। ঐ যে যুদ্ধের হুঙ্কার রবে মেদনী কম্পান্বিত হইতেছে, অশান্তি রাক্ষসী তাহার জনয়িত্রী। নর! যদি অশান্তির মস্তকে সদর্পে পদাঘাত করিয়া শান্তিপূজার মঙ্গলময় ঘট গৃহে ও হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারিতে, তবে তুমি এই মরণশীল সংসারে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতে। বুদ্ধ ও চৈতন্ত দেবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।





দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনলে আহুতি।

রাজা শচীপতি নলডাঙ্গা রাজ্যে আসিতেছেন। তিনি উত্তম বাসা পাইয়াছেন। রাজা রামদেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। রাজপুর ললনাগণও পরম সমাদরে রাণী ভুবনেশ্বরীকে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা শচীপতি পঞ্চাশজন অনুচর রাখিয়া অবশিষ্ট লোকজন দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। কাল কাহারও অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে ছয়মাস অতীত হইল। কয়েকদিন দুই রাজা পক্ষী শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। কয়েকদিন কুম্ভীর শিকার করিয়াছিলেন। দু'একটা ব্যাঘ্রও তাঁহাদিগের করে নিহত হইয়াছিল। শচীপতি এই দেশ বেশ মনোহর মনে করিয়াছেন। এদেশে অসংখ্য নদীতীরে সুন্দর সুন্দর গ্রাম উপবন। এদেশে শস্যক্ষেত্র সকল উর্ব্বর এবং প্রায় সকল ঋতুতেই কোন না কোন শস্য উৎপন্ন হয়। এই দেশে বাস করিলেও মন্দ হয় না, এরূপ চিন্তাও শচীপতির মনে

উদয় হইতেছে। সময়ের শক্তিতে ও নবদেশে আগমনে রাজার হৃদয়ের শোকাবেগ কথঞ্চিত উপশমিত হইয়াছে।

শচীপতি যদিও সরল অমায়িক প্রকৃতির লোক তথাপি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন রাজা রামদেব তাঁহাকে অনাদর করিতেছেন। এতদিন শচীপতির সন্দেহ ছিল, আজ তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছেন রামদেব তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছেন। রামদেব ও শচীপতি একাসনে অথবা সমান সমান দুই আসনে এক স্থানে উপবেশন করিতেন। অদ্য শচীপতি রামদেবের সভায় সামান্য কর্ম্মচারীগণের মধ্যে বসিবার স্থান পাইয়াছেন। তিনি মনে মনে যারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। সভা ভঙ্গ হইলে তিনি অতি ম্লানমুখে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মানিনী ভামিনীগণ পুরুষ অপেক্ষা সহজে অশ্রদ্ধা বুঝিতে পারেন। রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতী তাঁহাদের যে আদর কমিয়াছে তাহা অনেক দিন বুঝিয়াছেন। আজ তাঁহারা যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যারপরনাই ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। শচীপতি সভাভঙ্গের পর ম্লানমুখে একেবারে বাটীর মধ্যে আসিলেন। রাণী ও হরিমতী তালবৃন্তব্যজনচ্ছলে রাজার নিকটে আসিলেন। হরিমতী বলিলেন, "দাদা আজ তোমার মুখখানি এত বিবর্ণ কেন?"

রাজা সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "নানা দুশ্চিন্তায়।"

রাণী ভুবনেশ্বরী কম্পিতকণ্ঠে আরক্তলোচনে বলিলেন, "আমাদের এদেশে আশা ভাল হয়নি। এদেশের রাজা ভাল লোক নন্। তিনি আমাদিগকে কৌশলে বন্দী ক'রেছেন। বীরভূমে ঘোড়ার ডাক উঠিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যই তিন দিন ধ্যায় পঞ্চানন ও সখী চন্দ্রমুখীর পত্র পাওয়া যায় নাই।"

হরিমতী ভীত ভাবে মৃদু স্বরে বলিলেন, "দাদা রাজবাড়ীর দয়া

দাসী আমাদের একটু বাধ্য হ'য়েছে। তার মেয়ের বে'র সময় বউদিদি একশ' টাকা ও একখানা গহনা দিয়েছিলেন। সে রাজ বাড়ীর সকল কথা আমাদের নিকটে এসে বলে। সে আজ সকালে চুপে চুপে ব'লে গিয়াছে রাজা রামদেব কৌশলে আমাদিগকে বন্দী ক'রেছেন। দেশে এখন মগ ও পর্ত্তুগীজের ভয় নাই। রাজা রাণীতে কথা হ'য়েছে। রাজা ব'লেছে, "বোকা শ'চেটাকে এনেছিলাম মগ তাড়াতে। মগের হাতে মলেও ক্ষতি ছিল না। এখন কৌশলে বন্দীত ক'রলেম। যখন ইচ্ছে পিপড়ের মত টিপে মারব'। পূর্ব্বার্দ্ধ রাজ্য দিব সেত একটা কথার কথা। যুদ্ধের ব্যয় আমি কপর্দ্দকও দিব না। শচীপতির দ্বারা ত আমার রাজ্য লাভের কোন সাহায্য হয় নাই। তাহার দ্বারা কোন সাহায্য হইতও না। আমি ফৌজদারের সাহায্যে রাজ্য লাভ করেছি। আমার দেশে সৈন্য লয়ে এসেছিলেন তাতেইত আমি কৃতার্থ হই নাই? রমানাথ ব'লে একটা পণ্ডিত আর ভজন নামে একটা বাগদী যুদ্ধের ব্যয় বা পূর্ব্বার্দ্ধ রাজ্যের দাবী করাতে পা'র। সে গুড়ে বালি! সে গুড় বালি! ঝণ্টু নামে আর একটা বদলোক ছিল, সে ব্যাটা শেষ হ'য়েছে। দেশবৈরী ডাকাত তাড়ানর জন্য শ'চের হাতে কতকগুলো লোক ছিল। রমা আর একণে লোক জড় ক'রতে পারে না। যুদ্ধেরই বা ব্যয় কি? ঘোড়া অস্ত্র শস্ত্র আমার জন্য কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। আমার সঙ্গে শ'চে আসায় রাঢ় দেশের প্রকৃত উপকার হ'য়েছে। ত্রিবেণীতে মগদিগের পরাজয় হ'য়েছে। এক খোরাকী খরচ। সে নয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই বা আমি দিব কেন? ফৌজদারের দেওয়া উচিত। মগ তাড়ান ত আমার কাজ নয়? ফৌজদারের সঙ্গে ক'রলেন ভাব। সেখানে হলেন নরজাতীয় হিতৈষী। আর টাকা দিয়ে মরব আমি? নর জাতীর

উপকার ক'রতে গেলে অর্থ জীবন দুইই দিতে হয়। জীবন যে আছে সেই লাভ মনে করা উচিত।"

রাজা শচীপতি ধীরচিত্তে চন্দ্রিমতীর কথাগুলি শ্রবণ করিলেন। তাঁহার স্বর্ণকান্তি মুখশ্রী লোহিত রাগে রঞ্জিত হইল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "হরি! দয়া ব'লেছে সব সত্য। আমিও রাজার মনোভাব বুঝতে পারছিলেম। আমি অধর্ম্ম করি নাই। ধর্ম্ম আমার সহায় আছে। রামদেব সৎভাবে বলিলে আমি যুদ্ধের ব্যয় এক পয়সাও নিতেম না। রাজ্যে আমার লালসা নাই। আমি বিপদ আলিঙ্গন করিতে ভয় করি নাই। রামদেবের হাতে আমার অনেক বিড়ম্বনা আছে। দেখি রামদেব আমার প্রতি কতদূর অত্যাচার ক'রে। ধর্ম্ম থাকিলে সে আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে আমার প্রতি অত্যাচার করলে সমগ্র রাঢ় অন্ততঃ রাঢ়ের শ্রমজীবি লোকগণ এদেশ এসে আক্রমণ করবে। রামদেবের বাড়ীর ইট ক'খানা বেগবতী নদীতে ফেলে দেবে। আমি ব্রাহ্মণের কোন ক্ষতি করতে চাই না। আমি উপকৃত জনের অপকার ক'রতে ইচ্ছা করি না। রামদেব আমার প্রতি অত্যাচার করিতে একপদ অগ্রসর হ'লে আমি যুদ্ধের সমগ্র ব্যয় কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রবো। রামদেবের চোখের জলে নাকের জলে এক ক'রবো। যোড়হাতে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাব। এ সব যদি করতে না পারি তবে আমি বৈদ্যবংশ ধর নয়। আমার কেবল ভয় তোমাদের জন্য। তোমাদের জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পেলেই বাঁচি।"

রাণী। রাজা ভেবেছ কি? আমি বৈদ্য ঘরের মেয়ে না? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী না? যে দিন তোমার মত সদাশয় বীরের গলে বরমাল্য দিয়েছি সেই দিনই জানি আমাকে বিপদ-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে

যেতে হবে। আমি মরণের জন্তে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছি। বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্ত আমি বুক বেঁধে রেখেছি। আমার জন্ত কোন ভয় ক'রনা। হরিমতীর জন্তও কোন ভয় ক'রনা। হরি তোমার ভগ্নী, আমার মন্ত্রশিষ্যা। সে তোমার আমার চেয়েও শক্ত। তবে কি না এই অপমানের প্রতিশোধ ল'য়ে যেতে হ'বে।

হরি। দাদা। আমাদের জন্ত কোন ভয় ক'র না। আমরা বহুরূপী। আমরা আগুণে পুড়ব না, জলে ডুব্‌ব না। রামদেব আমাদিগকে লোহার খাঁচা'য় পুরলেও আমরা বাতাস হয়ে বেরিয়ে যাব। এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হ'বে—হ'বে—হ'বে।

রা। রাজা। হরিমতীর বর কোথায় জান?

শ। তাইত সেন মাগাশয়কে ত ক'দিন দেখি না। তিনি কোথায়? তিনি খেলা ধুলা ক'রে পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার ক'রেই বেড়ান, আমার সঙ্গে বড় দেখা হয় না।

রাণী। অবস্থা বুঝে আমরা তাঁকে রওনা ক'রেছি। আজ এতক্ষণে তিনি নিরাপদে নবদ্বীপে পৌঁছেছেন।

শ। বেশ তাঁর নিকটে কোন পত্র দিয়েছ?

রাণী। দিয়েছি। তজনকে আমাদিগকে বাড়ী নিবার অছিলায় চারি সহস্র সৈন্ত ল'য়ে আসতে লিখেছি।

এইরূপ শচীপতির অন্তঃপুরে গোপনে নানা কথা হইল। সে দিন অপরাহ্নে শচীপতি আর রাজসভায় গমন করিলেন না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ভীষণ, ভীষণ হইতে ভীষণতর বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শচীপতি বিপদকে আহ্বান করিবার জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। বিপদ আনয়নের জন্ত সরল, সংক্ষেপ, সুমার্জ্জিত, সুবাসিত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিলেন। শচীপতি বিপদ অভ্যর্থনার্থে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।



ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দীগৃহে।

পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় শচীপতি রাজোচিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া শিবিকারোহণে রাজা রামদেবের সভায় উপস্থিত হইলেন। সুসজ্জিত রামদেবের সভাগৃহ জনে জনাকীর্ণ। রামদেব রাজাসনে আসীন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বিচিত্র আসনে রাজসভাসদ পণ্ডিতগণ সমারূঢ়। তাঁহার বাম পার্শ্বে মহার্ঘ্য আসনে অমাত্যগণ উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে যথাযোগ্য আসনে রাজকর্ম্মচারিগণ সমবেত। কিঞ্চিৎ দূরে বিচারপ্রার্থী, অর্থপ্রার্থী, অনুগ্রহপ্রার্থী, রাজদর্শনাভিলাষী বহু লোক সমুপস্থিত। সভার দ্বারদেশে কোষমুক্ত অসি হস্তে দৌবারিকদ্বয় দণ্ডায়মান। রাজসভার স্থানে স্থানে জমাদার, বরকন্দাজ, পাইক ও পেয়াদাগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট। রাজা শচীপতি রাজা রামদেবের সম্মুখে আসিয়া বিনীত অথচ স্বীয় পদোচিত ভাবায় বলিলেন, "সখা রাজারামদেব দেবরায় মহাশয়! অবগত আছেন, আপনার অনুরোধ ও ইচ্ছাক্রমে

আমাকে এ দেশে যুদ্ধের অভিযান ক'রতে হ'য়েছিল। আপনি হিন্দুর পবিত্র দ্রব্যমাত্র স্পর্শ ক'রে, আমার সেই শৈলশিরে কুঠারে আমার সঙ্গে সখ্য ক'রে অঙ্গীকার ক'রেছিলেন, যুদ্ধ অভিযানে যে ব্যয় প'ড়বে আপনি রাজা হ'লে সে সম্পূর্ণ ব্যয় আপনি দিবেন। আপনি জানেন শিবির ও অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত ক'রতে ও ক্রয় করিতে এক লক্ষ আট হাজার টাকা ব্যয় প'ড়েছে। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি ক্রয় করিতেও লক্ষ টাকা লেগেছিল এবং রসদের ব্যয়ও লক্ষ টাকা, অভিযানের মোট ব্যয় তিন লক্ষ আট হাজার টাকা।

"আমি অভিযানের পর দেশে যাত্রাকালে রাজকোষে নগদ অর্থ না থাকায় আপনি আপনার রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ দিতে চেয়েছিলেন। আমি তখন আপনার কোন কথার কোন উত্তর দেই নাই।

"আপনি দ্বিতীয় বার আমাকে আপনার রাজধানীতে আহ্বান ক'রেছেন। আমি ভেবেছি এবারে অর্থ বা রাজ্যার্দ্ধ দিয়ে আপনি আপনার অঙ্গীকার রক্ষা ক'রবেন। ছয় মাস কাল আমি এখানে আছি, লজ্জায় আমি কিছু বলি নাই। দিন দিন রাজসভায় আমার অনাদর বাড়ছে ও অপমান করা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি আপনার অঙ্গীকার রক্ষা ক'রে নগদ অর্থ দিলে দেশে চলে যাই, রাজ্যার্দ্ধ দিলে আমি রাজধানী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রজা সুশাসনের ও প্রজার সুখ শান্তি বৃদ্ধি করার উপায় করি। আমার আর এখানে মুহূর্ত্ত কালও অপেক্ষা করা উচিত হচ্ছে না।" রাজা রামদেব ক্রোধে অধীর হইয়া আরক্তলোচনে বলিলেন, "এ ও সব কথার সময় নয়। রাজকার্য্যের বিঘ্ন কর্‌লে দণ্ডিত হ'তে হয়।"

রাজা শচীপতি সগর্ব্বে পদচারণ করিতে করিতে বিনীতভাবে বলিলেন, "যথেষ্ট সময় অতীত করেছি। আপনি নিজ হ'তে কোন

ব্যবস্থা ক'র্‌লেন না। আমার আর বিলম্ব করিবার সময় নাই। আমি রাজসভায় অপমান সহ্য করিতে আসি নাই। আমি সাধারণ কর্ম্মচারীর সঙ্গে ব'সে অপমান সহ্য করিতে এখানে আসি নাই। আমি সমকক্ষ বন্ধু রাজার অতিথি হ'য়ে, আমি তাহার ভৃত্যগণের সঙ্গে ব'সে খান খাইতে আসি নাই।"

রা। (সক্রোধে) অসভ্য, মূর্খ, বর্ব্বর!

শ। আপনি আপনার জিহ্বাকে সংযত করুন। আপনি মনে রাখ্‌বেন আপনি এক রাজা। আপনি আপনার সমকক্ষ বন্ধু রাজার সহিত কথা ব'ল্‌ছেন। আপনি ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের সহিত কথা ব'ল্‌ছেন। ভদ্র ব্যবহার বিস্মৃত হ'বেন না। আপনি আপনার দ্বারস্থ বিপন্ন ভিক্ষুকের সহিত কথা বল্‌ছেন না বরং আপনি যাহার দ্বারে—

রামদেব অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "জানিস্‌ এ কার সঙ্গে কথা ব'ল্‌ছিস? কোথায় কথা ব'ল্‌ছিস্‌?"

শ। (ঘৃণাব্যঞ্জক সহাস্যে) আজ্ঞে জানি, বেশ জানি। সেই ভ্রাতৃদ্রোহী রাজদ্রোহী, দেশত্যাগী বিপন্ন কুমার রামদেবের সহিত, এখন দেখছি কৃতঘ্ন অভদ্র রাজা রামদেবের সহিত। আমি বেশ জানি ভ্রাতৃদ্রোহী রাজার অপবিত্র নগডাঙ্গার রাজসভায় কথা বল্‌ছি।

রা। জানিস্‌ তোর জীবন মরণ কার হাতে?

শ। আজ্ঞে তাও বেশ জানি। আমার জীবন মরণ এই বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের হাতে।

রা। তুই জানিস্‌ তোর বন্দীদশা, লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা কার হাতে? তোর স্ত্রী ভগ্নীর জাতি ধর্ম্ম কার হাতে?

শ। আমি জানি আমার বন্দীদশা লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা কত দুঃসহ,

অত্যাচারী, পাষণ্ডের হাতেই হ'তে পারে। আমার সতী বনিতা, সাধ্বী ভগ্নীর জাতি ধর্ম্ম সতীনাথ শূলপাণি শঙ্করের হাতে। তাহাদের ছায়া স্পর্শ করে এমন পাষণ্ড এখনও এ সংসারে জন্মে নাই।

রা। জমাদার! বরকন্দাজ! প্রহরীগণ। এ বাচাল পাষণ্ডের রাজ পোষাক খোল। ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর। ইহাকে বন্দীগৃহে ধূলি-শয্যায় বন্দী অবস্থায় রাখ। ইহার স্ত্রী ভগ্নীর চুলের মুঠা ধরে শূন্যে শূন্যে এনে হাবুজ খানায় পোর। ধান্যে চা'লে মিশিয়ে খেতে দাও।

শ। পণ্ডিতগণ। ব্রাহ্মণগণ। রাজসভাসদগণ! দেখুন। অকারণে আমার প্রতি অন্যায় অত্যাচার দেখুন। উপকারের প্রত্যুপকার দেখুন। আমি বন্দী হ'তে এসেছি, আমাকে বন্দী করুন, ক্ষোভ নাই। রাজা রামদেব। আপনি স্বইচ্ছায় অনলে লম্ফ প্রদান করিলেন। আপনি যে আগুন জ্বাল্লেন তা নিবাতে আপনার নাকের জলে চোখের জলে এক হ'তে হবে। শচীপতি সিংহ-শার্দ্দূল পূর্ণ ঘোর অরণ্যে তোপের অনল মধ্যে, গভীর সাগরতলে যেতে ভয় করে না। বন্দীগৃহে তার ভয় কি? রাজন! আপনার কিন্তু আজ হতে শয্যা কণ্টক হ'ল। রাজ্যের শান্তি সুখ চ'লে গেল।

রামদেব বাধা দিয়া বলিলেন, "থাম্, ব্যাটা থাম্। তোর আর ভয় দেখাতে হবে না।"

শ। হঁা আমি ক্রোধভরে অপমানের ক্লেশে বিকলচিত্ত হ'য়ে বুঝা উচিত ছিল না, ব'লে ফেলেছি। আপনি প্রভু আমি অধীন। আপনি এ দেশের রাজা, আমি হেতার পায়। আপনার জনবল, অর্থবল সবই আছে। আমি নিঃসহায়। আপনি আপনার ইচ্ছা সুখ চরিতার্থ করতে পারেন। আপনার কিঙ্করগণ আপনার সাধু আদেশ পালন ক'রে তাহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখাতে পারে, কিন্তু রাজন্! সকল রাজার

উপরে এক নিরাকার, নির্ব্বিকার, জ্ঞানময়, গুণময় সত্যময় রাজচক্রবর্ত্তী আছেন। তাঁহার বিচারে ন্যায়ের মর্য্যাদা আছে। ধর্ম্মের পুরস্কার আছে।

শচীপতি যথার আর কথা বলিলেন না। রাজকিঙ্করগণ [illegible] প্রচার হইবামাত্র শচীপতির [illegible] উন্মোচন করিল। তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল এবং তাঁহাকে সবেগে সবলে আকর্ষণ করিয়া বন্দীগৃহে লইয়া গেল। শচীপতি উপকারের সমুচিত প্রত্যুপকার পাইলেন।





চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নব উপদ্রব।

রাজসভার এক দ্বার দিয়া রাজকিঙ্করগণ শচীপতিকে বন্দী-গৃহে লইয়া গেল, অপর দ্বার দিয়া এক বিভূতিমণ্ডিতা, আলুলায়িত-কেশা, গৈরিক-বসন-পরিহিতা, ললাটে সিঁদূরঅনুলিপ্তা, পুষ্পাভরণভূষিতা ত্রিশূলধৃতা যোগিনী নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে রাজা রামদেবের সম্মুখে আসিয়া সভাসদগণকে বিস্মিত করিয়া গাহিল——

আমায় চিন্‌তে পারনি, আমি পাগলিনী।
রুদ্রের গৃহিণী আমি, এখন রাজরাণী॥
এখন রাজরাণী, আমায় চিন্‌তে পারনি, আমায় চিন্‌তে পারনি।
পূর্ব্ব কথা ভুলে যদি থাক মহাশয়।
চিন্তা ক'রে দেখ ম'নে, যদি ম'নে লয়॥
অশ্বথ তরুর মূলে ছিলে অচেতন।
প'ড়েছিল অঙ্গে তব তপন কিরণ॥

ভেবেছিনু পাছ কোন রহিয়াছে ম'রে ।
উপজিল বড় দুঃখ আমার অন্তরে ॥
বদন বসন ফেলি বুকে দিয়ে কর ।
বুঝিনু বাঁচিবে যত্ন করিলে সত্বর ॥
প্রতিবেশীগণ মোর দয়ার আধার ।
কেহ বা জ্বালিল অগ্নি জল আনে আর ॥
কত যে করিল যত্ন বলিতে না পারি ।
শেষে তব প্রাণ দান করিলেন হরি ॥
আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী ।
রুদ্রের গৃহিণী আমি, এখন রাজরাণী ॥

রাজা রামদেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আজিকার দিনটাই আমার অশুভ। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছি বল্‌তে পারি না। এই শচীপতি রায় একবার বিরক্ত ক'রে গেলেন। এসেছিলেন বাদা অঞ্চলে বাঘ, কুম্ভীর মার্‌তে। ডুবালেন মধুমতি ও নবগঙ্গায় মগের নৌকা। সপরিবারে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। যথাসাধ্য যত্ন ক'র্‌ছি। সময় নাই, অসময় নাই, এখন কিনা কৃতঘ্ন বেটা ব'লে যুদ্ধ অভিযানের ব্যয় তিনলাখ আট হাজার টাকা অথবা পূর্ব্বার্দ্ধ রাজ্য দেও। লোকের যে কি চরিত্র আর কি দুরাশা তা বুঝি না। বেটা এমন বর্ব্বর যে মান সম্ভ্রম রেখে সময় বুঝে কথা বল্‌তেও জানে না। আবার এই এক নব উপদ্রব। এই এক পাগলী এসে জুটেছে। কি ছাই মাটী ব'কে। আমার দ্বারবান বেটারা কোন কাজের নয়। যাকে তাকে সভায় আস্‌তে দেয়।"

রাজার তাবকদল বলিলেন, "মহারাজ! হুজুর! যা ব'ল্‌লেন ঠিক। তবে এই পাগলী যোগিনীর যেমন রূপ তেমনি নাচ, তেমনি সুমধুর

গলা। আর একটা গীত শুন্‌লে মন্দ হয় না। যোগিনী আর একটা গীত গাও।"

এমনিই রক্ষা নাই। অনুমতি পাইয়া যোগিনী আবার নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল—

বর্গিনামে বৈদেশিক দুষ্ট দস্যুগণ।
রাঢ় দেশে করিতেছে অহিত সাধন॥
গৃহ লুটে লয় ধন বধে নারীনর।
অবশেষে পোড়াইয়া দেয় তার ঘর॥
দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ তারা চ'ড়ে অশ্বপরে।
মুহূর্ত্তেকে চ'লে যায় দূর দূরান্তরে॥
দিনে নাই, রাতে আছে পরপাপরত।
সকল পাপেতে তারা অবিরত রত॥
সর্দ্দারপ্রধান বক্স বীর অবতার;
দেশহিতে শৌর্য্যে বীর্য্যে সম নাহি তার।
এক দিন নিশিযোগে আসে বর্গিগণ।
লুটিতে রাজার পুরি নিতে রাজধন॥
যুদ্ধে গেল সেনাপতি ল'য়ে সৈন্যদল।
বীরদাপে রণাঙ্গণ ক'রে টলমল॥
শত্রুর সম্মুখে যবে অল্প সৈন্যগণ।
রক্ষা নাই বলি ভয়ে ক'রে পলায়ন॥
অশ্বপৃষ্ঠে বক্স বীর তীর বেগে ছুটি।
অসংখ্য বৈরীর শির অসি ঘাতে কাটি।
রক্ষিয়া রাজার পুরী রাজার সম্মান।
হারাইল রণক্ষেত্রে বক্স বীর প্রাণ।

আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।

স্তাবক। বেশ যোগিনী। তোমার বেশ নাচ। বেশ গলা।
তুমি কোন্ রাজার রাণী?

পাগলিনী যোগিনী আবার গাহিতে লাগিল—

যে রাজা রাজার রাজা সবার উপর।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যার খেলিবার ঘর॥
সূর্য্য যার করে ক'রে কর বরিষণ।
চন্দ্র ক'রে যার করে আলো বিতরণ॥
যাঁহার নিশ্বাসে বায়ু হয় বহমান,
যাঁহারে পূজিতে পক্ষী গায় কত গান।
তারাগণ ফুটে যাঁর মহিমা প্রকাশে,
প্রকটিতে গুণ যাঁর [illegible] বিকাশে।
সিন্ধু যাঁর [illegible] করোল,
যার হর্ষে [illegible] রোল।
তুষারে [illegible] গিরি।
নদনদী [illegible] ধরি
যাঁহার ধ্যানেতে [illegible] অনুক্ষণ,
তিনিই আমার পতি [illegible] সত্যধন।
আমি যে রাজার রাণী, আমি রাণী বড়,
দুষ্ট পাপী জনে আমি দণ্ড দিতে দড়।
আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।

রাজা রামদেব বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "আপনারা ক'র্‌ছেন কি?

এ পাগলিনীকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন কেন? এ রাজসভাত রঙ্গরসের আড্ডা নয়?"

সভাসদগণ নিস্তব্ধ হইলেন। সে দিন আর রাজকার্য্য হইল না। রাজা রামদেব কিছুক্ষণ সভাতলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পাগলিনী আপন ইচ্ছায় নাচিতে নাচিতে সভা হইতে প্রস্থান করিল। রাজার দ্বারপণ্ডিত কাব্যাদি বচন আবৃত্তি করিয়া রাজার চিত্ত বিনোদনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। রাজার মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহার আর সাহস হইল না। অনন্তর রাজা সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।





পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভজন গৃহে।

একটা অত্যুচ্চ শৈলের পাদদেশে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানি যেন শৈলগাত্রে ঝুলিতেছে। গ্রামের উচ্চ শাল তাল প্রভৃতি তরুসকল দূর হইতে লক্ষিত হইতেছে। গ্রাম হইতে ধূমপটল উত্থিত হইয়া ঘন তরুশ্রেণীর পত্রপুঞ্জে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় ধূমের ঊর্দ্ধগতি রোধ হইয়াছে। দূর হইতে গ্রামখানি কুজ্ঝটিকাবৃত অনুমিত হইতেছে। এক দিন সন্ধ্যারপর এই গ্রামে এক বিশাল শালতরুর নিম্নে নবজাত তৃণাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ভজন সর্দার কহিল, "আরে ভাই লাটু, আরে ভাই পেটু, আরে কালু, আরে মালু রাজার ত কয়েক রোজ সংবাদ মিলে না। রাজার তরে আমার বুকটা ধপ্ ধপ্ ক'রে কেঁদে উঠ্ছে। বলনা কি করি?" লাটু সর্দার কহিল, "যাও তুমি যাও। কাল একবার রাজধানীতে যেয়ে পণ্ডিত ও দেওয়ানজীর নিকট রাজার সংবাদ জান।"

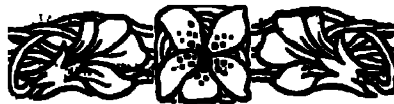
পাণ্টু বলিল, "ভাই ছর্দ্দার মোদের রাজার কপা'ল ছুক চইল না। কতকাল মোদের সঙ্গে পাহাড়ে থেকে চোর ডাকাত ধরে বেড়াল'। তারপর [illegible] পাগল ক'রে পু[illegible] চ'লে গেল। হে দেছে [illegible] কেহ নাই।"

কালু কহিল, "আমারও পরাণটা রাজার তরে ক'দিন কাঁদছে। রাজা কি রাজারে ভাই! রাজা ব্যাটা, রাজা বাপ, রাজা ভাই, রাজা বন্ধু। অমন রাজা আর হবে না। রাজা দয়ার ছাগর, রাজা গুণের ছাগর।"

মালু বলিল, "ছুধু দয়ার ছাগর গুণের ছাগর নয়। রাজা দানের ছাগর। ভয় কারে ব'লে তা রাজা জানেনা। রাজার মত বীর আর মিলবে না।। রাজা ছব অস্ত্রের ব্যবহার জানে।"

রাজার কথা হইতেছে শ্রবণ করিয়া ভজনের সহধর্ম্মিণী আসিয়া বলিল, "যারে ছর্দ্দার বা। রাজার খবর লিয়ে আয়। রাজা আমার বাপ। রাজা আমার ব্যাটা। অমন মিঠে কথা আর কারও হবে না। ছেবারে আমার বড় বেমারের কথা মনে আছে ত? রাজা ছারারাত আমার জন্ন জাগিত। দওই খাওয়াত, ছাদা কাপড় প'রতে দিত পথ্যি খাওয়াত, ছাদা কাপড়ে ছুতে দিত। মা বহিন, ব্যাটার বহু, বিটীর মারে, পিছি, মাছী, বাপ খুড়া, জেঠা, খছুর, ব্যাটা যা ক'রতে পারে না, রাজা মোর জন্য তাই ক'রেছে। মোর কথা রাজাকে কহিস, রাজা আসবে। রাজাকে দেখতে বড় সাধ করি। রাজা মানুষ না দেবতা।" এই শান্তাল ও বাগুদি পল্লির সকলেই রাজার খুব প্রশংসা করিল। সকলেই রাজার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল। ভজন সর্দ্দার রাজার সংবাদ জানিবার জন্য পরদিন প্রত্যুষে রাজধানীতে যাত্রা করিবে স্থিরীকৃত হইল। সজ্জনের বন্ধু সর্ব্বত্র, কুজনের বন্ধু কোথাও নাই।

গুণ বড় ভাল জিনিষ। গুণ মধুপূর্ণ বিকসিত সুগন্ধি পুষ্প, অথবা পথে পড়া উজ্জ্বল মাণিক। গুণের বন্ধন [illegible] বন্ধন। গুণের আকর্ষণ বড় প্রবল আকর্ষণ। তাই বন্ধনের [illegible] ও আকর্ষণের অন্তর নাম হইয়াছে গুণ। মধুময় সুগন্ধি ফুল, [illegible] [illegible] বসন্তের ফুল, বালকের দল ও যুবক যুবতীগণ ফুলের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাই গুণ দেখিয়া গুণী লোকের প্রতি অসংখ্য লোক ছুটিয়া যায়। এই নিমিত্ত কর্ষিকাণ সৈনিক নেপোলিয়ানের দলে অগণিত সৈন্য ও তিনি রাজ রাজেশ্বর। এই নিমিত্ত ভিক্ষুক বুদ্ধের অগণিত শিষ্য এবং তিনি হরির পরম অবতার। এই নিমিত্ত যীশুখ্রীষ্ট খৃষ্টানের পূজ্য দেবতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র। এই নিমিত্ত আশ্রয়হীন নানকের অসংখ্য অনুচর, তিনি শিখ জাতির উপাস্য দেবতা। এই নিমিত্ত সন্ন্যাসী চৈতন্যের রাজত্ব বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে প্রসারিত, তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। মানব! তুমি যদি অনুচর পার্শ্বচর সহচর চাও, তুমি নাম রাখিতে ইচ্ছা কর, তুমি যশের আকাঙ্ক্ষী হও, তবে গুণের পরিচয় দাও; গুণের পুরস্কার অবশ্য পাইবে। তোমার যশশ্চন্দ্রমার বিমল কৌমুদীতে বসুধা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।





ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজধানীতে।

রমানাথ ন্যায় পঞ্চানন ও শচীপতির প্রাচীন দেওয়ান ও অন্যান্য কর্মচারিগণ অতি ম্লান মুখে বসিয়াছেন। সহসা ঘোড়ার ডাক কি জন্য বন্ধ হইল এবং কি নিমিত্ত রাজা শচীপতির কোন পত্র আসিতেছে না ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন রাজা অসুস্থ। কেহ সিদ্ধান্ত করিতেছেন রাজা বিপন্ন কেহ তদপেক্ষা ও কোন ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। রমানাথ তাঁহার দৌত্যের পর হইতে বামদেবের প্রতি সন্দেহের চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। এমন সময়ে ভজন সর্দার আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিল। ভজন সরল প্রকৃতির অকপট লোক সে বলিয়া ফেলিল, "রাজা আমাকে বলিয়া গেল রাজা বণ্টুর ঝোঁকে পাগল হ'য়ে চ'লে গেল না। পূরব

দেছের রাজাটা ভাল লোক আছে না। ছে রাজা দিতে বড় ভাই রাজাকে কি করলে বলা যায় না। আমাদের রাজাকে অর্দ্ধেক রাজ্যি বা কত লাক টাকা দিবে। তা সে দিবেক না, দিবেক না। আমাদের সোনার রাজাকে ছে কি বিপদে ফেলেছে। আর ঘরে ছুয়ে বছে থাকা যায় না। আমি বুড়টা সত্যি, এখনও আমার গতরে এত ক্ষমতা আছে যে আমি এখনও বাঘ বরার পা ধ'রে আছড়িয়ে মারতে পারি। আমার ছোনার রাজার গায়, আমার পরাণের রাজার গতরে যে একটা খড়ের আঁচড় দিবেক, আমি তার সর্ব্বনাছ ক'র্‌বো। যদি রাজা রামদেব আমার রাজার মুন্যই হ'য়ে থাকে, মুই তা হ'লে তার হাতী ঘোড়া আছড়িয়ে মার্‌বো। তার বাড়ীর ইটগুলা গাঙের জলে ফেলে দেব, আর আমি তাকে বেঁধে আমার রাজার নিকট নিয়ে যাব।"

ভজনের কথা শেষ হইতে না হইতে নীলমাধব ম্লান মুখে ঘর্ম্মাক্ত শরীরে সেই সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে ব্যস্তভাবে রাজার কুশল প্রশ্ন করিয়াছিল। নীলমাধব রাজার জীবনের কুশল বলিয়া তিন খানি পত্র বাহির করিয়া দিলেন। তিনখানি পত্রের মর্ম্মই প্রায় একরূপ। চন্দ্রমুখীর নামীয় পত্রে লেখা ছিল :—

শ্রীশ্রী৺ দুর্গা

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু

শতকোটী প্রণামান্তে নিবেদনঞ্চ বিশেষ প্রিয় সখি! আমরা বনভাদা আসিয়া ভাল করি নাই। রাজা এখনও কিছু বুঝেন নাই।

আমিরা সকলেই বুঝিতেছি। আমাদের আদর যত্নের দিন অতীত হইয়াছে। অপমান বিড়ম্বনার দিন উপস্থিত। আমরা একরূপ নজর বন্দী হইয়াছি। ঘোড়ার ডাক দু'এক দিনের মধ্যে বন্ধ হইবে। আমাদের কোন ভয় নাই। ভয় রাজার। অর্থই অনর্থের মূল। রাজা রামদেব যুদ্ধের ব্যয় বা অর্দ্ধ রাজ্য দিবার ভয়ে রাজার কি দুর্দ্দশা করে ব'লতে পারি না। আর স্থির থাকা উচিত নয়। আমা-দিগকে দেশে লইবার আছিলায় পরম পূজ্যপাদ সখা স্বামী পঞ্চানন ও দেওয়ান শ্বশুর মহাশয়কে ব'লিয়া অন্যূন পাঁচ হাজার সশস্ত্র সৈন্য ভজন সর্দ্দারের অধীনে এদেশে পাঠাইবেন। বিলম্বে রাজার জীবনান্তও হইতে পারে। অধিক লেখা বাহুল্য। সন ১১০১ সাল তাং ২৮শে ফাল্গুন।

সেবিকা তোমার

প্রিয় সখী।

এই পত্র পাঠান্তে সকলের রোষ ও ক্ষোভের পরিসীমা থাকিল না। রাজা শচীপতির শত্রুপক্ষের শত নিন্দা হইতে লাগিল। তাহার প্রতি সহস্র গালি বর্ষিত হইল। শচীপতির রাজধানীতে "সাজসাজ" রব উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে জমাদার বরকন্দাজ, পেয়াদা পাইক, প্রভৃতি চারিদিকে সৈন্য সংগ্রহে ছুটিল। ভজন চারি সহস্র সৈন্য আনিতে সম্মত হইয়া স্বগ্রামে প্রস্থান করিল। দেওয়ান এক সহস্র সৈন্য পাঠাইতে পারিবেন প্রকাশ করিলেন। শচীপতির শ্বশুরের জমিদারী হইতে সত্বর এক হাজার লোক প্রেরিত হইল। শচীপতির দেওয়ান বৃদ্ধ হইলেও যুবকের ন্যায় অদম্য উৎসাহে খাদ্য, অস্ত্র শস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, যান বাহন শিবির প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংস্কার করিতে লাগিলেন।

রমানাথ স্থায় পঞ্চাননের উৎসাহ উদ্যম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি ঘনঘন নাসারন্ধ্রে নস্য প্রয়োগ করিতেছেন। তিনি মুখে বলিতেছেন, "আমি নিজে সেনাপতি হ'য়ে যাব। আমার শরীরে কি শক্তি নাই? আমি কেবল হবিষ্যান্নভোজী ব্রাহ্মণ নই। আমি বীর রাজা শচীপতির সখা। আমার অস্ত্রগুরু স্বয়ং রাজা। আমি মগযুদ্ধে কামান দাগিয়াছি। আমি এবার বৈররাজ্য উৎসন্ন দিব। আমি ষষ্ঠ অবতার মহাবীর পরশু রামের স্বজাতি। যুদ্ধ করিব। ত্রেতায় পরশুরাম, দ্বাপরে দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা আর এই কলিতে রমানাথের শৌর্য্যেবীর্য্যে বাংলা, যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হ'বে। ব্রাহ্মণ রোষানল প্রদীপ্ত হ'লে হিমালয় ভস্মে পরিণত হ'তে পারে, বঙ্গোপসাগর শুকাতে পারে এবং ব্রাহ্মণপদে প্রণত বিন্ধ্যাচল স্থানচ্যুত হ'তে পারে। বঙ্গদেশ অগ্নিময় ক'র্‌তে পারি। কোথায় ছার রাজা রামদেব? দুর্বৃত্তের কি স্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার! কি ভীষণ অত্যাচার। যার অনুগ্রহে রাজা, তার প্রতি এই অত্যাচার? কাল কলি। একালে সব সম্ভব। ধর্ম্ম এখন আভিধানিক শব্দমাত্র। কৃতজ্ঞতা এখন কৃতঘ্নতা, আমার সখার কেশাগ্র যে স্পর্শ ক'র্‌বে, আমি তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রব।"

রমানাথ সর্ব্বত্র সেনাগণের নিকট আস্ফালন করিতেছেন। তাঁহার গৃহিণী চন্দ্রমুখী রোদনে বসিয়াছেন। চন্দ্রমুখী নলডাঙ্গা যাইবার জন্য জিদ ধরিয়াছেন। স্থায় পঞ্চানন পত্নীকে নিরস্ত করিবার জন্য অগ্রে চেষ্টা পাইলেন। তিনি যখন দেখিলেন ব্রাহ্মণী নিরস্ত হইবেন না, তিনি তখন তাঁহাকে গোপনে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তুমুল উদ্যোগ পর্ব্ব চলিল।



সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদপুর রাজধানী।

রাজা সীতারাম মহম্মদপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি নিম্ন বঙ্গে চুয়াল্লিশটি পরগণা দখল করিয়া লইয়াছেন। সুদীর্ঘ গড় বেষ্টিত তাঁহার চতুষ্কোণ দুর্গ। তাঁহার লক্ষ্মীনারায়ণের জোড় বাঙ্গলা, তাঁহার দশভুজার মন্দির, তাঁহার কনাইপুরের চন্দন কাষ্ঠের দ্বারসম্বলিত কৃষ্ণবলরাম বিগ্রহের সুরম্য সুদৃঢ় অট্টালিকা প্রভৃতি, তাঁহার প্রণীত রামসাগর, প্রতিষ্ঠিত সুখসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতি সুদীর্ঘ জলপূর্ণ দির্ঘীকা সকল তাঁহার লোকহিতকর কার্য্যের পরিচয় দিতেছে। চিত্তবিশ্রামগ্রামে তাঁহার চিত্তবিশ্রামার্থ সুরম্য প্রাসাদ, তাঁহার নন্দন পুরের সুরম্য নন্দনকানন, বিনোদপুরে লোকচিত্তবিনোদনার্থ সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান, তাঁহার প্রজাপুঞ্জের বাহ্যানুরাগের প্রমাণ করিতেছে।

তাঁহার কীর্ত্তি-চন্দ্রমার বিমল ভাতিতে সমগ্র বঙ্গ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা সীতারামের নামে জয়জয় শব্দ উঠিতেছে। সীতারামের দান সন্দর্শন করিয়া লোকে তাঁহাকে কলির দাতাকর্ণ, ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৈরনির্য্যাতনে তৎপর দেখিয়া লোকে তাঁহাকে অরিন্দম ইন্দ্র বলিয়া ভূরিভূরি প্রশংসা করিতেছে। সীতারাম রাজকার্য্যে অক্লান্তদেহ, রণাঙ্গণে বীর স্থির এবং মন্ত্রণায় চিন্তাশীল পণ্ডিত। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সমূহে গমনপূর্ব্বক দেবদেবীর চরণ বন্দনা করতঃ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। তিনি প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অপরাহ্নে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। রজনীতে গুরু-পুরোহিত অমাত্য ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণে পরিবৃত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে বহু পরামর্শে নিযুক্ত থাকেন। তিনি বহু পুষ্করিণী, খাল ও দির্ঘীকা খনন করিয়া জলকষ্ট নিবারণ করিতেছেন। তিনি শতশত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের গমনাগমনের সুবিধা করিতেছেন। তিনি শতশত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া প্রজাগণের মনে ধর্ম্ম ভক্তি উদ্দীপন করিতেছেন। তিনি শত শত হাটবাজার গোলাগঞ্জ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেছেন। তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্য্য বিরাজ করিতেছে।

১১০২ সালের চৈত্রমাসের প্রথমভাগে একদিন প্রাতঃকালে রাজা সীতারাম প্রাতঃকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক, লক্ষ্মীনারায়ণ ও দশভূজার মন্দিরে প্রণামকরতঃ রাজভবনাভিমুখে যাইতেছেন। তিনি দেখিলেন এক সন্ন্যাসী এক আম্রতরুমূলে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নি সেবা

করিতেছে। সীতারাম যে কোন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতেন। বড় লোকের জীবন বড় বিপদসঙ্কুল। তাঁহাদের বন্ধুর সংখ্যাও যেমন অধিক, শত্রুর সংখ্যাও তেমনি অগণন। রাজগণ সর্ব্বদাই বহু ছদ্মবেশী শত্রুর আশঙ্কা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপ খণ্ডে যেমন Anerchist (য়্যানার কিষ্ট) বিপ্লবকারী ও নিহিলিষ্ট Nihilist রাজশক্তি ধ্বংসকারীর দল আছে, ভারতবর্ষেও প্রাচীন কালে সেইরূপ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিপ্লব কারীর দল না ছিল এমন নয়। তাহারা য়ুরোপখণ্ডের বিপ্লবকারীর দল অপেক্ষা দুর্ব্বল হইলেও তাহারা রাজগণকে সর্ব্বদা ভীত রাখিতে পারিত। সীতারামের বীর হৃদয়ও অনেক সময়ে এভয়ে কম্পিত হইত। তিনি সন্ন্যাসীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে ছদ্মবেশী স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন এ সন্ন্যাসী কোন ভদ্রকুলোদ্ভব ভদ্র সন্তান। তিনি সন্ন্যাসীকে পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিবার পর সন্ন্যাসী বাজথাই হিন্দি ভাষায় জানাইলেন তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত লোক ও রাজগণের প্রণাম গ্রহণ করেন না। সীতারাম বুঝিলেন সন্ন্যাসী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক। কথা বলিবার সময় সন্ন্যাসী নয়ন উন্মীলন করিল। সীতারাম দেখিলেন সন্ন্যাসীর নয়নের উজ্জ্বলতায় প্রতিভা ও তেজস্বিতা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া সন্ন্যাসীর ত্রিশূল ও হস্তধারণপূর্ব্বক তাহাকে রাজভবনে লইয়া আসিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে এক সুসজ্জিত কক্ষে এক বাঘাম্বরে সন্ন্যাসীকে উপবেশন করাইলেন। সন্ন্যাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত একজন বুদ্ধিমান ভৃত্যকে নিয়োগ করিলেন।

সার্দ্ধদ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত সীতারাম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখী হইলেন। তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে সন্ন্যাসীকে তাঁহার ভৃত্যের সহিত বঙ্গভাষায় কথোপকথন করিতে শ্রবণ করিলেন। তাঁহার

সন্দেহ প্রবল হইল। তিনি সন্ন্যাসীর স্বর পরিচিত মনে করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর প্রতি আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর জানু-চুম্বিত শ্মশ্রুরাজি কৃত্রিম মনে করিলেন। তিনি কৌশলে সন্ন্যাসীর শ্মশ্রু আকর্ষণ করিলেন। শ্মশ্রুরাশি খসিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। সীতারাম তাঁহার কর্ণের পৃষ্ঠভাগে সাঙ্কেতিক বর্ণার্দ্ধ দেখিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর দীর্ঘকেশ ও গুম্ফ অপসারিত করিয়া, প্রকাশ্যে বলিলেন, "শচে। পোড়ার মুখো বানর। ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী সেজে আমায় পরীক্ষা ক'র্‌তে এসেছিস। বহুকাল পরে দেখা হ'ল। আয় ছু'জনে কোলাকুলি করি।"

সন্ন্যাসীকে চিনিয়া সীতারামের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। দুইজন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। শচীপতি বিনীতভাবে বলিলেন, "ভাই রাম! আমি ছদ্মবেশে তোমাকে পরীক্ষা ক'র্‌তে আসি নাই। আমি বড় বিপন্ন হ'য়ে তোমার আশ্রয় ও সাহায্য নিতে এসেছি। আমার স্ত্রী ভগ্নীর জাতি ধর্ম্ম আছে কি নাই। তাহারা জীবিত আছে কি না।"

সীতারামকে শচীপতি রাম বলিয়া ডাকিতেন, সীতারাম বলিলেন, "সে কি। তুমি রাঢ়দেশের গৌরব। বঙ্গের বীরকুলের ভূষণ। তুমি দস্যুদলন ক'রে, বর্গি দমন ক'রে বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হ'য়েছ। তুমি বিপন্ন ও তোমার স্ত্রী ভগ্নী জীবিত নাই এর অর্থ কি?"

শ। তুমি জাননা, আমি রামদেবকে রাজা করার জন্য চারি সহস্র সৈন্য ল'য়ে নলডাঙ্গা রাজ্যে আসি। নলদি, লোহগড়া ও কালনা থাকিয়া ফৌজদারের অনুরোধে মগদিগকে দূর করি। ফৌজদারের সাহায্যে রামদেব রাজা হন। বৃদ্ধ অভিমানের ব্যয় রামদেবের দিবার কথা

ছিল। আমার টাকার লোভ ছিল না। ঝণ্টু নামে আমার একটা বড় সর্দ্দারের বগি যুদ্ধে মৃত্যু হওয়ায় আমার মনটা বড় খারাপ ক'রে যায়। রামদেবও নলডাঙ্গা আস্‌বার জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লেখে। আমি নূতন দেশে এলে যদি শান্তি পাই, এই বিশ্বাসে এদেশে এসেছিলাম। রামদেব আমাকে বন্দী করেন। এবারে আমার স্ত্রী ও ভগ্নী সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের জাতি ধর্ম্ম, এমন কি জীবন আছে কিনা সন্দেহ।

সী। বটে, বটে, আমি শুনেছিলাম রামদেব এক শান্তাল রাজাকে নিয়ে এসেছিলেন। সেই শান্তাল রাজই তীরন্দাজী ও গোলন্দাজী ক'রে মগ দূর করেছিল। তুমি এসেছিলে? তোমাকেই লোকে শান্তালরাজ ব'লত? শান্তাল রাজই শচীপতি জান্‌লে কি আমি তোমায় ছাড়ি? নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তাম। নিশ্চয় আমি তোমাকে আন্‌তাম। যাহা হউক তুমি ভয় ক'রনা। রামদেব আশুক্রোধী। নলডাঙ্গার লোক আছে। রাণী বুদ্ধিমতী। রামদেবেরও রাগ গেলে খুব ভাললোক, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তোমার স্ত্রী ভগ্নীর উপর কোন অত্যাচার হ'বেনা। রামদেব যদি কিছু ব'লে থাকে তবে সে ভয় দেখান কথা। তারপর বৈদ্যের ঘরের মেয়ে বামন কায়েতের মেয়ের মত বোকা হাবা হয় না। আমি রাণী ভুবনেশ্বরীর বুদ্ধিমত্তার কথা শুনেছি। তিনি পাঠান দস্যুর চক্ষে ধুলো দিয়ে বালিকা অবস্থায় বনে পালিয়ে আপন ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছিলেন। তোমার ভগ্নী হরি পাগলীকে আমি খুব জানি। রাণীও সতী সাধ্বী, তাঁদের ছায়া স্পর্শ ক'রে এমন কেহ জগতে নাই।

শ। রামদেব অনেক বিষয়ে উদার আমি জানি। এ একটা বড় স্বার্থ। স্বার্থে লোককে অন্ধ ক'রে। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। রামদেব ভুল ক'রেইত আমার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার ক'রেছে।

সী। বেলা খুব হয়েছে। সবকথা শুনব। সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত ক'র্ব। তুই আর আমি কি দুই? এরাজ্য তোর রাজ্য। তুই সন্ন্যাসীবেশ ছাড়্। চল স্নান আহার করি। আমার তিন রকম খাদ্যের বন্দোবস্ত আছে। লক্ষ্মীনারায়ণ ও দশভূজার বাড়ীর প্রসাদ আছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীরা পাক করেন। বাটীর মেয়েরাও কিছু কিছু পাক করেন। ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ ও বামন ঠাকুরাণীদের পাক খেতেও তোর কোন আপত্তি নাই?

শ। কিছুনা কিছুনা।

অনন্তর ভৃত্যগণ শচীপতির জন্য ভালবস্ত্র আনিল। তাহারা উভয় রাজাকে নানা সুগন্ধি তেল মাখাইল। রাজগণ স্নান আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।





অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

আজ সীতারামের আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহার বাল্যসখা শচীপতিকে পাইয়াছেন। আজ তাঁহাদের অধ্যাপক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশ বাক্যগুলি ভালরূপ মনে পড়িয়াছে। শচীপতি ভাবিতেছেন সীতারামই গুরুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে কার্য্যে পরিণত করিলেন। সীতারাম ভাবিতেছেন শচীই অধ্যাপক মহাশয়ের উপযুক্ত ছাত্র। সে স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সকল দেখাইতেছে। আজ সীতারামের বিশ্রাম নাই। আজ সীতারামের আহারান্তে রাণী মহলে অবস্থিতি করা নাই। আজ দুই বন্ধু আহারান্তে এক পর্য্যঙ্কে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। গৃহের দ্বার রোধ করিলেন। গৃহের বহির্ভাগ হইতে ভৃত্য পাখা আকর্ষণপূর্ব্বক গৃহে বায়ু সঞ্চালন

করিতে লাগিল। সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "শচী। রামদেব তোমাকে বন্দী করিলেন কেন? তুমি বন্দীগৃহ হইতেই বা কি প্রকারে বাহির হইলে?"

শ। রামদেব ভেবেছিলেন আমি আর সুদূর নলডাঙ্গা রাজ্যে আস্‌ব না। সুতরাং তাহাকে যুদ্ধের ব্যয় অথবা অর্দ্ধ রাজ্য আর দিতে হ'বে না; আমাকে যে আস্‌তে লিখিতেন সে বাহ্য সৌজন্য মাত্র। আমি দ্বিতীয়বার এলে রামদেব ভাব্‌লেন আমি অর্থ বা রাজ্যার্দ্ধ ল'তে এসেছি। প্রথমে মৌখিক ভদ্রতা ক'রে আদর যত্ন কর্‌লেন। ক্রমে অপমান ও অনাদর ক'র্‌তে লাগিলেন। আমাদিগকে নজরবন্দী ভাবে রাখলেন; অপমানে আমারও মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। অথবা রাজ্য লোভ আমার কিছুমাত্র ছিল না। রামদেব অসামর্থতা জানাইয়া অর্থ বা রাজ্যার্দ্ধ দিতে পার্‌বেন না বল্লেই আমি ক্ষান্ত হ'তাম। আগুণ জ্বালিবার জন্য রামদেবের অত্যাচারের চরম সীমা দেখবার জন্য আমি রাজসভায় প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ ব্যয় বা রাজ্যার্দ্ধ চাইলাম। রামদেব ক্রোধে অধীর হ'য়ে আমাকে অভদ্রভাবে যথেষ্ট কটূক্তি ক'র্‌লেন এবং সভার মধ্যে শিকলে বেঁধে কারাগারে রাখ্‌লেন। অন্ধকার কারাগৃহে আমার ক্লেশের এক শেষ হ'ল।

আমার সেই ঝণ্টু সর্দ্দারের স্ত্রী পাগল হ'য়েছে। সে যোগিনী সেজে দেশেদেশে বেড়ায় ও কবিতায় কথা ব'লে। কারাবাসের পঞ্চমদিন মধ্যরাত্রে সেই ঝণ্টুর স্ত্রী চাবির দ্বারা দ্বার খু'লে, আলোজ্বেলে আমার শিকল কেটে দেয়। আমাকে সঙ্কেতে বেরিয়ে যেতে বলে আবার চাবি বন্ধ ক'রে এক অশ্বথমূলে যেতে বলে। অশ্বথ তরুমূলে জলন্ত আগুণ ছিল। সে আরও সঙ্কেতে বলে দেয়। ঐ আগুণের নিকটে এক কম্বলের মধ্য হ'তে দুখানি হাতে যে বেশ দেয় তাই পা'র্‌বে। যে

উপদেশ দেয় ক'র্‌বে। সে আশ্চর্য্য কথন। তার মধ্যে আর কিছু নাই, কেবল ছুখানি হাত। আমারে সন্ন্যাসী বেশ দেয়। একটু তাল পত্রে লিখে দেয়। "এই বেশে সীতারামের আশ্রয় লইয়া প্রতিহিংসা লও। আমি সেই হাত এক অদ্ভুত দৈবীহাত মনে কর্‌লাম। সেই শক্তি যোগিনীকে রক্ষা কর্‌বেন ভাব্‌লেম। আমি সেই বেশে তোমার এখানে উপস্থিত। অবশ্য সে সারারাত্র পথ হেঁটেছি।

সী। আমিত পূর্ব্বেই ব'লেছি, তোমার স্ত্রী তাঁর ছায়াও কেহ স্পর্শ ক'র্‌তে পারবে না। দৈবশক্তি তোমার সকলকে রক্ষা ক'র্‌বে। তুমি স্বার্থত্যাগী পরোপকারী, বিনয়ী, জীতেন্দ্রিয় বীর। তোমার সহায় সম্বলের অভাব কি? তুমি জলে ডুব্‌বে না, আগুনে পুড়্‌বে না। যে শক্তি প্রভাবে প্রহ্লাদ কোথাও নষ্ট হয় নাই, যে শক্তি প্রভাবে ধ্রুব বাল্যে হরিদর্শন লাভ ক'রেছিল, যে শক্তি সাধনা ক'রে রাম সাগরজলে পাথর ভাসিয়েছিলেন, যে শক্তি সঞ্চার করে, অর্জ্জুন মাতা কুন্তীকে সহস্র সহস্র দৈব স্বর্ণচম্পক সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন, শক্তিধর হ'য়ে নন্দসুত গোপাল গিরিগোবর্দ্ধন ধ'রে রেখেছিলেন, যে শক্তির কণামাত্র পেয়ে রাধা সূক্ষ্ম কেশের উপর দিয়ে গমন করে ছিদ্র কুম্ভে জল এনে ছিলেন, যে শক্তি বদ্ধ হ'য়ে জহ্নু মুনি জাহ্নবীকে পান করে ফেলেছিলেন, যে শক্তি হৃদয়ে পোষণ ক'রে দধিচি দেবকার্য্যে স্বীয় মেরুদণ্ড দিতে সাহস ক'রেছিলেন, সেই শক্তি নিরন্তর তোমার অলক্ষিতে তোমার রক্ষণার্থ নিয়োজিত আছে।

শ। তুমি ব'লেছ, তোমার রাজ্য আমার রাজ্য। তোমার সব, আমার সব। আমিও সেইরূপ বলি আমার প্রশংসা তোমার প্রশংসা। আত্মপ্রশংসা ক'র আত্ম হত্যা ক'র্‌না। এখনকার পরামর্শ কি তাই স্থির কর।

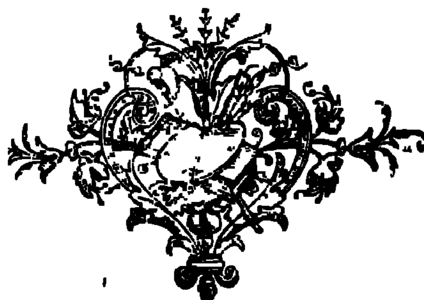
সী। আমিত আত্মপ্রশংসা ক'র্‌ছি না। তোমার স্ত্রী ভগ্নীর বিষয়ে উৎকণ্ঠা দূর ক'রবার জন্য কয়েকটা কথা ব'ল্‌লেম। যে দেবতা যোগিনীকে কারাগৃহে পাঠিয়েছেন, সে দেবতার কম্বলাবৃত দুইখানি হাত তোমাকে সন্ন্যাসীবেশ দিয়েছেন, সেই দেবতাই তোমার স্ত্রী ভগ্নীকে রক্ষা ক'রেছেন। যদি আমি তোমাকে দু'একটা প্রশংসার কথা ব'লে থাকি, সে তোমাকে উৎসাহ দিবার জন্য। তুমি পূজ্যপাদ গুরুদেবের উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রলে।

ন। তুমি কর নাই? তুমি এদেশের দস্যু দমন ক'রেছ। মগ, পর্ত্তুগীজ তাড়াচ্ছ। এ অরাজক দেশে রাজ্য স্থাপন ক'রে প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ক'র্‌ছ। তুমি কত লোকের যে কত উপকার কর্‌ছ তা বলে শেষ করা যায় না। স্বয়ং ভূষণার ফৌজদার তোমাকে ভয় করেন। তোমার আধিপত্যের বৃদ্ধি এখন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হ'য়েছে। আমি প্রথম বারে এদেশে এসে লজ্জায় তোমার সহিত দেখা করি নাই। যখন আমি জানলেম, এদেশে মগ তাড়ানোর লোক থাকা সত্বেও আমাকে মগ তাড়ানোর জন্য ফৌজদার নিয়োগ ক'র্‌লেন, তখন আমি ইহার কারণ জান্‌তে অভিলাষী হই। আমি জান্‌লেম ফৌজদারের ইচ্ছা তোমাকে দেখান তোমার ন্যায় অনেক লোক তাঁর হাতে আছে। তখন আমি লজ্জিত হ'লেম। তখন আমি ভাব্‌লেম বন্ধুর কার্য্য না ক'রে আমি তাঁহার পরাক্রম প্রকাশে বাধা দিলেম। এবারে এসেই তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রামদেব আস্‌তে দেয় নাই।

সী। বাজে কথার আর কাজ নাই। কাজের কথা বলা যাউক। তোমার ন্যায় একজন লোক আজকাল এদেশে প্রয়োজন হ'য়েছে। তুমিও এদেশেই থাক। রামদেবের রাজ্য আমার রাজ্যের পাশে। রামদেবের রাজ্যে আমার রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর শান্তি স্থাপিত।

তাঁহার সৈন্য সামন্ত অতি অল্প। আমার বিশহাজার বেলদার সৈন্য সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমার দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আজ্ঞামাত্র যুদ্ধে যেতে পারে। আমি দুদিনের মধ্যে সমগ্র নলডাঙ্গা রাজ্য তোমাকে নিয়ে দিতে পারি। চল একটা শুভ দিন দেখে নলডাঙ্গা রাজ্যে প্রবেশ করি। তোমার অপমানের প্রতিশোধ লই। তোমাকে নবগঙ্গা নদীতীরে আমার রাজধানীর নিকটেই রাজধানী ক'র্‌তে হবে তুমি আমার নিকটে থাক্‌লে আমার অনেকটা সাহস থাকে।

শচীপতি সীতারামের কথায় আর প্রতিবাদ করিলেন না। সেই দিন অপরাহ্নে সীতারামের সভায় সীতারামের দ্বার পণ্ডিতগণ যুদ্ধ যাত্রার শুভদিন স্থির করিয়া দিলেন। সীতারামের রাজধানীতে "সাজসাজ" রব উঠিল। দশ সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী নলডাঙ্গা রাজ্যে প্রবেশ করিতে স্থিরীকৃত হইল।





ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নলডাঙ্গা রাজধানী।

শচীপতি বন্দিগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। কারাগৃহে শচীপতিস্থলে এক পাগলিনীকে পাওয়া গিয়াছে। কারাগৃহ যেরূপ তালাবন্ধ সেইরূপ তালাবন্ধই ছিল। কারাধ্যক্ষের কোটীসংলগ্ন চাবী কোটী সংলগ্নই ছিল। শচীপতির পলায়ন এক অদ্ভুত ব্যাপার। কারাগৃহের কিঞ্চিৎ দূরে এক অশ্বত্থ মূলে সেই পাগলিনী যোগিনী মৃত্তিকায় ত্রিশূল প্রোথিত করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়াছিল। দুইখানি হস্ত একখানি কম্বলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া সঙ্কেতে যোগিনীর সহিত কথা বলিতেছে। কারাধ্যক্ষ ও অনেক প্রহরী সেই দুই অশ্চর্য্য হস্ত দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সুন্দররূপে দেখিয়াছেন হাত দুখানি মাটি হইতে বাহির হইয়াছিল। তন্নিম্নে কোন মানুষ ছিল না। শচীপতির পলায়নের পর সে স্থান অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সে স্থানে ভূগর্ভে এমন কোন গর্ত্ত ছিল না যে কোন মানুষ পলাইয়া থাকিতে পরে। কেহ

কারাধ্যক্ষ ও প্রহরীগণের কথা বিশ্বাস করিতেছে, কেহ সে কথার কিছুমাত্র প্রত্যয় করিতেছে না। রামদেব ক্রোধবশে সভায় যাহাই বলুন শচীপতি ও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোন অত্যাচার করিবার ইচ্ছা ছিল না। শচীপতি বন্দী হওয়ার পর রামদেব স্ত্রীলোকের দ্বারায় শচীপতির বাসা বাটীর সন্ধান লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ভগ্নীকে আর সে গৃহে দেখা যায় নাই। শচীপতির দাসদাসীগণ সকলেই সে বাটীতে ছিল কিন্তু কেহই রাণী ও হরিমতীর সংবাদ বলিতে পারিল না। স্বয়ং রামদেবের রাণী শচীপতির রাণীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিবার মানসে শচীপতি বন্দী হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাসা বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, তিনিও রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতীর কোন সন্ধান পান নাই। প্রহরিপরিবেষ্টিত বাটী হইতে দুইটী কুলললনার অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ারও একটী আশ্চর্য্য কাণ্ড।

সকলে যে যাহাই বলুক রামদেব কোন কাণ্ডকেই আশ্চর্য্য মনে করিতেছেন না। তিনি ভাবিতেছেন ষণ্টুর স্ত্রী কৃত্রিম পাগলিনী ও ভণ্ড যোগিনী। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষণ্টুর স্ত্রী উৎকোচে কারাধ্যক্ষ ও প্রহরিগণকে বাধ্য করিয়া সকলকে সরাইয়াছে। রামদেবের সকল ক্রোধ যোগিনীর উপর। তিনি যোগিনীর হস্তপদ এক দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন। তাহার কটীদেশ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহাকে শিকারী কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন। যন্ত্রণায় দুষ্টারমণী সকল কথাই প্রকাশ করিবে।

রাজার এই দণ্ডাজ্ঞার কথা প্রকাশ হইবার পর রাজধানীতে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। অনেকেই জানিয়াছিল যোগিনী পাগলিনী। অনেকেই জানিয়াছিল যোগিনী আমলকী, হরিতকী বহড়া প্রভৃতি ফল ও দুর্ব্বাঘাস এবং বিল্বপত্র খায় আর কিছুই খায় না। এইরূপ সামান্য দ্রব্য অনাহার

করিয়া ও যোগিনীর ক্ষীণ দেহে দেবদুর্লভ রূপলাবণ্য থাকায় অনেকেই তাহাকে দেবতা মনে করিত।

যোগিনীর দণ্ডের সময় উপস্থিত হইল। রাজ সভার অদূরে একগর্ত্ত কাটা হইল। তিনটী শিকারী তীক্ষ্ণদশন ভীষণদর্শন অভুক্ত কুক্কুর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তথায় আনা হইল। রাজা স্বয়ং ভৃত্যগণের সহিত রুদ্ধদ্বার অন্তঃপুরের কক্ষ হইতে যোগিনীকে আনয়ন করিতে গমন করিলেন। রামদেবের সহধর্ম্মিণী পতির পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "নাথ! এই যোগিনী প্রকৃতিই পাগলিনী। এ মানবী কি দেবী! বুঝা ভার। এ হরিতকি আমলকি আর একটু জল খায়, তথাপি ইহার রূপ লাবণ্য দেবীর মত। আপনি ব'লেছেন এক বাগ্‌দি কন্যা আপনার জীবন দান ক'রে। এই সেই ঝণ্টুর স্ত্রী। এ একে স্ত্রীলোক, তাহার উপর আপনার জীবনদাত্রী। এ কিছুই করে নাই। ইহার কিছু করার সাদ্ধিও নাই। আমার বিশেষ অনুরোধ ইহাকে যন্ত্রণা দিয়ে বধ ক'রে স্ত্রীবধ ও কৃতঘ্নতা পাপ ক'রবেন না।" রাজা রাণীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, যোগিনী হস্ত পদের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ত্রিশূলহস্তে দণ্ডায়মান আছে। সে রাজাকে দেখিয়া সহাস্যে গাহিতে লাগিল :—

আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।
আমায় দণ্ডিবে রাজা সাধ তব মনে!
আমি কিছু করি নাই শুনতো শ্রবণে॥
গুরু বলে হৃদিমাঝে অসাধ্য সে সাধে।
সর্ব্বাপদে তরি আমি তাইতে অবাধে॥

ফেলি লৌহ বেড়ি ছিঁড়ি বিশ্বাসের ভরে।
দেব শক্তি সংসারেতে সকলেই ডরে।
আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।

রামদেব। আর ভয় দেখাতে হ'বে না। গুরু দেবতা, দেবশক্তি সব এখনই দেখা যাবে।

এই কথা বলিয়া রামদেব স্বহস্তে সবেগে আকর্ষণ করিয়া যোগিনীকে গৃহ হইতে বহির্গত করিলেন। তিনি স্বহস্তে দৃঢ় শৃঙ্খলে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিলেন। তিনি সবেগে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বধ্যভূমে লইয়া চলিলেন। রাজা রাণীর অশ্রুপ্লাবিত মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না।

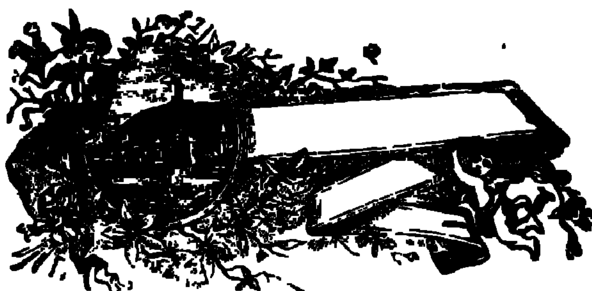
বধ্যভূমিতে যাইবা মাত্র যোগিনী রাজার হস্ত হইতে ছুটিয়া গেল। সে অনায়াসে হস্তপদের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিল। সে বিষম উন্মত্তের ন্যায় ত্রিশূল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মুক্তকেশে সদর্পে ধরাপৃষ্ঠে পদাঘাত করিতে লাগিল। সে গাহিতে লাগিল :—

গুরু আশীর্ব্বাদে আমি সদা লভি জয়।
শত মত্ত হস্তী বল মম সম নয়॥
মিছে কেন রাজা তুমি এই গর্ব্ব কর ?
অকারণ কর কেন এত আড়ম্বর॥
মরার আসিলে দিন মরিব আপনি।
রাজা যাবে আমি যাব যাবে রাজরাণী।
আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।

যোগিনীর ক্ষীণ দেহে এত শক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। অকস্মাৎ দিনের সেই এক প্রহর বেলার সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বসুন্ধরা আবৃত হইল। ঘনঘন ভীষণ ভূমিকম্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। প্রলয়কাল যেন উপস্থিত হইল। সকলেই বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতে লাগিল। রাজবাড়ীর সম্মুখস্থিত বেগবতী নদীর পরপারস্থিত রঙ্গমহল সুন্দর অট্টালিকা হুড়মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল! সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল। ভূমিকম্প থামিল। যোগিনীকে কেহ আর তথায় দেখিতে পাইল না। বহু সন্ধানে আর কেহ কোথায়ও তাহাকে পাইল না। প্রায় দুই দণ্ড পরে আবার সূর্য্যরশ্মি পরিদৃশ্যমান হওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকার দূরীভূত হইল। সমবেত জনগণের বিস্ময়ের সীমা থাকিল না। রামদেবের হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হইল।

পণ্ডিতগণ এরূপ অন্ধকার হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন সে দিন অমাবস্যা। একজন প্রাচীন জ্যোতিষী চিন্তা করিয়া বলিলেন, পঞ্জিকাকারগণের ভ্রম হইয়াছে। বোধ হয় গ্রহণজনিত সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হওয়ায় এরূপ অন্ধকার হইয়াছে।





চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শরগুনায়।

দয়াল চাঁদ ভট্টাচার্য্য শরগুনাগ্রামে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। তাঁহার বহু জজমান ও বহুশিষ্য। দয়াল চাঁদের দুইটী পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গদাধর শিরোমণির বাটীর উপরেই চতুষ্পাঠী আছে এবং তিনি বহুছাত্রগণকে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন। দয়াল চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র জটাধর ন্যায়রত্ন নবদ্বীপে তাঁহার অধ্যাপকের চতুষ্পাটীতে অধ্যাপকতা করেন। দয়ালের অনেকগুলি পৌত্র ও পৌত্রী। সুরধুনী দয়ালের একটী পৌত্রীর নাম। মেয়েটির বয়স পাঁচ বৎসর। সে সাহসী, অমায়িক, সরল ও মিষ্টভাষী। দয়ালের প্রচলিত নাম দয়াল চাঁদ হইলেও তাঁহার ভাল নাম দেবীপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ছিল।

আজ একপক্ষ হইল দয়ালের বাটীতে নবদ্বীপ অঞ্চলের দুই শিষ্যা আসিয়াছেন। শিষ্যা দুইটী কুট্টালী ও দজ্জরা। সুরধুনী তাহাদের খুব বাধ্য হইয়াছে। সুরধুনী তাঁহাদিগকে পিসি বলিয়া ডাকে। তাঁহারা যে সময়ে আহার করে, সেই সময়ে আহার করে। সে তাঁহাদের দ্বারায় চুল বাঁধায়, এবং তাঁহাদের নিকট উপকথা শুনে।

এই দুই শিষ্যার নাম সারদা ও বরদা।

সারদা সুরধুনীর কেশ বন্ধন করিতেছেন। বরদা দয়ালচাঁদের স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য একখানি সুন্দর কাঁথা সেলাই করিতেছেন, সুরধুনীর মাতামহী নিকটে উপবিষ্টা আছেন, সুরধুনী কহিল, "ঠাকুর মা! ছোট পিসি মা এমন সুন্দর ক'রে চুল বেঁধে দিচ্ছেন, চুল বান্ধার পরে আমি আর এ ময়লা ডুরে খানা প'র্‌ব না। আমায় এক খানা ভাল ধোপা বাড়ীর কাপড় পর্‌তে দিতে হ'বে।"

সুরধুনীর পিতামহী কহিলেন, "তোর কাপড় দিয়ে আর আমি বয়ে আসিতে পারি না। তোর কি আর ধোলাই কাপড় আছে যে দিব? যে খান ধোলাই কাপড় আস্‌বে সেই খানাই দুদিন পরে ময়লা ক'র্‌বি।" সুরধুনী অল্পদিন হইল প্রতিবেশী দুইটী কন্যার বিবাহ দেখিয়াছে, একটী কন্যা আইবড় ভাতে ও ফুলশয্যায় সুন্দর সুন্দর বহুমূল্য একশত আট খানি কাপড় পাইয়াছে। তাহার বিশ্বাস বিবাহ হইলেই অনেক বস্ত্র লাভ হয়। সে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "কাপড় দিতে না পার একটা রাজা বর এনে আমার বিয়ে দাও। আমি কত কাপড় পাব এখন।" পিতামহী কহিলেন, "রাজা বরত ঠিক করাই আছে, বিয়ে ক'রলেই পারিস।"

সুরধুনীর পিতামহ এই সময়ে সেই গৃহের পশ্চাৎদিকে বেগুণ ক্ষেত হইতে বেগুণ তুলিতেছিলেন। তিনি এই কথোপকথন শুনিয়া সহাস্যে

বলিলেন, "বুড়ীর এখন অরুচি হ'য়েছে সে এখন বর বিলাতে ব'সেছে।" সুরধুনী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর মা তোমার বিয়ে হ'য়েছে নাকি? তোমার রাঙ্গা বর আছে? তুমি কাপড় পেয়েছ? তার দুই একখানাও আমাকে দিতে পার।" সুরধুনীর এই কথায় তাহার পিতামহ, পিতামহী, সারদা ও বরদা হাসিলেন। সুরধুনীর বড় রাগ হইল। সে দৌড়াইয়া পিতামহের নিকটে যাইয়া তাহার কাপড় টানিয়া বাড়ীর উপর লইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "দেখ ঠাকুর দাদা এই ঠাকুর মা বুড়ি বড় দুষ্ট হ'য়েছে। ইহার রাঙ্গা বরের কথা আমাকে বলে না। ওর বিয়ের কাপড় একখানা আমাকে প'র্‌তে দেয় না। এমন কি দেখ্‌তেও দেয় না।" পিতামহ কহিলেন, "বুড়ীর পাকা চুল গুল মুটে মুটে ছিড়্‌তে আরম্ভ কর। আর গোটা কয়েক শক্ত শক্ত কিল বুড়ীর পিঠে মার। তাহলে সব দেখাবে, সব বলবে।" এমনিই রক্ষা নাই তাহার উপর পিতামহের আদেশ পাইয়া সুরধুনী একেবারে সকল গুলি কেশ উপড়াইবার উপক্রম করিল। বৃদ্ধা নিরুপায় হইয়া পরিধানের অতি মলিন বস্ত্র দেখাইয়া বলিলেন, "এই আমার বে'র কাপড়, আর অই বুড় মিনসে আমার বর। তোরও ঐ বর ঠিক ক'রেছি।"

সুরধুনী তখন ক্রোধে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, "শুনেছ ঠাকুর দাদা! পোড়ারমুখো বুড়ী বলে কি? তুমি নাকি মিন্‌সে? তুমি নাকি আমারও বর, ও পোড়া বুড়ীরও বর।" দয়ালচাঁদ রোরুদ্যমানা পৌত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, "ও বুড়ীর কথা শুনন', ওর কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই। আমি তোমার খাসা রাঙ্গা বর এনে দিব ও বুড়ীর বরও দেবনা বিয়েও হবে না।"

সুরধুনী পিতামহের সান্ত্বনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃরায় চুল বাঁধিতে ও আলতা পরিতে বসিল। তাহার পিতামহ পিতামহী স্ব স্ব কার্য্যে গমন

করিলেন। সুরধুনী আবার প্রশ্ন করিল "পিসিমা তোমাদের বিয়ে হয়েছে? রাজা বর আছে? কাপড় পেয়েছ?"

সারদা ও বরদা উত্তর করিলেন, "হঁা।" সুরধুনী আবার বলিতে লাগিল, "পিসিমা তোমার বাড়ী যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যাবেত? তোমাদের বেশ চুল, ও গুলি যদি আমার পা পর্য্যন্ত পড়ে, তোমাদের মুখের হাতের পায়ের রং একটু কালো, তোমাদের হাটু হইতে মাজা পর্য্যন্ত রং যদি সকল গার মতন হইত, তাহলে তোমরা দুর্গা পুজার জোড়া দুর্গা হতে।"

বরদা। সে কি সুরধুনী? আমাদের গায়ে কি দুই রং? মানুষের গায়ে কি দুই রং থাকে? আমার মা, খুড়িমা, দিদিমা এদের সকলেরই গায় এক রং। বোধ হয় তোমাদের দেশে দুইরঙ্গা মানুষ, আমাদের দেশে একরাঙ্গা।

সারদা। আমারও একরঙ্গ।

সুরধুনী। মিছে কথা, মিছে কথা। হাটুর কাপড় বা তোমাদের মাজার কাপড় একটু সরাইয়া আমি দেখাতে পারি তোমাদের দুই রং।

বরদা। তা হতে পারে মানুষের যে জায়গা সর্ব্বদা কাপড়ে ঢাকা থাকে সে জায়গায় রং একটু পরিষ্কার থাকে।

সুরধুনী। তা হ'লে মা খুড়িমার মাজা হঁাটুর রং অন্য রকম হয় না কেন?

সারদা দেখিলেন সুরধুনী অল্পবয়স্কা বালিকা হইলেও তাহাকে নিরস্ত করা সহজ নহে। তিনি বলিলেন, "দেখ মা সুর এই দুই রং আওলা মানুষ বড় অকপালে, আমাদের দুই রং যদি কাহারও কাছে বল তা হ'লে তোমার ঠাকুর মা ঠাকুর দাদা আমাদিগকে তাড়িয়ে দিবেন। তোমার গল্প শুনারও হ'বে না।"

সুর। না পিসি মা আমি কারো কাছে ব'লব না। মা খুড়ি মা

দিদি মা কেউ ভাল মানুষ না। কেউ আমাকে ভালবাসে না। কেউ আমাকে উপকথা শুনায় না। আমাকে পুতুল গ'ড়ে দেয় না। আমার ফুলের মালা গেথে দেয় না। ফুল তুলে দেয় না। উঁচু গাছ হইতে ফুল পেড়েও দেয় না। আমি তোমাদিগকে ছাড়বনা, কোথায়ও যেতে দিবনা। আর একটা কথাও পিসিমা মনে পড়েছে। তোমরা ঘোমটা দিয়ে থাকো, তোমাদের কাণের পিঠের রংও বেশ সুন্দর।

বরদা। তা আমরা ঘোমটা দিয়াই থাকব, তোমাকে আমরা বাড়ী যাওয়ার সময় নিয়ে যাব। আরও কত ভাল পুতুল ও পুতুলের কাপড় দিব। এক বাক্স গওনা দিয়ে তোমার সকল গা সাজিয়ে দিব। দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রাজা বর এনে বিয়ে দেব। রাঙ্গা কালা, হলদে সবুজ বেগুণে সাদা রঙ্গের তিন বাক্স কাপড় দিব। বাড়ীতে দালান কোটা করে দিব।

সুরধুনী এই সকল কথা শুনিয়া যারপর নাই সুখী হইল। সে হাঁসি হাঁসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার গলায় কি কি গওনা দিবে? আমার দালান কোঠা আওলা বাড়ীতে তোমরা ঠাকুর মা, মা, খুড়িমা সকলে যাবেত?"

সারদা। তোমার গলায় চিক, কণ্ঠমালা, পাঁচনহরী, ছেলেহার, মড়াহার দিব। হাতে বালা, চুরি, লবঙ্গ ফুল, নারিকেল ফুল, অনন্ত, তাবিজ, বাজুও দিব। তোমার সর্ব্বাঙ্গে সোনা রূপা দিয়া মুড়ে দিব।

সুর। আমি সে সকল গওনা গায় দিয়ে, পাছা কাপড় প'রে তোমাদের কোলে উঠে পাকড়াসী বাড়ী, সাবাড়ী, বাড়ুয্যে বাড়ী বেড়াতে যাব।

বরদা। তা যাইও। গহনার কথায় সুরধুনীর এত আহ্লাদ হইল যে, সে ছুটিয়া দিদি মাতা ও খুড়ি মাতাকে এই সব জানাইতে দৌড়িল।

সারদা বরদার গা টিপিয়া বলিলেন, "জ্বর খুব ধরেছে। এখনই সাবধান হওয়া উচিত।"

বরদা। এখনই সারছি। কেশুড়ের গাছ, হাঁড়ির কালী, আর কাগজি লেবু এ বাড়ীতেই আছে। আজ রাত্রেই সারতে হ'বে।

সারদা। কি ভাগে কি দিতে হয় জানত?

বরদা। কাল কেশুড়ের রসে লেবু গুলিলেই হ'ল। লেবুর রস অল্প।





একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নলডাঙ্গায়।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন ও নলীমাধব সেন ভজন সর্দ্দারকে সেনাপতি, লাণ্ট্ পেণ্ট্, কালু ও মালুকে সেনানায়ক করিয়া ছয় সহস্র সৈন্যসহ আসিয়া নলডাঙ্গা রাজধানী অবরোধ করিয়াছে। রামদেব দুই সহস্র সৈন্য রাজধানী রক্ষার জন্য রাখিয়া, বহু সহস্র সৈন্যসহ সীতারাম ও শচীপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। রামদেবও যোদ্ধা কম নহেন, তাঁহার সৈন্য সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। কৌশলে ও কূট মন্ত্রণায় রামদেব সীতারাম শচীপতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। তাঁহার পায়রার দল প্রতিদিন রাজধানী হইতে গোপালপুরে ভ্রমণ করে এবং গোপালপুর হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই পারাবত দলই পত্রবাহক। রাজারামদেব প্রতিদিন দুইবার রাজধানীর সংবাদ পাইতেছেন।

সীতারাম ও শচীপতি নলডাঙ্গার অনেক রাজ্য জয় করিয়া লইয়াছেন। সেই গ্রাম সকল দুই পরগণায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং পরগণা দুইটীর নাম হইয়াছে ভড়ংতে জয়পুর ও নান্দুয়ালী। ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নবগঙ্গা নদীতীরে শচীপতির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থান মনোনীত করা হইয়াছে। অনেক তৃণগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েক লক্ষ ইষ্টকও টালী প্রস্তুত ও দগ্ধ করা হইয়াছে। দীর্ঘিকা পুষ্করিণী খনন জন্য খনক সংগৃহীত হইয়াছে। সীতারাম ও শচীপতি অট্টালিকা নির্ম্মাণে স্তম্ভ রোপণ ও দীর্ঘ পুষ্করিণীর স্থান নির্ণয় করিবার জন্য নান্দুয়ালীতে আসিয়াছেন। সীতারামের সেনাপতি রামরূপ ঘোষ ও সেনানায়ক রূপ চাঁদ ঢালী গোপালপুরে নবগঙ্গা নদীতীরে অবস্থান করিতেছে। রাজা রামদেবের সৈন্যদল গোপালপুরের প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছে।

ভজন একেবারে নলডাঙ্গা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত।

রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, শচীপতি সীতারামের সহায়তা লইয়া বহু গ্রাম জয় করতঃ গোপালপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা রামদেব তাহাদিগের গতিরোধ করিবার জন্য গোপালপুরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্মুখ যুদ্ধ এখনও হয় নাই। পাগলিনী যোগিনীর দণ্ড হইবার উপক্রমে নানা বিঘ্ন হইয়াছে। যোগিনী পলায়ন করিয়াছে এবং সে নিরুদ্দেশ। যে রাত্রে প্রহরীগণ ও কারাধ্যক্ষ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত দুইখানি হস্ত দর্শন করে এবং তন্নিকটে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম্মুখে যোগিনীকে দেখে, সেই দিনই কারাগার হইতে শচীপতি পলায়ন করেন। রাণী ভুবনেশ্বরীর ও হরিমতীর কোন সন্ধান এপর্য্যন্ত হয় নাই। রমানাথ যোগিনীর আগমন ও ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হস্তদ্বয়ের উপাখ্যান শুনিয়াই বুঝিয়াছেন, কোন অসাধারণ দৈবী শক্তি শচীপতির সহায় হইয়াছে।

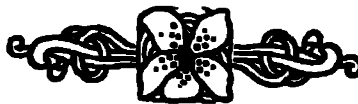
রমানাথ রহস্য করিবার ও ভজন সর্দ্দারের মন পরীক্ষার নিমিত্ত বলিলেন, "নীলমাধব ভায়া? তুমি আর শচীপতি ত হ'লে গৃহ শূন্য। তোমার আমার ও সর্দ্দারের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে এস না আমরা রাজা রামদেবের রাজধানী ভাগ করি। রাজপ্রাসাদের ইটগুলি বেগবতী নদীতে ফেলে দেই। রাজকোষ লুণ্ঠন করি। যোগিনীর প্রতি দণ্ড বিধানের চেষ্টা করা হ'য়েছে, আমরা রাজললনাগণকে সমুচিত দণ্ড দিই।" নীলমাধব উত্তর করিলেন, "আমি গৃহশূন্য হই নাই। শচীপতীরও স্ত্রী বিয়োগ হয় নাই। ভুবনেশ্বরী ও হরিমতী যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই শুদ্ধাচারিণী। তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ ক'রে এমন লোক জগতে নাই।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দ্রমুখী রমানাথের সঙ্গে আসিবার জিদ ধরিয়াছিলেন এবং সঙ্গে আসিয়াছেন। শিবির সম্মুখে কথা হইয়াছিল। চন্দ্রমুখী শিবিরের বস্ত্রান্তরালে থাকিয়া রমানাথকে বলিলেন, "ছি কি কথা বল। রাগে তোমার হিতাহিত জ্ঞান নাই। রাজা বাড়ী নাই, রাণীও রাজপুরীর স্ত্রীলোকদের কোন দোষ নাই। রাজবাড়ীর ইট নদীর জলে ফেলবে, রাজকোষ লুঠবে, স্ত্রীলোকদিগকে শাস্তি দিবে একথা তোমার মত পণ্ডিতের মুখে শোভা পায় না।"

র। তুমি চুপ কর, দেখি কে কি বলে। আমি কি সত্যি সত্যিই এসব ক'র্‌তে যাচ্ছি, ভজন সর্দ্দার কহিল, "আরে পণ্ডিত জি তুই কি মোরে ভীরু কাপুরুষ পেয়েছিস, আমি তেমন আদমি আছি না। আমি জেনানা লোককে কিছু বলি না। মারে মানুষ আমার মার জাতি। তারা আমার মা। আমার রাজা ডাকাত ডাকাইত, সে ডাকাতি করিতে শিখায় নাই। আমরা ইট পাথরে ঘর গড়্‌তে পারি। ঘর ভাঙ্গতে জানি না; মানুষে অনেক দিন খেটে যে বাড়ী ক'রেছে, মিত্রের হউক আর শত্রুরের হউক তাহা ভাঙ্গা মানুষের কাম নয়। অমানুষের কাম

আছে। একটা মানুষের পরাণ দেওয়া যায় না। একটা মানুষকে খুসী করা যায় না। আমি মানুষ মার্‌ব না। মায়ে মানুষ কি পুরুষ মানুষকে দুঃখ দিব না।" কালু সর্দ্দার কহিল, "রাণী মা ও পিসি মার উপর যদি কোন জুলুম হয়ে থাকে, তারা যদি পরাণে ম'রে থাকেন, তাব সর্দ্দার ভাইয়া আমি ও সকল ধর্ম্মের কথা শুনব না।" পেণ্টু, লাণ্টু, ও মালু সমস্বরে বলিল, "হাঁ হাঁ তা শুনব না, শুনব না। মায়ে পুরুষ সব মার্‌ব। রাজবাড়ীতে দীঘি কাটব। গ্রামের পর গ্রাম পুড়াব। আমাদের সোণার মা সোণার পিসি আমাদের লক্ষ্মী স্বরস্বতী না মিলিলে আমরা পাগল হ'ব, ক্ষেপে উঠ্‌ব। বুনার রাগ না বাঘের রাগ হ'বে। আমরা ধর্‌তে পার্‌ব ছাড়তে পার্‌ব না।"

এই সময় শচীপতির স্বহস্ত লিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নযুক্ত দুইখানি পত্র রমানাথ ও নীলমাধবের নিকট আসিল। পত্রে শচীপতি রমানাথকে সসৈন্যে গোপালপুরে যাত্রা করিতে লিখিয়াছেন। সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছে লিখিয়াছেন। শেষাংশে আরও লিখিয়াছেন সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। পুরুষ মহলে বহুবার পঠিত হইল। বস্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে রমানাথও বহুবার পত্র পাঠ করিলেন। "সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল" এই পত্রাংশের অর্থ করা লইয়া গোল বাধিল। রমানাথের দুই ব্যাখ্যা, দুই রাজা ও রাজ সৈন্যগণ কুশলে আছেন। চন্দ্রমুখীর ব্যাখ্যা রাজা, রাণী ও তদীয় সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাণী ও রাজভগ্নী নিরাপদে রাজার নিকটে গমন করিয়াছেন। আমরা দেখিব রমানাথ বড় পণ্ডিত না চন্দ্রমুখী শ্রেষ্ঠতর বিদুষী।





দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নব রাজধানী।

শচীপতির নব নাল্দুয়ালী রাজধানীর স্তম্ভ রোপণ হইয়াছে। নির্ম্মাণ কার্য্য ত্বরিত ভাবে হইতেছে। দীঘি, পুষ্করিণী খনন আরম্ভ হইয়াছে। শচীপতি ও সীতারাম কল্য প্রত্যুষে গোপালপুরে যাইবেন স্থির হইয়াছে। এখন সম্মুখ যুদ্ধ অনিবার্য্য। বৈশাখের প্রথম ভাগ। কাল বৈশাখী আরম্ভ হইয়াছে। প্রবল বায়ুতে প্রস্ফুটিত পুষ্প-কোরক সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় নষ্টপ্রায় হইতেছে। বকুল উড়িতেছে, করবী দুলিতেছে। পূর্ব্ব সুন্দরীগণের মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। রসাল টুপ টুপ করিয়া পড়িতেছে, পনস দোল খাইতেছে, নারিকেল-কান্দি দুলিয়া দুলিয়া বৃক্ষ সংঘর্ষে ঠং ঠং শব্দ করিতেছে। জম্বু পত্রের মধ্য হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। জম্বু মনে মনে বলিতেছে, "বড় হওয়ার মজা ঠিক পাও।" আনারস নিম্নে থাকিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া কহিতেছে, "উপরেও যাইনা, যা শুতাও খাই না।" পেয়ারা সকলের

সকল গোল মিটাইয়া বলিতেছেন, "উপরে উঠতে পার্‌লে, কি বড় হ'তে পার্‌লে কি ছাড়তিশ, বড হতে হলেই বড় বিপদ মাথায় করে লইতে হয়।" তাল গর্ব্ব ভরে বলিতেছেন, "উপরে উঠতে হলেই কি ঘা গুত খেতে হয়, উঠতে জানা চাই।"

এমন সময়ে রাজা শচীপতি এক তৃণনির্ম্মিত বৈঠকখানায় আসিয়া কি কি কৌশলে সম্মুখ যুদ্ধ কর্‌বেন সীতারামের সহিত তাহার পরামর্শ করিতেছেন। একটী সুবেশ সুদৃশ্য বালিকা নির্ভয়ে তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া যুগপৎ উভয়ের হস্ত আকর্ষণপূর্ব্বক বলিল, "পিছে মশায়ারা আছুন, পিছি মারা ডাকছেন। তোমরা কথা কচ্ছ, কথা কচ্ছ, কথা কচ্ছ। তোমাদের কথা আর ফুরায় না, কিছু জল খাওয়া নাই, মুখে চোখে জল দেওয়া নাই, কথাই কচ্ছ।"

সীতারাম বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মা তুমি কে?"

বালিকা চোখ মুখ ঘুরাইয়া হাসি মাখা মুখে বলিল "আমায় চিন্‌তেই পাল্লে না, আমি পিছিমাদের ছঙ্গে এছেছি। পিছিমারা আমায় নিয়ে এছেছেন।"

শচীপতি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "মা তোমার নাম কি?"

বালিকা আবার চোখ মুখ ঘুরাইয়া নির্ভীকে হাঁসি হাঁসি মুখে বলিল, "হুঁ হুঁ আমার নাম কি! পিছিমারা ডাকছেন—এছো এছো, এলেই ছুনতে পাবে। পিছিমাদের কাছে বুঝি আমার নাম ছুন নাই?"

শচীপতি। না, মা। তোমার নামটা বল। তা না হলে আমরা তোমার পিসিমাদের কাছে যাব না।

বালিকা। ইছ, ইছ, পিছিমাদের কাছে বুঝি আমার নাম ছোননি? তোমরা বড় হয়েছ, তাও মায়ের নাম জান না? আমি ছোট, আমার মার নাম জানি। আমার মার নাম ছরছ্‌তী।

সীতারাম। তোমার নামটী কি বলনা মা? আমরা নয় যার নাম নাই জানলেম্,

বালিকা। হো হো হো এরা এরা কেমন লোক, জানে না। আমার নাম ছুর—ছুরধ্বনী—ধুনী, আহ্লাদী, সোয়াগী কত নাম আমার।

সীতারাম। চলনা ভাই ব্যাপারটী দেখি আসি।

এই বলিয়া সীতারাম শচীপতির হস্তধারণপূর্ব্বক অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। বালিকা সীতারামের হস্তধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে চলিল। সে অন্তঃপুরে পদার্পণ করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "পিছিমা, বড় পিছিমা! ছোট পিছিমা! এনেছি এনেছি, ধরে এনেছি। কথা—কথা—কথা—কথাই ফুরায় না। নাম—নাম—নাম আমার নামই জানেন না। একেবারে মা বলেন নামই জানেন না। পিছেমছায়রা পাগল, কিছুই বুঝেন না।"

রাজদ্বয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বরদা মস্তকের উপর অবগুণ্ঠন বস্ত্র তুলিয়া নিকটে আসিয়া শচীপতিকে প্রণাম করিলেন। সারদা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া শচীপতির পদে প্রণত হইলেন। তাঁহারা রাজদ্বয়কে বসিবার জন্য আসন দিলেন। রাজগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রমণীদ্বয়কে চিনিতে পারিলেন না। বরদা সম্মুখের দুইটী দন্তের উপরিস্থিত গজদন্ত নির্ম্মিত আবরণ দুইটী সরাইয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "দাদা আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না?"

শচীপতি সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুই তুই হরিমতী! কোথায় ছিলি? কেমন করে পালালি? ভাল ছিলিত? তোর বৌদিদি কোথায়?" হরিমতী সহাস্যে সারদাকে দেখাইয়া বলিল, "এইত। সে পোড়ার মুখী ঐ কালোটী।"

শচী। তোদের উঁচু দাঁত, কালো রং কি করে দূর হল?

সুরধুনী। পিছে মছায় ওদের সকল গায় রং কালো না, হাটু হতে মাজা পর্য্যন্ত রং বেশ সুন্দর পিছিমাদের। আমি আর আমার ঠাকুর দাদা নিয়ে এয়েছি।

শচীপতি। এস মা এস। বলিয়া বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ভাল কাজ করেছ।

সুরধুনী। আমায় অনেক গওনা, ভাল কাপড় আর রাঙ্গা বর দিবেন ত? আমি কিন্তু ঠাকুর দাদা বর নিব না, সে রাঙ্গা নয়।

শচীপতি ও সীতারাম। দিব দিব নিশ্চয় দিব।

বরদা জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা আপনার সঙ্গে ইনি কে? প্রণাম করিতে পারি কি?"

শচী। ইচ্ছা করিলে পার। ইনি আমার পরম বন্ধু রাজা সীতারাম রায়।

সারদা ও বরদা সীতারামকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। সীতারাম প্রণাম করিতে নিষেধ করিলেন। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন এই সারদা রাণী ভুবনেশ্বরী ও বরদা রাজ ভগ্নী হরিমতী। হরিমতী অপরিচিত রাজার সম্মুখে তাঁহাদের পলায়ন বৃত্তান্ত বলিতে ইতঃস্তত করিতেছিলেন, তিনি ভ্রাতার অনুমতি পাইয়া সবিস্তারে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। "যে দিন আপনি রামদেবকর্ত্তৃক বন্দী হন, সেই দিন আপনি পাল্কী করে রাজসভায় যাওয়া মাত্র এক ভিক্ষুক বৈরাগী আমাদের বাটীতে আসে। ভিক্ষুক অতি প্রাচীন, তাহার এক পা একেবারে শুকনো, খোঁড়া এবং অন্য পায়েও বল কম। ডান হাতখানিও ডান পায়ের মত শুকনো। তার বাঁ চোখ কানা ও সকল গায়ে আচলী। প্রাচীন ভিক্ষুক ভিক্ষা লইতে আসিয়া একখানি

ইটে হোচট লাগিয়া পড়িয়া গেল। সে পড়িয়াই অজ্ঞান হইল। আমি ও বউ দিদি তাকে যত্ন ক'রতে নিকটে গেলাম। ঝিরা জল ও পাখা আন্‌তে গেল, আমরা দুজন ভিন্ন আর কেহ ভিক্ষুকের নিকট না থাকায়, ভিক্ষুক চোখ মেলিয়া, তাহার বুকের কাপড় সরাইয়া, তাহার বুকের উপর লেখা দশমহাবিদ্যার নাম দেখাইয়া বলিল, "হরি আমায় চিনেছিস ত? আমি বাসুদেব রায় চট্টোপাধ্যায়। শচীর অধ্যাপক। আমি কানাও না, খোড়াও না, আমার গায়ে আচলিও নাই। আমি তোদের উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছি। আজ শচীপতি বন্দী হবে, তোদের বিপদ না হলে কলঙ্ক হওয়ার সম্ভব। তোরা আমার ঝোলার কৌটায় রঙ্গে গা কালো কর্‌। দুখানা ময়লা কাপড় আছে পর। ঐ ময়লা কাপড়ের মুড়ায় দুইটা করিয়া গজদন্তের দুইটা বড় দাঁত আছে, তাই দাঁতে বাঁধাইয়া দিয়া বড় উঁচু দাঁত কর। আমার এই ঝোলার মধ্যে দুটো ঝোলা আছে, তাই কাঁধে কর। ভিখারিণী সেজে নদীর ঘাটে যা। নদীর ঘাটে এক বুড়া ঠাকুরের ধান বোঝাই নৌকা আছে। সেই নৌকায় উঠে পড়্‌। সেই নৌকায় গেলে আর তোদের ভয় নাই। সেই বুড়া ঠাকুরের নাম দয়াল চাঁদ ভট্টাচার্য্য, তাঁর বাড়ীতে থাক্‌বি। শচীর সন্ধান পেলে দয়ালকে সঙ্গে ক'রে শচীর নিকটে যাবি। সেই বাসুদেব পণ্ডিত সেই কালো রং নষ্ট করার কথাও শিখায়ে দিলেন। আমরা ঠাকুরের আদেশ মত কাজ কর্‌লেম। এতদিন দয়াল চাঁদ ঠাকুরের বাড়ীতে ছিলাম। তুমি নান্দুয়ালীতে রাজা হ'য়েছ। মহম্মদপুরের দাদা রাজা তোমার সহায় হ'য়েছেন। নান্দুয়ালীতে রাজধানী নির্ম্মিত হ'চ্ছে এই কথা শুনে দয়াল ঠাকুর আমাদিগকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। তিনি এখনও নৌকায় আছেন।"

কথা আরম্ভ হইলে সুরধুনী চুপে চুপে দালান গাঁথা দেখিতে চলিয়া

গিয়াছে। শচীপতি ও সীতারাম হরিমতীর কথা শুনিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। শচীপতি বহুদিন পরে নিরুদ্দিষ্টা, বনিতা ও ভগ্নী পাইয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। সুরধুনী অঞ্চলে খানিকটা লাল গুরকী বান্ধিয়া আবার হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীপতি সুরধুনীকে বলিলেন, "সুর। এই দ্যাখ তোর ছোট পিসির উচু দাঁত, ছুরিতে কেটে ছোট ক'রে দিয়েছি। তোমার বড় পিসির দাঁতও ঐরূপ কর। ওদের গায়ের রং পরিষ্কার ক'রে দাও।"

সুরধুনী বড়বড় দুটা দাঁত খাল রহিয়াছে দেখিল। সে দেখিল তাহার ছোট পিসির দাঁত বেশ ছোট হইয়াছে। সে চমৎকৃত হইল কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, "ছুরি দাও আমি বড় পিসিমার দাঁত কেটে ছোট ক'রে দিচ্ছি। খোইল গোবর দিয়ে গা ধুয়ে তেল হলদি মাখলেই পিসি মারা বেশ সুন্দর হ'বেন।"

শচীপতি। মা সুর তুমি এবাড়ীর কর্ত্তা, যাতে যা হলে ভাল হয় কর। আমরা নৌকা হতে তোমার ঠাকুর দাদাকে নিয়ে আসি।

কৌশলে শচীপতি ভুবনেশ্বরী ও হরিমতীকে কৃত্রিম দাঁত ফেলিয়া কালো রং ধুইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে বলিলেন। ভৃত্যগণকে ডাকিয়া রাণী ও রাজভগিনীর আগমন বিজ্ঞাপন করিলেন, তিনি তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্ত ভৃত্যদিগকে উপদেশ দিলেন। দুই রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে দয়ালচাঁদের নিকট চলিলেন, তাঁহারা অধ্যাপক বাসুদেবের যোগবল ও দৈব শক্তির প্রশংসা করিলেন। বিপদ হইলে তিনি যে দুই প্রিয় ছাত্রকে দর্শন দিবেন বলিয়া ছিলেন, সে কথা অতি সত্য বলিয়া বুঝিলেন।

আজ শচীপতি সীতারাম রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতীর আনন্দের সীমা নাই। রাজভৃত্যগণও রাণীকে পাইয়া যার পর নাই পুলকিত

হইয়াছে। সুরধুনী তাহার পিসিমা দিগের বর্ণ পরিষ্কার হইতে দেখিয়া ও বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে দেখিয়া, যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছে। সে পিসিমাদিগের দুইচার খানি বডবড় গহনা গলায় মাজায় পরিয়া হো হো করিয়া হাঁসিয়া করতালি দিয়া বলিতেছে, "বড মজা বড় মজা বড মজা হায়রে মজা হায়রে মজা।" শচীপতি ও সীতারাম দয়ালচাঁদকে লইয়া পুনরায় সভাগৃহে উপবেশন করিলেন। সুরধুনী হি হি হো হো হা হা করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে যাইয়া বলিল,—"পিছে মশায়রা দাদা মশায় হি হি হো হো হো হা হা হা। বড় মজা বড মজা হায়রে মজা।"

শচী। কি সুরধুনী। কি ব্যাপারটা কি? হি হি হি হো হো হো বড মজা বড় মজা বড় মজা।

সুরধুনী বহুক্ষণ ঐরূপ হাঁসিয়া বলিল, "পিছে মছায়রা ঠাকুর দাদা এছো এছো দেখছে। পিছি মারা আজ লক্ষ্মী প্রতিমা হ'য়েছে। কত গওনা কাপড় প'রেছে। এই যে আমি ক'খানা গওনা পরেছি।

সুরধুনী শুদ্ধমতি সরলা বালিকা, সে হাঁসিয়া ও কথা বলিয়া তাহার হর্ষ প্রকাশ করিতেছে। রাজগণ রমণীগণ ও রাজভৃত্যগণ প্রফুল্লমুখে উজ্জল চক্ষে মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সুরধুনীর আনন্দ প্রবাহ আষাঢের ব্রহ্মপুত্রের স্রোত। অন্য সকলের আনন্দ প্রবাহ অন্ত সলিলা ফল্গুর বর্ষার প্রবাহের তুল্য। সুরধুনীর আনন্দ পরিমেয়, শচীপতির আনন্দ অপরিমেয়। তিনি তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী সতী স্ত্রী ও যত্নশীলা বুদ্ধিমতী ভগ্নীকে সুস্থমনে স্বচ্ছন্দশরীরে পাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন দূরে থাকুক তাঁহদের ছায়াও কেউ দেখিতে পায় নাই। তাঁহাদের জাতিপাত ধর্ম্মনাশ দূরে থাকুক, বিপদপাতের পূর্ব্বেই তাঁহারা নিরাপদ স্থান ও বিশ্বস্ত লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাণী

ভুবনেশ্বরীর হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস চিত্র বা ভাষায় অঙ্কিত বা লেখকের লেখনীতে বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। অগাধ জলধির পূর্ণিমায় উচ্ছ্বসিত জলরাশি এ জলরাশি বিশাল সমুদ্র বক্ষও স্থানের সংকীর্ণতা হেতু স্থান না পাইয়া স্রোতস্বতী বৃহৎ নদী ও খাল মুখে প্রবেশ করিতেছে। সুরধুনীর মুখের হাসি টুকু দেখ খাল মুখের কুল কুল নদী। পতির সহিত মিলনে পতির অভ্যুদয়ে পতির মান সম্ভ্রম পরিরক্ষিত হওয়ায় ও পতির মর্য্যাদা ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা থাকায়, সতীর মনের সুখ পুরুষের অনুমানে বুঝিবার নহে। এ সুখ সাবিত্রী যম [illegible] বিজয়ে একদিন ও এ সুখ দ্রৌপদী ভীমার্জ্জুন কর্তৃক [illegible] পর ক্ষত্রিয় বিজয়ে একদিন, ভীমের হাতে জয়দ্রথের লাঞ্ছনায় দ্বিতীয় দিন, ভীমার্জ্জুন কর্তৃক চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব জয় ও শত্রু দুর্য্যোধনকে উদ্ধারে তৃতীয় দিন, ভীম কর্তৃক কীচকবধে চতুর্থ দিন, ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরাটের গোধন কুরুসৈন্যের হাত হইতে উদ্ধারে পঞ্চম দিন, ও পাণ্ডবগণের কুরুযুদ্ধ জয়ের পর ষষ্ঠ দিন লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাণী শচী ইন্দ্রের বৃত্রাদি অসুরজয়ে বহু দিন লাভ করিয়াছেন। সতী ও লক্ষ্মী এ সুখ দুএক বার পাইয়াছেন বহু রমণীর ভাগ্যে এ সুখ লাভ করা প্রায়ই ঘটে না।





ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তোমরা রাধুঁনী রাখ্‌বে গা ?

সীতারাম ও শচীপতি পুনরায় গোপালপুরে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। দয়ালচাঁদ শচীপতির রাজধানীতে কর্ত্তা ও রমণীগণের অভিভাবক হইয়া রহিয়াছেন। দয়ালের ব্রাহ্মণী ও তাঁহার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ পুত্র কন্যাগণ সহ নান্দুয়ালির রাজধানীতে আনীত হইয়াছেন। লক্ষ্মীর সহচর পরিচারক পরিচারিকা নিরাশ্রয় বিধবা নিরন্ন দরিদ্র কন্যা প্রভৃতি বহুজন আসিয়া শচীপতির অন্তঃপুরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন। দুরন্ত নির্ভীক কন্যা সুরধুনী কখন অনিমেষনয়নে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ দেখিতেছে এবং সুরকির চূর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া আনিতেছে, কখন বা পিসিমাতাদিগের চুল ছিঁড়িয়া, ঠাকুরমার বস্ত্র কাড়িয়া ও খুড়ী মাতার পিঠে কিলাইয়া, নূতন নূতন আবদার করিতেছে। আজ সে নূতন জেদ

ধরিয়াছে। জটাধরের কনিষ্ঠ পুত্রটী কালো। চোনায় তেঁতুল ভিজাইয়া তাহার গায়ে মাখাইয়া খোকাকে সুন্দর করিয়া দিতে হইবে। তাহার পিসিমারা চোনায় তেঁতুল গুলিয়া সেই তেঁতুল গায়ে মাজিয়া সুন্দর হইয়াছিলেন। বালিকার আবদারে কেহ হাসিতেছিল।

আজকাল নান্দুয়ালীর রাজ অন্তঃপুরের কোন গৃহে বসিয়া দুই পরিচারিকা কলহ করিতেছে। কোন গৃহে দুই নিরাশ্রয়া বিধবা পূর্ব্ব দুঃখ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন গৃহে দুই বিধবা স্ত্রীলোক হাস্য পরিহাসে মগ্ন রহিয়াছেন। রাণী ভুবনেশ্বরী ও হরিমতী অন্তঃপুরে প্রধান গৃহে বসিয়া এতক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। সুর ধুনীর আবদার হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্য রাণী বলিলেন, "ও সুরধুনী এদিকে আয়, একখান নূতন কাপড় দিব, একখানা নূতন গহনা দিব।"

সুর মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "যাও আমি আর নূতন কাপড়, গওনা নিব না। আমার রাঙ্গা বর, ছেলে মেয়ে দিলে না, আমি আর তোমাদের কথা শুনব না। রাণী একগাছা নূতন হাঁসুলি দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ্ তোর নূতন হাঁসলি গড়ে এনেছি।"

সুরধুনী আড় চোখে আড় চোখে গওনা দেখিয়া বলিল, "আমি হাঁসলি নিব না। আমার ছেলে নাই, মেয়ে নাই, রাঙ্গা বর নাই। আমার গওনা পরা সাধ মিটেছে।" হরিমতী বলিলেন, "দেখ সুর তুই যে রাঙ্গা বর রাঙ্গা বর করিস্ সে রাঙ্গা বর এলে তোর ঘাড়টী ধরে নিয়ে যাবে। ননদ বাঘিনী তোর বুকের রক্ত চুষে খাবে। শাশুড়ী রাক্ষসী তোকে গিলে ফেলবার চেষ্টা ক'র্‌বে। রাঙ্গা বরে কাজ কি?"

সুরধুনীর ভয় হইল। তথাপি সে আপন মত অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সাহস করিয়া বলিল, "কেন বিনোর ত বেশ রাঙ্গা বর হয়েছে। তাকে

কত গওনা দিয়েছে। দুর্গার বর কালো কিন্তু সেও ত দুর্গার ঘাড় কামড়াইয়া লয় নাই।"

হরিমতী। সকলের ভাগ্যেত সমান বর জোটে না। ভূত, প্রেত, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, কত রকম প্রকৃতির বর আছে। কার ভাগ্যে কি জোটে তাত বলা যায় না" এবার সুরর সত্য সত্য ভয় হইল। সে কাস্তে বলিল, "বর কি সিঙ্গি, বাঘ, ভালুক, ভূত এ সবও হয় নাকি বড় পিসিমা?"

রাণী। তা হয় বই কি মা। কারো ভাগ্যে তাও হয়।

এবার সুরধুনী জড়সড় হইয়া রাণীর নিকটে বসিল এবং মুখ ভার, চক্ষু জলপূর্ণ করিয়া বলিল, "পিসিমা। আমি আর বর চাই না। ও বাবা! বর বাঘ সিঙ্গি হ'বে? ননদ বাঘিনী হ'ব? খাশুড়ি হ'বে রাক্ষসী? আমি বর মোটেই চাই না। ছোট পিসিমা তুমিও বর চেও না। ঠাকুর মা তুমি বুড়ো মানুষ তুমি বরের কথা মুখেও এনে না। আমিও আর আনিব না।" রাণী সুরধুনীর শান্ত ভাব দেখিয়া তাহার কেশ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুরধুনী অশ্রুপ্লাবিত মুখে বলিল, "বড় পিসিমা আমাদের বিনো আর দুর্গা বুঝি নাই। তাদের বর এসে তাদিগকে কাঁদিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারা অনেক দিন আসে না। তাদের খাশুড়ী কি ননদে তা দিগকে খেয়ে ফেলেছে। আমি আর বর চাই না। আমাকে চারিটা ছেলে মেয়ে দেও, আমি তাই ল'য়ে খেলা ক'রবো।"

যৎকালে সুরধুনী আপন মনে এইরূপ বহুবিধ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করিতেছিল, তৎকালে একটী বৃহৎ বোঁচকা হস্তে করিয়া এক কৃষ্ণবর্ণ ঈষৎ স্থূলাঙ্গি, রমণী একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমরা বামনী রাখবে গা?" রাণী ও হরিমতী সেই কামিনীকে নিকটে ডাকি-

লেন। তাহার নামধাম পরিচয় লইলেন। পরিচয়ে জানিলেন আগান্তুক রমণীর নাম গিরিবালা। তাহার পিতৃ মাতৃ উভয় কুল কুলীন। তাহার স্বামীর বহুবিবাহ। দশবৎসরেও স্বামীর সহিত দেখা হয় না। ভ্রাতৃবধূগণ বড় দুরন্ত। ভ্রাতৃগণ বধূদিগের বাধ্য। ভরণপোষণের জন্য গিরিবালাকে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। রাণী ও হরিমতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গিরিবালাকে দেখিলেন, গিরিবালার কৃষ্ণবর্ণ। তাহার দুটী দন্ত গজদন্ত অর্থাৎ তাহার দুটী দন্ত হস্তীদন্তের মত উচ্চ। তাহার বাম চিবুকে একটী বৃহৎ ব্রণের বৃহৎ চিহ্ন। রাণী ও হরিমতী পরস্পর পরস্পরের গাত্র টিপিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। রাণী মনোযোগের সহিত স্বয়ং চুল বাঁধিতে লাগিলেন ও তাহার সহিত কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। হরিমতী স্থানান্তরে গমন করিয়া আবার প্রত্যাগমন করতঃ গিরিবালা ঠাকুরাণীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিমতী বলিলেন, "আচ্ছা গিরিবালা তুমি কি বেতন চাও?" গিরিবালা বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আপনারা আমার পাক খেয়ে যে মাহিনা ঠিক ক'রে দেবেন তাহাই নিব।"

হরিমতী। আমরা যদি তিনকড়া কানাকড়ি ঠিক করি?

গিরি। আমি গরীব লোক, আমাকে ঠাট্টা কর্‌বেন না। আচ্ছা আপনারা যদি তিনকড়া কানাকড়ি দিয়ে সন্তুষ্ট হন, আমি তাই নিব।

হরি। তুমি থাক্‌বে কোথায়?

গিরি। এই রাজবাড়ীর যে ঘরে থাকতে বলেন সেইখানে থাক্‌ব।

হরি রাণীর ও আপন উত্তম শয্যা দেখাইয়া বলিলেন, "এই ঘরের এই খাটে অথবা ঐ ঘরের ঐ খাটে যদি আমরা থাক্‌তে বলি?"

গিরি। আমি আবার বলি। আমি গরীব লোক আমায় ঠাট্টা

করবেন না আপনারা অনুমতি করলে এ সকল খাটেও শুতে পারি, আমিত বামনের মেয়ে

হরি। আমাদের বর ঘরে এলে?

গিরি। তা কি আপনাদের সইবে?

হরি। আচ্ছা তোমার কাঁথা বালিশ কোথা?

গিরি। তা বাড়ী রেখে এসেছি।

হরি। বাড়ী না পথে? কাঁথা বালিশ পাবে কোথা?

গিরি। আবার কাঁথা বালিশ করে নেব।

হরি। পুরাণ কাঁথা ছেড়ে আবার এ বয়সে আর একখানা কাঁথা করবে?

গিরি। দরকার হলেই ক'রতে হয়

হরি। আর ক'খানা কাঁথা তোমার লাগবে

গিরি। তা দুখান পাঁচখান লাগতে পারে। আমি ভাল কাঁথা করতে পারি। আমার কাঁথা দেখলে আপনারাও তা ধরে টান পড়াপড়ি ক'রবেন।

হরি। পুরাণ কাঁথা আর ব্যবহার ক'রবে না?

গিরি। আমার পুরাণ কাঁথাখানি বড় ভাল, সেখান যদি আনতে পারি আপনাকে দিব।

হরি। আমার লেপ আছে। কাঁথা চাই না।

গিরি। তা বড় শীতে লেপ ব্যবহার ক'রবেন। বরং আর বসন্তে অল্প শীতে সেই সুন্দর কাঁথাখানি আপনি ব্যবহার ক'রবেন।

হরি। আচ্ছা তুমি আর দুখান কাঁথা কর। তার পরে দেখা যাবে। তোমার সঙ্গে কি হয়েছিল? তোমার দাঁত দুটো উঁচু কেন?

গিরি। আমার চলে বড় একটা ফোড়া হ'য়েছিল। আর এ ছুটীকে গজদন্ত বলে।

হরিমতী, "কেমন গজদন্ত দেখি" বলিয়া সবেগে গিরিবালার গজদন্ত আকর্ষণ করিলেন এবং গজদন্ত খসিয়া আসিল। গো মূত্রে গোলা তেঁতুল হরিমতীর হাতে মাখন ছিল। তাহা মুখে ঘর্ষণ করিয়া তিনি হাত কালো করিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "এ গিরিবালা ঠাকরুণ এত বিধির সৃষ্টি দাঁত'না? এ দেখি তোমার নিজের সৃষ্টি, আর তোমার মিস্‌মিসে কালো রং দেখছি গ'লে, এই যে আমার হাত কালো হয়ে গিয়েছে। তুমি ঘামলে তোমার রং গলে। তাই তোমায় বিদায় দিয়েছে।" রাণীভুবনেশ্বরী তখন গিরিবালাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "সখি। আমরা যেন দায়ে ঠেকে সং সেজে ছিলাম। তুমি সং সেজেছ কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমরা তোমায় চিন্‌তে পার্‌ব না? তুমি আসামাত্র আমরা তোমায় চিনেছি।"

গিরি। তোরা সং সেজেছিলি, আমিও এদেশে আসার সময় যদি কোন বিপদে পড়ি এই ভয়ে সং সাজার উপকরণ এনেছিলাম; পাল্কী চড়ে তোদের কাছে আসার সময়ে তোদের পরীক্ষা করার জন্য সং সাজতে সাধ হ'ল।

হরি। তুমি ব'স্ আমি এখন তোমার বাড়ির শয়নের কাঁথার চেষ্টায় যাই।

গিরি। ব'স্ হরি বস্ নিজের কাঁথা ছেড়ে দিয়ে পরের কাঁথার চেষ্টায় যেয়ে কাজ নাই।

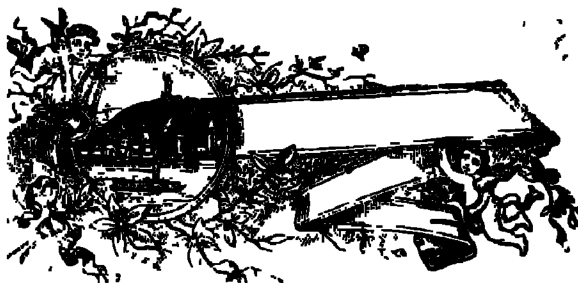
পাঠক চিনিয়াছেন, এই আগন্তুক রমণী আমাদের রমানাথ ন্যায় পঞ্চাননের সহধর্ম্মিণী চন্দ্রমুখী দেবী। রমানাথ গোপালপুরে আসিয়াছেন চন্দ্রমুখী নান্দুয়ালীর রাজধানীতে প্রেরিত হইয়াছেন। বহুদিন পরে

তিন সখীর মিলন হইল। সকল সুখ দুখের কথা হইল। রাজবাটীর সকল ললনাগণ সমবেত হইলেন। আমোদ আহ্লাদের সীমা রহিল না। বিদ্রূপ রহস্যের ইয়ত্তা থাকিল না। আজ রাজধানীতে নূতন আমোদ, নূতন উৎসব। সুরধুনীর খুল্লতাত পত্নী সহাস্যমুখে বলিলেন আজ হ'তে বাঁচলেম। আমাদের হাতের হাতা বেড়ী নামলো। তিন কড়ার কেনা বামুন ঠাকুরাণী আজ হ'তে রাঁধবেন।" চন্দ্রমুখী সহাস্যে বলিলেন, "আমার রাঁধা খেলে স্বামীগুলো অবাধ্য হ'য়ে যায়।"

সুরধুনীর খুড়ী। তোমার বাধ্য হবেত?

চন্দ্রমুখী তোমাদের উপায়? তুমিও ঐ দলে মিশলে নাকি?





চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধি।

রাজা সীতারাম ও শচীপতির অনুপস্থিতিকালে রাজা রামদেবের দূত তাঁহাদের শিবিরে আসিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছে। সীতারামের বুদ্ধিমান সেনাপতি রামরূপ ঘোষ ওরফে মেনা হাতি দুই রাজাই শিবিরে নাই এ কথা প্রকাশ না করিয়া পদাতিক সৈনিকের নায়ক রূপ চাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিয়াছেন যে, বিবেচনা করিয়া সে প্রস্তাবের উত্তর এক সপ্তাহ মধ্যে দেওয়া হইবে। এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। সীতারাম ও শচীপতি শিবিরে আসিয়াছেন। আজ প্রাতে দলে দলে কুলীন ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সীতারামের শিবিরে আসিতেছেন। সীতারাম সযত্নে কুলীন ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত উপযুক্ত আসনাদি দান করিতেছেন।

সীতারাম ও শচীপতি ভক্তিভাবে সকল ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করিতেছেন। দ্বিজগণ রাজগণের বিনয়, নম্রতা ও শিষ্টাচারে যারপর নাই প্রীত হইলেন।

আগন্তুক ব্রাহ্মণ দলের মধ্যে বয়সে প্রবীণ, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র তর্ক রত্ন বলিলেন, "আমি চমৎকৃত হচ্ছি, আপনাদিগের ন্যায় শিষ্ট, বিনীত ও নম্র রাজদ্বয়ের সহিত আমাদের পরম ধার্ম্মিক সমাজপতি রাজা রামদেবের কেন বিরোধ উপস্থিত হইল? আমরা রাজা রামদেবের দূতস্বরূপ আপনাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। এ দেশে রাজা রামদেব এক মাত্র ব্রাহ্মণ নরপতি,। তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা নাই তিনি অকাতরে সকল জাতীয় ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, গুণী, জ্ঞানী, লোকদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেছেন। বহুদেবালয় নির্ম্মাণ ও দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননেও তাঁহার বহু অর্থব্যয় হইতেছে। প্রজাদিগের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য তিনি বহু পাঠশালা; মোক্তাব ও চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিতেছেন। আপনারা দুই রাজাও বঙ্গের দুই বীর চূড়ামণি, আপনাদিগেরও ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বীরত্বের পরিসীমা নাই। আপনারা উভয়ে দস্যু দমন করিয়াছেন। রাজা সীতারাম পোর্ত্তুগীজ ও মগ, এবং রাজা শচীপতি বর্গি ও মগের সহিত বহুযুদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের বিনীত প্রার্থনা আপনাদিগের মধ্যে সখ্য স্থাপনা ও আপনারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।" রাজা সীতারাম বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আপনারা দেশের শান্তি ও সুখপ্রার্থী দ্বিজগণ। আপনাদের প্রস্তাব সৎ ও মহান। মন্দে মন্দে দ্বন্দ্ব হয়। মন্দে ভালতেও দ্বন্দ্ব হয় এ কথা ধ্রুব সত্য। ভাল লোকে ভাল লোকেও দ্বন্দ্ব হয়। ভাল লোক মন্দ হ'তে বেশী সময় লাগে না। আমাদের দেহগুলি ছয়টী দুরন্ত রিপুর বাসভবন। ইহারা কখন্ কাহাকে কোন্ দুস্তর পাপসাগরে মগ্ন ক'রে তাহার ঠিক

নাই। রাজা রামদেব ভাললোক আমি জানি। তাঁহার সৎকর্ম্মও অনেক আছে সত্য। লোকে কথায় বলে মুনীদেরও ভ্রম হইয়া থাকে। কেবল শিবের ভুল হয় না এই কথাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু সেই শিবের নাম ভোলানাথ। শিবের ত পদে পদে ভুল দেখি। শিব হরির মোহিনী বেশ দেখিয়া ভ্রমে পড়িয়া পাগল হইলেন। শিব জীবহীতা কাঙ্ক্ষী দেবকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ রতিপতিকে ভ্রমে পড়িয়া ভস্ম করিলেন। শিব ভ্রমে পড়িয়া সতীর অনুরোধে সতীকে দক্ষ যজ্ঞে পাঠাইয়া স্বয়ং সতীবধের কারণ হইলেন। শিব ভ্রমে পড়িয়া অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বিব্রুব্ধাবাতে কর্ত্তব্য ভুলিয়া পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ পুত্র বধের পথ মুক্ত করিয়া দিলেন। অভ্রান্ত শিবের এইরূপ ভুল। রাজা রামদেবের ভুল হবে তাহাতে ত আর আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।"

রাজা শচীপতি সসম্ভ্রমে বিনীতভাবে বলিলেন, "আমাকে সুদূর রাঢ় দেশ হ'তে বহু সৈন্যসহ রাজা রামদেব এদেশে লইয়া আসেন। আমিও তাঁহাকে নলডাঙ্গার রাজা করিতে আসি। আমার রাজকোষে তখন কিছুমাত্র অর্থ ছিল না। আমি সম্পূর্ণ ঋণ করিয়া সেই প্রবল বাহিনী গঠনপূর্ব্বক এদেশে আসি। আমি মগদিগের সহিত যুদ্ধ করলেম এবং রামদেব ফৌজদারে, সহায়তা লইয়া নলডাঙ্গা রাজ্যের রাজা হ'লেন। আমি দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামদেব রাজকোষে অর্থ না থাকাতে আমাকে রাজ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ দিবেন অঙ্গীকার কর্‌লেন। আমি নিরাপত্যে দেশে চলে গেলাম, কিন্তু আমার সৈনিক ও সেনানায়কগণ দুঃখিত হ'লেন। আমি দেশে যেয়েই বর্গী যুদ্ধে প্রচুর অর্থ পেলাম। বর্গীগণ লুণ্ঠন ক'রে যে অর্থ পেত, তা তারা সঙ্গেই রাখত, আমার সুযোগ্য দেওয়ানও আমার অনুপস্থিতকালে আমার বহু ঋণ শোধ ক'রে ছিলেন। আমার যুদ্ধঋণ সহজে শোধ হয়ে গেল। বর্গীযুদ্ধে আমার একজন

অতিপ্রিয় বিশ্বস্ত সেনানায়ক ঘণ্টু সর্দ্দারের মৃত্যু হ'ল। আমি শোকে অধীর হ'য়ে পড়লেম। বন্ধু রামদেব পুনঃ পুনঃ আমাকে নলডাঙ্গা রাজ্যে আসতে লিখলেন। আমি কেবল মনটী ভাল করার, জন্ম এদেশে এলাম। আমি রাজ্যার্দ্ধ ল'ব, অথবা যুদ্ধের ব্যয় আদায় ক'র্‌ব আমার আগমনের এ উদ্দেশ্য ছিল না। রামদেব আমাকে সাদরে গ্রহণ কর্‌লেন কিন্তু পরে আমাকে পদে পদে অপমানিত ও নজরবন্দীভাবে বন্দী কর্‌লেন। আমি প্রকাশ্যে বন্দী হওয়ার জন্ম, প্রতিশ্রুত রাজ্যার্দ্ধ চাইলেম। আমাকে নারপর নাই কটূক্তি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নির্জ্জন কারাবাসে রাখলেন। আমার স্ত্রী ভগিনীকে পর্য্যন্ত অপমান কর্‌তে উদ্যোগী। ভগবানের কৃপায় আমরা রামদেবের গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ কর্‌লেম। সেই দয়াময়ের কৃপায় আমি বন্ধু রাজা সীতারামের সহায়তা পেলাম। আমার অতি প্রিয় বিশ্বস্ত সৈন্যগণও আমার বিপদাশঙ্কা ক'রে, ত্বরিতগমনে এদেশে এসে উপস্থিত হ'ল। সেই সর্ব্বশক্তিময়ের শক্তি পেয়ে আমি এখন তৃণখণ্ডবৎ রাজা রামদেবকে ফুৎকারে উড়াতে পারি। আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার ক'রেছেন, তাহাতে সহসা ক্ষমা ক'রতে প্রবৃত্তি হয় না। সকলেরেই রক্তমাংসের শরীর। এই মাত্র আমার বন্ধু রাজা বলেছেন দুর্দ্দান্ত ষড়রিপু দেহে বাস করে। ক্ষমা মানবের ভূষণ। স্বার্থত্যাগ নরজীবনের দেবদুর্ল্লভ গুণ। আমার কখন রাজ্যলিপ্সা ছিল না। পৈত্রিক জমিদারী আমি বিক্রয় ক'রে ফেলেছিলাম। আমি ভূসম্পত্তিকে আকর্ষণ করি না, সম্পত্তি আমাকে আকর্ষণ করে তাহাতে ডুবাতে চায়। আমি এদেশের রাজ্যার্দ্ধে রাজা হ'ব এ আশা আমারও মনে কখন ছিল না, এখনও নাই। মগ পর্ত্তুগীজের অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের প্রতি আমার বদ্ধমূল ঘৃণা হ'য়েছে। আমি মানব জাতির অহিতাকাঙ্ক্ষী অত্যাচারীকে

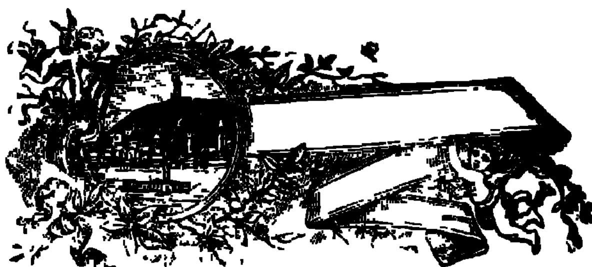
দেখ্‌তে পারি না। মগপর্ত্তুগীজ দমনের প্রবল বাসনা আমার মনে আছে"।

"আমার প্রতিহিংসা লইবারও ইচ্ছা নাই। রামদেব আমার প্রতি যতদূর অত্যাচার করুন, আমি তাহার প্রতিহিংসা লইব না। প্রতিহিংসা লইব না বলিয়া আমি আত্মাদর ও আত্মসম্মান ভুলিব না। প্রতিহিংসা লওয়া, আর আত্মাদর ও আত্মসম্মান রক্ষা করা এক কথা নহে। প্রতি-হিংসায় রাজা রামদেব পদচ্যুত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইতে পারেন। আত্মদারও আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখার অনেক বিধান আছে। আপনারা দেশের মান্যগণ্য বিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোক, আপনারা আমার অপমানের প্রতিবিধান করুন। আমার অপমানের প্রতিবিধান হ'লে আমি রাজা রামদেবের নিকট যুদ্ধব্যয় কপর্দ্দক চাহিব না। তাঁহার রাজ্যার্দ্ধ চাহি না। আমি প্রফুল্লচিত্তে আমার সৈন্যগণ ল'য়ে স্বদেশে ফিরে যেতে পারি।"

ব্রাহ্মণ-গণ রাজা সীতারাম ও রাজা শচিপতিকে "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-গণ রাজা সীতারাম ও উভয় দলের সেনানায়কগণ ক্ষমা প্রার্থনাই রামদেবের উপযুক্ত দণ্ড মনে করিলেন। রাজা রামদেব কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় ভ্রমে পতিত হইয়া এই অসাধু কর্ম্ম করিয়াছেন স্বীকার করিলেন। অবিলম্বে রাজা রামদেবকে শচিপতির শিবিরে আনয়ন করা হইল। তিনি সবিনয়ে কাতরতার সহিত অশ্রুবিমোচন করিতে করিতে স্বয়ং পাষণ্ড ও কৃতঘ্ন বলিয়া আত্ম তিরস্কার করিলেন। তিনি আন্তরিক দুঃখ ও মনস্তাপ প্রকাশ করিলেন। তিনি কাতরে করযোড়ে তাঁহার কৃত অপমানের জন্য শচিপতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এরূপ উদ্যোগ আয়োজন ছিল যে, তিনি তন্মুহুর্ত্তেই স্বদেশে যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। তিনি আর

কোন সন্ধি করা শ্রেয়ঃ মনে করিলেন না। রাজা রামদেব রাজা সীতা-রাম ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই শচিপতিকে এই মগ পর্ত্তুগিজ সঙ্কুল দেশে বাস করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। রামদেবের রাঢ়ের যে অংশ শচীপতি জয় করিয়াছিলেন, রামদেব সেই অংশ ও নগদ এক লক্ষ টাকা শচিপতিকে দিয়া সন্ধি করিতে কহিলেন। শচীপতি প্রথমে এদেশে থাকিবেন না এইরূপ আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যখন সকলে মগ পর্ত্তুগিজের অত্যাচার নিবারণার্থে শচীপতির ন্যায় বীর পুরু-ষের এদেশে অবস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বুঝাইয়া দিলেন, তখন শচীপতি এদেশে বাস করিতে সম্মত হইলেন। শচীপতি তাঁহার জয় করা সকল গ্রাম লইলেন না। তিনি ক্ষুদ্র পরগণা ভড়কতে জংপুর ও কয়েকখানা গ্রাম পং নান্দুয়ালির অন্তর্ভুক্ত করিয়া বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি ও তাঁহার স্বদেশীয় ভজন প্রমুখ কয়েক সহস্র সৈনিকের বাস গৃহ নির্ম্মাণ ও কৃষিকার্য্যোপকরণ সংগ্রহ জন্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা লইয়া রাজা রামদেবের সহিত সন্ধি করিলেন। তিন রাজার মধ্যে পুনরায় মিত্রতা সংস্থাপিত হইল। তিন রাজা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শিবির ভঙ্গকরতঃ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।





পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সুরধুনীর বিবাহ।

শচীপতির রাঢ়দেশীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার স্বদেশীয় জমিদারীর রাজ্য কার্য্য শাসন ও পালন করিতে লাগিলেন তিনি স্বয়ং কতিপয় কর্ম্মচারী নিয়োগপূর্ব্বক নব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। নান্দুয়ালী গ্রামে তাঁহার ক্ষুদ্র অথচ সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। তিনি রমানাথ ন্যায়পঞ্চাননের বাসগৃহ ও চতুষ্পাঠী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, নীলমাধব কবিরাজ মহাশয়ের বাসভবন ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। চন্দ্রমুখী ও হরিমতী ভুবনেশ্বরীকে ছাড়িয়া আর স্বদেশে গমন করিলেন না। শচীপতির প্রজাগণ তাঁহার সদাচার ও সুবিচারে তাঁহার অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিসুখ বিরাজ করিতে লাগিল। শচীপতি প্রজাগণের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি

বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বহু অর্থব্যয় করিয়া বহু সুপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্ম অনেক বাজার বন্দর ও হাট বসাইলেন।

শচীপতির নবরাজ্যে ছয়বৎসর বাস করা হইয়াছে। দয়ালচাঁদ সপরিবারে নান্দুয়ালী গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। তিনি রাজদত্ত বহু নিষ্কর জমি ও রাজবৃত্তি পাইয়াছেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় শচীপতির প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইয়াছেন। ভজনপ্রমুখ শচীপতির সৈন্যগণ অল্প শ্রমে বহুশস্য পাইতেছে ও তাহারা এ দেশের প্রচুর মৎস্য ও দুগ্ধ খাইয়া সুখে বাস করিতেছে, এই কয়েক বৎসর দেশে মগ পর্ত্তুগীজের উপদ্রব নাই।

শচীপতির একটী পুত্র ও একটা কন্যা জন্মিয়াছে। পুত্রের নাম পশুপতি ও কন্যার নাম কাদম্বিনী হইয়াছে। তাহাদের বয়ঃক্রম যথাক্রমে ৫ বৎসর ও তিন বৎসর হইয়াছে। রাজা পুত্র কন্যার জাতকর্ম্মে ও অন্নপ্রাশনাদিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। হরিমতীর কোন সন্তান জন্মে নাই।

সুরধুনী তাহার পিতামাতার গৃহে বাস করে না, সে রাজভবনেই বাস করে। সে রাণী ও হরিমতীকে পিসি মা বলিয়া ডাকে। সে আর এখন বর-পাগলা, পুত্র-কন্যার জন্ম লালায়িতা ভবঘুরে বালিকা নাই।

সুরধুনীর বয়ঃক্রম এক্ষণে একাদশ বৎসর। সেই চঞ্চলগতি বালিকার গতি এখন স্থির। সেই চঞ্চল দৃষ্টি বালিকার দৃষ্টি এখন অচঞ্চল। সেই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি বালিকার দৃষ্টি এখন অবনত। সেই উজ্জ্বল নয়ন এখন উজ্জ্বলতর, সেই ধূলীমণ্ডিত রুক্ষ কেশপাশ এক্ষণে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ চিকুরদামে পরিণত হইয়াছে। সেই ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ এখন সৌন্দর্য্যের নিলয় হইয়াছে, সেই ঢিল-বাঁধা বা লাল সুরকির গুড়া বাঁধা অঞ্চল এক্ষণে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। বরের সহিত বিবাহিতা হইলে বহু বস্ত্রলাভ হয়, এ আশা আর তার বড় আশা নাই। বর ব্যাঘ্র, ননদিনী ব্যাঘ্রী ও শাশুড়ী রাক্ষসী এ সব ভয়ে আর তাহার হৃদয় কম্পিত হয় না। সে বর কি বুঝিয়াছে। বিবাহ কি জানিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার নিকট বিবাহের গল্প করিলে সে অনিচ্ছাস্বত্বেও কত আহার করিত, এক্ষণে যে স্থানে বিবাহের কথা হয়, সে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। বিজ্ঞতা! তুমি দুঃখের আকর। অজ্ঞতা! তুমি সুখের নিলয়। বিজ্ঞ স্থবির! তোমার মুখ ম্লান। অজ্ঞ বালক! তোমার মুখ প্রফুল্ল। বিজ্ঞ বাঙ্গালী তোমার মুখকান্তি কালিমাময়। অজ্ঞ কুকী! তোমার মুখের বর্ণ কালো হইলেও তোমার মুখ প্রফুল্লতা-উদ্ভাসিত শরৎকমল। জ্ঞান সুখশান্তির বৈরী। অজ্ঞানতা শান্তি-সুখের বন্ধু। অর্থ অনর্থের মূল, দরিদ্রতা সুখের খনি, যশাকাঙ্ক্ষা হিংসার আশ্রয়। যশোহীনতা ও কীর্ত্তিহীনতা সমবেদনা পাইবার আস্পদ। তাই বুঝি মুনিঋষিগণ দীনভাবে বনে থাকিয়া, যশের ডঙ্কা না বাজাইয়া, কীর্ত্তির কেতু না উড়াইয়া, বিজ্ঞতার পরিচয় না দিয়া, বৃক্ষমূলে বসিয়া কুটীরে বাস করিয়া পুস্তক লিখিয়া ও ছাত্র পড়াইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন? তাই বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য ধন ছাড়িয়া, অট্টালিকা ছাড়িয়া ষড়রিপু জিতিয়া নিজের বুকের ধর্ম্মধন জীবের বুকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

সুরধুনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, রাজবাটীতে রাজব্যয়ে সুরধুনীর বিবাহ হইবে। উপযুক্ত ঘরে উপযুক্ত বর নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। বিবাহের সকলই করিবেন রাজা ও নিলামাধব, কেবল সম্প্রদাতা সুরধুনীর পিতা। কার্য্যে সুখ নাই। সুখ কার্য্যের কল্পনা-জল্পনায়। এই যে সহস্র সহস্র ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নিশাযাপন করিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাদের সুখ পাশে নাই, সুখ পাশের চিন্তায়। এই যে শতশত

যুবক বিবাহের জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, শতপাত্রী দেখিতেছেন, মনে মনে পাত্রীগণের রূপের তুলনা করিতেছেন। সুখ বিবাহে নাই, সুখ বিবাহের চিন্তায়। এই যে শতশত ধনলিপ্সু ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া মাথার ঘর্ম্ম পায়ে ফেলিয়া, স্বাস্থ্যসুখশান্তি বলি দিয়া ইষ্ট ধন লাভের জন্ম লালায়িত হইতেছেন। সুখ সংগৃহীত অর্থে নাই, সুখ অর্থ সংগ্রহের চিন্তায়। এই যে শতশত ব্যক্তি ভূসম্পত্তির অভিলাষী হইয়া, পাপ পুণ্য, সত্যাসত্য, জালজুয়াচুরী পৃথক না করিয়া, যে উপায়েই হউক, যেরূপ চেষ্টায়ই হউক, ক্লান্তভাবে মন ও শরীরকে পরিক্লান্ত করিয়া ভূসম্পত্তি লাভ করিতেছেন। সুখ ভূসম্পত্তি লাভে নাই; সুখ ভূসম্পত্তি লাভের চিন্তায়। স্বাদ গ্রহণের পূর্ব্বে সকল বস্তুই সুস্বাদু বলিয়া মনে হয় এবং আস্বাদনের জন্ম রসনা লালায়িত হইতে থাকে কিন্তু স্বাদ গ্রহণ করিলে সকল দ্রব্যই সকলের ভাগ্যে হয় না এবং স্বাদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সকল আশাই শেষ হয়। অনন্ত আশায় উদ্দীপনা মনুষ্য শরীরের উদ্যম সাহস ও বল, আশার তৃপ্তিই নৈরাশ্য ও অলসতা আগমনের সময়।

সুরধুনীর বিবাহের কল্পনা-জল্পনায় সকলেই সুখী। বহির্ব্বাটীতে সুরধুনীর বিবাহের বাজী বাজনা, নৃত্যগীত দধি, ক্ষীর, সন্দেশ রসগোল্লা বাড়ী সাজান, গ্রাম সাজান, প্রভৃতির আড়ম্বর।। অন্তঃপুরে চ'লেছে— পিঠি চিত্রন, শ্রীগঠন, কুলা অঙ্কন ও জামাতা বৈবাহিকের সহিত কি কি রসিকতা করিতে হইবে তাহার কল্পনা-জল্পনা। আজ রাত্র অন্তঃপুরে সুরধুনীর পিতামহী, মাতামহী, মাতা, খুল্লতাত পত্নী, মাতুলানী, চন্দ্রমুখী, রাণী, হরিমতী, ঘণ্টু সর্দ্দার, ভজন ও কালুর স্ত্রীগণকে লইয়া এক বৃহতী সভা বসিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে কালু সর্দ্দারের স্ত্রী বলিল, "আমাদের শাশুড়ী দিদি শাশুড়ী বেশ আছে দেখছি। কথা কবার মত শালী নাই। এই সর্দ্দারণী জামাই বাবুর শালী হ'লে চ'লবে না?"

চন্দ্রমুখী বলিলেন, "তা চ'ল্‌বে বই কি। আরও শালী আছে। ঐ যে দুই বুড়ী আছেন। ওর একজনের চুল আজও পাকে নাই। উহার বড়জন দিদি শাশুড়ী ও ছোটজন শালী হ'বে।" সুরধুনীর মাতামহী বলিলেন, "আমি কুটুম্বিনী। আমার দলবল কম। বিশেষ আমার মালিক আসেন নাই। আমাকে তোমরা যে পদে রাখ, সেই পদেই থাক্‌তে হ'বে।" সুরধুনীর পিতামহী বলিলেন, "না না ওকে শালী কর্ত্তা হবে না। উনি এখন মালেক বিহীন নৌকা। উনি সুবর সতীন হ'য়ে বস্‌তে পারেন।"

সুরধুনীর মাতা বলিলেন, "সুবর বরের শাশুড়ী হ'বে কে?"

এই সময়ে সুরধুনীর মাতামহ মাতামহী স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। রাণী হাসিয়া বলিলেন, "সুবর বরের প্রথমা শাশুড়ী হ'বেন শ্রীমতী হরিমতী দেবী।"

হরি। একেবারে দেবী করে ফেল্‌লে। আমার আর বেশী উন্নতি হ'লনা। ছিলাম হিঙ্‌ কজ্জলি, পারা গন্ধক প্রভৃতির গন্ধময় নাড়ীটেপা কবিরাজের গৃহিণী। আমাকে সঁপে দিচ্ছিস্‌ এখন নস্যি-টানা নাক ফোত্‌ ফোত্‌ করা বামুনের হাতে। রাজা রাজড়ার হাতে কেহ সঁপে দেয় না।

রা। বেশ্‌, বেশ্‌। এ সাধও মনে আছে? ঘরেই তো তোর দাদা রাজা আছেন। তিনি তিন দেশের রাজা মজুমদার বীরবাহাদুর। তাঁকে গছ্‌লেই পারিস।

চন্দ্রমুখী সুরধুনীর মাতা ও সুরধুনীর খুল্লতাত পত্নী সমস্বরে কহিলেন, "হরিমতী তুমি নিজের কথায় নিজে ঠক্‌লে।"

ভজনের স্ত্রী কহিলেন, "আরে পিসিমা বোকা মেয়ে তুই কি কহিলি? তুই যে আপনি আপনার মাথা কাটিলি।"

হরিমতী অপ্রতিভ হইবার নহে। তাঁহার অপ্রতিভ ভাব ঢাকিবার জন্ত অধিকতর প্রফুল্লভাবে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "ও পোড়ারমুখী রাণী কথটা বাঁকা ক'রে নিলে। "বেঁকা ক'ল্লে সব কথা বেঁকা করা যায়। দেশে কি আর রাজা নাই? দেশে আরও কত ব্রাহ্মণ বৈশ্ব রাজা আছেন।"

রা। যদি সে সাধই থাকে, আর তোমার দাদাকে না গড, তবে আর ছোট ছোট রাজা রাজড়ায় কাজ কি? একেবারে নবাব অলিবর্দ্দি খাঁর বেগম মহলে অথবা সম্রাট বাহার সাহা আলামের বেগম মহলে রেখে আসা যাবে। ছোট ছোট রাজা রাজড়ায় ঘর দিয়ে কাজ কি?

হরি। ওলো থাম্‌লো থাম্। বেগম মহলে যাওয়ার লোক আমরা না। আমাদের তত রূপই নাই। আমাদের—বল্‌ব নাকি, পোড়ারমুখী বলব'।

রা। বল্ পোড়ারমুখি বল্, তাতে যদি তোর মান সম্ভ্রম গৌরব বাড়ে তবে বল্।

ভজনের বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী কহিল. "আরে রাণী মা! আরে পিসিমা! আরে বামন মা! ক্যানে আর তোরা কথা কাটাকাটি করিস? আমরা ছুকরী সাজায়ে নিয়ে গান বাস্ত ক'র্‌তে এসেছি, বল্ গান বাস্ত করি।"

চন্দ্রমুখী গতিক ভাল নয় বুঝিয়া বলিলেন, "বুড়োর মেয়ে তুমি ভাল কথা ব'লেছ। তোমরা নাচ গান কর।"

ভজন, লাণ্টু, পেণ্টু, কালুমালুর স্ত্রী দ্বাদশ হইতে দ্বাবিংশতী বর্ষবয়স্কা অনেক গুলি মেয়ে লইয়া আসিয়াছিল। মেয়েগুলি রঙ্গিন বস্ত্র ও ফুল সাজে সাজিয়াছিল। বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীগণ বসিয়া বসিয়া ও বালিকাগণ নাচিয়া নাচিয়া নানা গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা গাহিতে লাগিল:—

আরে দিদিমণির বিয়ে, আরে ছোট বহিনের বিয়ে,
মোরা সবে খেলব' সুখে হলুদ রঙ্গ নিয়ে,
ব'র ক'রবো লালে লাল, পা ফেলব তালে তাল,
আমরা ভেটবো সবে সুন্দর বরকে লালফুল নিয়ে।
মোরা অনেক মদ খাব, মোরা অনেক মজা পাব,
ঘুরে ঘুরে নাচব' মোরা বরকে মাঝে দিয়ে।
আমরা গাঁথব ফুলের মালা, নিব পুরে ডালা
ঝুলাইব একে এক বরের গলে দিয়ে,
আমরা ছুড়্‌ব কুমকুম, আমরা করবো বহুধুম।
আরে লালে লাল না ভাইলে কিসের বল বিয়ে ?

চন্দ্রমুখী কহিলেন, "ও বুড়র মেয়ে ওকি গান করছ'। দুটো লাল গান ক'রনা ?

ভজন স্ত্রী। আরে বামন মা। এখন লাল গান করিতে সরম করে, বুড়া হ'য়েছি।

চ। আচ্ছা পুরো লাল না গেয়ে, মাঝামাঝি গাও।

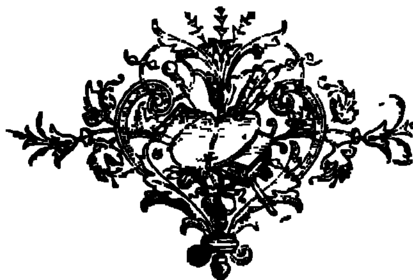
ভজন স্ত্রী। আরে চলমন্। আরে ঝুমন। আরে কামনা! দিদিমা পিসিমা লাল গান গাইতে কইছে। দে বাজিয়ে দেই, নাচ কর।

এই বলিয়া তাহারা আবার গাহিল :—

চাঁপা গাছের মাঝে, চাঁপার কোরক ধরে আছে,
চুষ্ট অলি হেঁসেহেঁসে যাচ্ছে তাহার কাছে।
ও ভাই ছুয়োনা ও ফুল যাবে জাতি কুল,
গোলাপ মল্লিকা কত বনে ফুটে আছে।
অলি কহে হেঁসে পাইনা আমি দিশে
গরব ভরে গরবিনী গর্জ্জে উঠে পাছে।

আমি চাইনা জাতিমান, আমি চাইনা আমার প্রাণ
না খাইলে উহার মধু পরাণ আমার মিছে
অলিবীর দর্প করে অলি সামলে কাপড় পরে,
টোপকে পড়ে ছোকরা অলি কোরকে ঢুকে গ্যাছে।

চারিদিক হতে বাহবা বাহবা পড়িল। তখন ভজনের স্ত্রী ও তাহার সঙ্গিনীগণ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইত্যাকার বহু সঙ্গীত আরম্ভ করিল। পাঠক! মজ্জিত রুচি পাঠক! বিবাহ সঙ্গীত যদি শুনিয়া থাকেন ত'রে এ পুস্তক অশ্লীল বলিয়া দূরে ফেলিবে না। এত ডোম বাগদি ইতর জাতীয়া রমণীদের গান, অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর গৃহে ইহার চেয়ে কদর্য্য লাল সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে।





ষষ্ট চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মগযুদ্ধ।

মহা সমারোহে স্বরধুনীর শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। বরকন্যা গৃহে গমন করিয়াছে। নর্ত্তক, নর্ত্তকী গায়ক বাদকদল এখনও বিদায় হয় নাই। নহবতের সুমধুর বাদ্য বাজিতেছে। এখন নান্দুরালির রাজভবন কুটুম্ব কুটুম্বিনীতে পূর্ণ রহিয়াছে। বসন্তের মধ্য ভাগে রাজবাটীর নিকটস্থ রসাল কাননে রসালতরুমুকুলে মধুপগণ ঝঙ্কার করিয়া কানন মুখরিত করিতেছে। পিকগণ মধুপ ঝঙ্কার ডুবাইয়া দিয়া পঞ্চমে তান ধরিয়াছে। রাজোদ্যানে বিবিধ বর্ণের বিবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া পবনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। পবন কুসুমসুন্দরী গণের কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া কুসুমসুন্দরীগণের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া রমণী জাতির পরম ধন সতীত্ব ধনের ন্যায় তাহাদিগের

সুবাস হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, রাজা শচীপতি কুটুম্ব ও কর্ম্মচারিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এখনও সভামণ্ডপের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। কত হাস্য পরিহাসের তরঙ্গ উঠিতেছে। কত আমোদ উল্লাসের ফুয়ারা ছুটিতেছে।

এমন সময় ক্ষিপ্রগতিতে সেই পাগলিনী যোগিনী সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া উচ্চরবে গাহিতে লাগিল :—

আমায় চিন্‌তে পারনি, আমি পাগলিনী।
ঝণ্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥
নিজ চো'খে দেখে এনু দাঁড়াইয়ে মাঠে।
এসেছে অনেক নৌকা বৈরয়ের ঘাটে॥
তীর ধনু অসি চর্ম্ম ল'য়ে রণগণ।
এসেছে নিরীহ প্রজা করিতে হনন॥
নিবে অর্থ, নিবে ধন, নিবে কুলনারী।
এমন ভীষণ দৃশ্য সহিতে না পারি॥
গড়িছে মশাল তারা ধুনো তেল দিয়ে।
প্রজার লইবে ধন তাহাই জ্বালিয়ে॥
বড় বড় বহু তরী দূরে দূরে আছে।
আসিতে আসিতে সাজ হবে কাছে কাছে॥
ধর অসি লহ চর্ম্ম পর বীর বেশ।
কাটিয়া শত্রুর শীর রক্ষা কর দেশ॥
তুমি রাজা সদাশয় অগ্রগণ্য বীর।
রণক্ষেত্রে শুনি তুমি রাজা যুধিষ্ঠির॥
"সাজ সাজ" কর রব বাজাইয়া ডঙ্কা।
যাও চলি রণস্থলে ঘুচাইয়া শঙ্কা॥

আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী।
বন্টুর গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী॥

পাগলিনীর গান শুনিয়া সকলেই ভয়ে ভীত হইলেন। শচীপতি জানিতেন এ যোগিনী কখনও মিথ্যা কথা বলে না। তিনি জানিতেন এ পাগলিনী হইলেও মানবজাতির হিতকারী। সত্য সত্য শচীপতির রাজধানীতে সাজ সাজ সাজ রব উঠিল। শচীপতির উচ্চ প্রাসাদ শিখরে ঘন ঘন নাগরাধ্বনি হইতে লাগিল। সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতে পাঁচশত অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য সমবেত হইল। দুই সহস্র পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া শচীপতি নবগঙ্গা নদীর উত্তর তীর দিয়া বড়ই গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নব গঙ্গার দক্ষিণ দিক দিয়া ভজন এক সহস্র অশ্বারোহী ও দুই সহস্র পদাতিক লইয়া শ্রীকুন্তি গ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিল। নীলমাধব হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভজনের অনুগমন করিলেন। বড়ই গ্রামের নিকটে নদী গর্ভে কিছু দূরে দূরে বঙ্গদেশীয় নৌকা দেখিতে পাইলেন। শচীপতির অনুচর যাইয়া দেখিয়া আসিল, নৌকাগুলি বঙ্গ দেশীয় হইলেও তাহার আরোহীগণ মগ। শচীপতি নিঃশব্দে গ্রামের সন্নিকটে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। গ্রামের সাহসী লোকগণও তাঁহার সহিত যোগদান করিল। পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল মগগণ যে পারেই নৌকা হইতে অবতরণ করুক, শচীপতি পর পারে সৈন্যগণ নদী পার হইয়া মগতরি হস্তগত করিয়া পর পারের সৈন্যগণকে সাহায্য করিবে।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। রজনী নিস্তব্ধ ও ঘনান্ধকারময়ী হইয়া উঠিল। বায়ুর শন্‌শন্, পতিত বৃক্ষপত্রের শড়্ শড়্, ঝিল্লীগণের ঝিঁ ঝিঁ, সারমেয়গণের কেঁউ কেঁউ, ফেরুপালগণের ক্যা হুয়া রব্ ভিন্ন জগতে আর কোন রব থাকিল না। এমন সময়ে চল্লিশ খানি বৃহৎ নৌকা

হইতে, প্রায় দুই সহস্র সশস্ত্র মগ মশালের আলোক জ্বালিয়া বরই প্রাবাতিমুখে ধাবিত হইল। শচীপতি সসৈন্যে তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। ঘনঘন সাঙ্কেতিক সিঙ্গাধ্বনি হইতে লাগিল। পরপার হইতে বিষাণ ধ্বনিতে সে ধ্বনির উত্তর করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল।

তখন নদীপার হইয়া মগ তরীগুলি হস্তগত করতঃ প্রভাতকালে মগ সৈন্যের পশ্চাৎদিক আক্রমণ করিল। এপার আততায়ী মগ রামদাসবড়ুয়া। রামদাস অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ সুকৌশলী যোদ্ধা। এতক্ষণও যুদ্ধে রামদাসের জয়ের আশা ছিল। এতক্ষণ শচীপতিও রামদাসকে কেবল বাধা দিতে-ছিলেন। এতক্ষণও রামদাস ভাবিয়াছে যুদ্ধে অশিক্ষিত গ্রামের লোকেরাই তাহাকে বাধা দিতেছে। এক্ষণে উভয় দিক হইতে শচীপতি ও তজন সিংহবিক্রমে রামদাসকে আক্রমণ করিলেন। ঘূর্ণিবায়ু উপস্থিত হইলে কদলি তরু যেরূপ ভূতলশায়ী হইতে থাকে, রামদাসের সৈন্যগণও সেইরূপ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। রামদাস দেখিলেন, তাঁহার জয়ের আশা ত নাইই, জীবনের আশও তিরোহিত হইল।

অরুণদেব তাঁহার শ্বেতাশ্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব গগণ লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া এই বিভীৎস দৃশ্য লোকচক্ষুর গোচর করিবার জন্য উদয়াচলে ধীরে ধীরে দর্শন দিলেন। কর্ত্তব্যনিষ্ট বিহঙ্গমকুল এ দুর্দ্দিনেও অরুণের স্তুতি গীত গাহিতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইল। রাম-দাস বেণু ধ্বনি করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া সন্ধির শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিলেন। তিনি শচীপতির চরণে লুণ্ঠিত হইয়া হতাবশেষ সহস্র সৈন্য লইয়া স্বদেশে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। পরম দয়ালু শচীপতি রাম-দাসকে নিরস্ত্র করিয়া কুড়িখানি নৌকায় একমাসের আহারীয় দ্রব্য দিয়া তাহাদিগকে দেশে যাইবার অনুমতি দিলেন। রামদাস অবশ্যই প্রতিজ্ঞা

করিলেন, তিনি আর জীবনে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবেন না। এবং নিরীহ বাঙ্গালী প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবেন না। এক প্রহর বেলার মধ্যে রামদাস মৃত মগ সৈনিকগণকে সমাধিস্থ ও সৎকার করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের বিজয়বার্ত্তা বহন করিয়া নীলমাধব হস্তীপৃষ্ঠে অগ্রেই নাজুয়ালী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন। শচীপতি প্রাতঃকালেই রামদাসের কুড়িখানি নৌকা, মগ অস্ত্র শস্ত্র ও ধনরাশী রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিজয়ী শচীপতি সন্তুষ্টচিত্তে প্রফুল্লহৃদয়ে জয়োল্লাস করিতে করিতে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।





সপ্ত চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

শচীপতি রাজধানীতে আসিলেন। তিনি সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধ-বেশ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার দক্ষিণ বাহুমূলে একটী সূক্ষ্মাগ্র মগ শরফলক বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি আকর্ষণ করিয়া ফলক বাহির করিতে পারিলেন না। ফলক অধিকতর মাংসমধ্যে প্রবেশ করিল ও অসহ্য যন্ত্রণা হইল। এতক্ষণ যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় শচীপতি শরফলক বিদ্ধ হইবার যন্ত্রণা অনুভব করেন নাই। নীলমাধব ক্ষতস্থান একটু কাটিয়া সূক্ষ্মাগ্র শোন দ্বারা ফলক বাহির করিলেন। কিন্তু যন্ত্রণায় রাজার স্বর্ণবর্ণ দেহ নীলবর্ণ হইল, মুখ ফেনায় মান হইল এবং রক্তবর্ণ চক্ষুতে তন্দ্রার ভাব লক্ষিত হইল। নীলমাধব ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "বিষাক্ত শরফলকের বিষ রাজদেহে প্রবেশ করিয়াছে। বিষ ফলকের মুখে ছিল না, ফলকের গোড়ায় ছিল। ফলক আকর্ষণ করায় বিষ দেহে প্রবেশ করিয়াছে।"

ন্যায়পঞ্চানন ক্ষতস্থান চিরিয়া দিয়া জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। নীলমাধব বিষ-দোষাপহারী ঔষধ রাজাকে সেবন করাইলেন। গঙ্গাধর ও জটাধর পণ্ডিতদ্বয় রাজার মস্তকে ও বক্ষে ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিতে লাগিল। ভজন বন্ত নামক বৃক্ষের পত্র আনিয়া তাহার রস রাজার সর্ব্ব শরীরে মাখাইল ও নাসারন্ধ্র দিয়া মস্তকে প্রবেশ করাইল। কালু সর্দ্দার কেলে গোড়ার পাতা, লতা ও মূল ছেঁচিয়া রাজাকে খাওয়াইল, রাজা অচেতন হইলেন। রাজবাড়ীতে হাহাকার রব উঠিল। সকলেই স্ব স্ব প্রয়োগ করা ঔষধের ফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন অপরাহ্ন কালে রাজার জ্ঞান হইল। কিন্তু কম্প দিয়া জ্বর আসিল। রাজার দেহের বর্ণ ফিরিল না। নীল-মাধব হতাশ হইয়া ঔষধ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ভজন কালু এখনও আশা ছাড়ে নাই। কালু আবার কেলে গোড়ার রস খাওয়াইল। ভজন বন্ত বৃক্ষের পাতার রস পুনরায় গায়ে মাখাইল। রাত্রে নীলমাধব আয়ু-র্ব্বেদ খুলিয়া বসিলেন। ভজন ও কালু সকল বৃদ্ধ বৃদ্ধা ডোম বাগদী ডাকাইলেন। রজনী সমান ভাবে কাটিয়া গেল।

প্রাতে সকলেই দেখিলেন রাজার দেহ নীলবর্ণই আছে। সর্ব্বশরীর ফুলিয়াছে। জ্বরের তাপ অত্যন্ত অধিক। রাণী ভবনেশ্বরী শ্বেত প্রস্তর-ময়ী দেবীর ন্যায় ও হরিমতী লক্ষ্মী প্রতিমার ন্যায় রাজার উভয় পার্শ্বে বসিয়া রাজার শুশ্রূষা করিতেছেন। নীলমাধব বলিলেন, "শরকলকের বিষ সর্পবিষ নহে। তীব্র উদ্ভিজ্জজাতীয় বিষ। আমার ঔষধে কোন ফল হয় নাই। উদ্ভিজ্জ জাতীয় বিষ হইলেও, সর্পবিষ অপেক্ষা শীঘ্র প্রাণনাশক। ভজন ও কালুর ঔষধে রাজার জীবন এতক্ষণ রক্ষা করিয়াছে। পরিণামে কি হয় বলিতে পারি না।"

এক প্রহর বেলার সময় রাজার আবার জ্ঞান হইল। কালু আবার

ঔষধ খাওয়াইল। রাজা বলিলেন, "ভজন ও কালু। আর ঔষধ কেন? আমায় বিদায় দাও। শরীরে বড় যন্ত্রণা—বড় বিষ। তোমাদের অনুগ্রহে তোমাদের সহায়তায় সব আশা পূর্ণ হ'য়েছে, শেষ এক আশা, এক ইচ্ছা (ক্ষীণকণ্ঠে) একবার সেই বাল্যগুরুর চরণদর্শন।"

রাণী ও হরিমতী উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন। রাজা আবার অচৈতন্ত হইলেন। চন্দ্রমুখী ও স্তায়পঞ্চানন, গঙ্গাধর ও জটাধর ও তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীগণ অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ।

মধ্যাহ্নকাল আসিল। রাজার আবার জ্ঞান হইল। এক শীর্ণকায় জটাজুটধারী, গৈরিক-বসন-পরিহিত, বিভূতিমণ্ডিত-দেহ, সিঁন্দুর অনু-লিপ্ত ললাট, ত্রিশূলপাণি সন্ন্যাসী আসিয়া, স্বীয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করতঃ রাজার মস্তকসন্নিকটে উপবেশন করিলেন। তিনি রাণীর হস্তে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গুড়া অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই শেষ ঔষধ। ঈষদুষ্ণ একপোয়া দুধের সহিত সেবন করাও। যদি শচী রক্ষা পায় তবে ইহাতেই পাইবে।"

রাণী ধীরভাবে অথচ ক্ষিপ্রতার সহিত রাজাকে ঔষধমিশ্রিত দুগ্ধ খাওয়াইলেন। দুই দণ্ড পরে রাজার আবার জ্ঞান হইল। রাজা সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "প্রভো। আপনি কে, আমি চিনিতে পারিলাম না।"

শচী। যাকে মনে ক'রেছ, আমি সেই তোমার বাল্যগুরু।

শ। গুরো! পদরজ দিয়া বিদায় দিন।

গুরু পদরজ দিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "শচী! প্রাণের শচী! গুণবান শচী! বজ মাতার সাধু পুত্র শচী! তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে। যখন তুমি ও সীতারাম আমার চতুষ্পাঠীতে পড়, তখন তোমাদের একাগ্রতা, মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, গুরুভক্তি প্রভৃতি গুণ দেখে মুগ্ধ হই।

আমি তোমাদের ভাগ্যগণনা করি, গণনায় দেখি তুমি তিন রাজ্যের রাজা, এবং সীতারাম স্বাধীন রাজা হইবে। আমার স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই ছিল না, আমি তোমাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতাম ও করি। গণনার ফলে আমি জানিয়াছিলাম সীতারাম একছত্রা ভারতবর্ষের দিল্লীতে রাজা হ'বে এবং তুমি সুবা বাঙ্গলা অর্থাৎ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা তিন রাজ্যের রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হ'বে। স্নেহবশতঃ গণনার ফল জানিবার জন্য আমি সর্ব্বদা তোমাদের দুইজন ও কুসুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম। তোমাদের স্নেহে আমি যোগপথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কুসুমকে যোগিনী করিতে চেষ্টা করিলাম সে পাগল হইল। কিন্তু সে পাগল হইলেও তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের প্রতি আমার এখনও অধিকার আছে। তুমি যে দিন রামদেব কর্ত্তৃক বন্দী হও, তাহার পূর্ব্বদিন আমাকে মনে ক'রে ছিলে। আমি বন্দী হওয়ার দিন প্রত্যুষে তোমার দ্বারে আসি। আমি ভবিষ্যৎ জানিয়া ভুবন ও হরিকে ছদ্মবেশে দয়ালচাঁদের বাটীতে পাঠাইয়া দেই। দয়াল আমার প্রিয় শিষ্য। যোগবলে পাগলিনীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ক'রে আমি সেই অশ্বত্থমূলে তাহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্ব-লিত করি। আমি একখানি উচ্চ প্রশস্ত শিকড়ের মূলের নিম্নে শয়ন করিয়া, বাহুদ্বয় বিশুষ্ক করতঃ কতকটা কম্বলাবৃত করিয়া বাহিরে রাখি। কারাধ্যক্ষ ও প্রহরীগণকে উগ্র গঞ্জিকা সেবন করাইয়া মত্ত করি। অনন্তর যোগিনী দ্বারা কারাধ্যক্ষের কটিদেশ হইতে কারাগৃহের চাবি লই, ও যোগিনীকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দেই। তারপর যাহা হয় তাহা তুমি জান। যোগিনী আমার শিক্ষায় লৌহশৃঙ্খল ছিঁড়িতে শিখিয়াছে। এখন দেখিতেছি আমার গণনার মূলে বিশ্বাস ভ্রান্ত। তুমি ক্ষুদ্র তিন রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও সীতারাম এক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইল। বাপ আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত হইলেও আমার আক্ষেপের কিছু নাই। তোমরা

বড় রাজা হ'লে কার্য্যের অবসর পেতে না! তোমরা সামান্য সামান্য ভূখণ্ডের অধিকারী হ'য়ে বাঙ্গালি জাতির তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকার ক'রেছ।

শচী। গুরুদেব! অনেক অজ্ঞাত রহস্য জানলেম, জীবনে কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লেম না। সর্ব্ব আশা অপূর্ণ রই'ল। বুঝিলাম বাঙ্গালি জাতির মধ্যে লোক নাই। বাঙ্গালার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। নিঃস্বার্থ-পরতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, একতা ও স্বার্থত্যাগ যতদিন এ জাতি না শিখিবে, যতদিন এ জাতি হিংসার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিতে না পারিবে, ততদিন এ জাতির কল্যাণ নাই। দেব। আপনি জানেন, আমি রাঢ়দেশে একঘরে ও আমার সত্তাপত্নী কলঙ্কিনী।"

গুরু শিষ্যের মধ্যাহ্নকাল হইতে রজনীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অনেক কথা হইল। রজনীর শেষভাগে শচীপতি কহিলেন, "গুরো বিষের বড় জ্বালা, আর বাঁচি না। নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।"

গুরু বাসুদেব রায় যিনি যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কৃষ্ণানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছেন, ধীরে ধীরে শচীপতির চক্ষু জিহ্বা ও হৃৎকম্পন পরীক্ষা করিলেন। তিনি শচীপতির ললাটে লাল বর্ণের একটী ফোটা দিয়া, সজলনয়নে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

শচীপতি অর্দ্ধনিমীলিতচক্ষে বলিলেন, "ভুবনেশ্বরী ও হরি এখানে আছ কি?"

তাঁহারা উভয়ে সমস্বরে কহিলেন, "আছি আছি।"

শচী। আমি চলিলাম তোমরা——

রাণী ভুবনেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমরা নয়। হরি থাকিল। বিবাহের পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মনে কর। আমায় সঙ্গে নিতে হ'বে, আমি বিবাহের দিন হ'তে প্রস্তুত হ'য়ে বসে আছি।"

রাজা রাণীর কথায় কোন উত্তর করিলেন না। তিনি পুনরায় অতি কাতরকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগিনী হরি! ভাই নীল –মা—ধব—ভ—জ—ন—যাই, এ—দে—শে—থা—কি—ও—না। ছে—ছে—ছে।" আর রাজার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহার নিশ্বাস বড় হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় অস্বাভাবিক বৃহৎ হইল। হরিমতী, চন্দ্রমুখী, সুরধুনীর মাতা, খুড়ী মাতা ও ভজনের স্ত্রী প্রভৃতি উচ্চরবে কাঁদিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।





অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সব শেষ।

প্রাসন্তি উষা আসিল। অংশুমালী সহস্র সহস্র লোহিত রাগে রঞ্জিত অংশুমালার কর্ত্তব্যানুরোধে পূর্ব্ব গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া উদয়াচলাভিমুখী হইলেন। তাঁহার ভক্তগণ বিহঙ্গম ·াতি স্ব স্ব আবাসে বসিয়া উচ্চরবে তাঁহার স্তুতি গান আরম্ভ করিল। প্রণয়ী প্রণয়িনী বৃক্ষলতাগণ নিশাবসানে প্রেম আলাপনে বিঘ্ন জানিয়া যেন সক্রোধে শিশির-মুক্তা-মালা ও পুষ্পভূষণ দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অসময়ের তস্করের ন্যায় মারুত হস্তপ্রসারণ করিয়া সে গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া কি ভয়ে কি ভাবিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক সহাস্তে প্রণয়ী-প্রণয়িনী-গণের পৃষ্ঠে উৎসাহের চপেটাঘাত করিলেন এবং একএক চপেটাঘাতে যেন বুঝাইয়া দিলেন, "ভয় কি আবার ত যামিনী আসিল।" কুসুম সুন্দরীগণ অবগুণ্ঠন ফেলিয়া সম্পূর্ণ মুখ বাহির করিয়া যেন করযোড়ে দিনদেব তপনকে প্রণাম করিলেন। নদী সমুদ্র কল্লোল-গানে দিবস রাজ্যের অভিনন্দন করিলেন।

এমন সময়ে শচীপতির গৃহদ্বারে বৃহৎ অশ্বক্ষুরধ্বনি শ্রুত হইল। অবিলম্বে রাজা সীতারাম গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি শচীপতির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই উচ্চরবে বলিলেন,—"হায় হায়! কি দেখিতে আসিয়াছিলাম! কি দেখিলাম! শশী রাহুর পূর্ণ গ্রাসে পতিত। নীলমাধব, ন্যায় পঞ্চানন, জটাধর, গঙ্গাধর, ভজন আর কেন? তোমাদের স্নেহের রাজা, প্রাণের বন্ধু, পরহিতব্রত, স্বার্থশূন্য, বীরবরের শেষ সময় উপস্থিত। সৎকার—সৎকার—সৎকার।"

আর কি লিখিব? অশ্রুসিক্ত লেখনী আর চলে না। সবশেষ হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বীর শচীপতির জীবনবায়ু হরিনামের সহিত মিশিয়া বহির্গত হইল। সীতারাম, নীলমাধব, ন্যায় পঞ্চানন, হরিমতী, চন্দ্রমুখী কর্ম্মবীর ভজন, আজ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া রোদন ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা সীতারাম উন্মত্তের ন্যায় উচ্চরবে কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই শচী! বাল্য বন্ধু শচী! আমার অসময়ের সহায় শচী! আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ শচী! আমাকে এই বিপদসঙ্কুল দেশে ফেলে কোথায় চলে গেলে? তুমি ত সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক। তোমার অঙ্গীকার রক্ষা ক'র্লে কই ভাই? আজ মগের ভয়, কাল পর্ত্তুগীজের ভয়, পরশ্ব নবাবের ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হ'চ্ছে। কে আমার দক্ষিণ দিকে থেকে শত্রু সাগরে, ভীমবিক্রমে অব্যর্থসন্ধানে যুদ্ধ ক'র্বে? কে তোমার মত বিপদবন্ধু স্বজাতির সুহৃদ হ'য়ে নিরীহ বাঙ্গালী প্রজাগণকে রক্ষা কর্‌বে? তুমি বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নরাকার অবতার হ'য়ে দেশের লোকের আশাস্থল, আমার আশাস্থল, এই নব রাজ্যের আশাস্থল হয়েছিলে। তোমার শিশু পুত্র-কন্যার, তোমার প্রিয় ভগ্নীর, তোমার নীলমাধবের, তোমার প্রিয় বিশ্বস্ত ভজনের, তোমার

প্রিয় সুহৃদ রমানাথের চক্ষুজল আজ কে মুছায়? তুমি চলিলে, সধ্যাসতী রাণীভুবনেশ্বরী তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য সেজে বসে আছেন। কাকে কে বুঝাবে? কাকে কে সান্ত্বনা দিবে? যাও ভাই যাও। তুমি বেশ সুসময় চলিলে। পরাজয় কাহাকে বলে ভাই জীবনে জানিলে না। জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, কীর্ত্তি-ধ্বজা উড়াইয়া, যশের অবিশুষ্ক কুসুম মালা গলে পরিয়া অমরধামে চলিলে। তোমার মৃত্যু গৌরবের মৃত্যু। কয়জন তোমার মত দেশের কাজ করে, দেশীয় লোকের সুখ্যাতি শুনতে শুনতে ভবসাগরের পরপারে যেতে পারে। জন্মিলেই মৃত্যু এবং সত্য, গৌরবময় মৃত্যুই সুখময় মৃত্যু। বেশ গিয়াছ ভাই বেশ গিয়াছ।"

এ পর্য্যন্ত বলিয়া সীতারাম লম্ফপ্রদানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উচ্চরবে বলিলেন, "রাজ-স্বজনগণ! রাজ-কর্ম্মচারিগণ! রাজভৃত্যগণ! রাজা দেশের কার্য্যে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন। আর ক্ষোভ পরিতাপ কেন? রাজার অন্তিম সৎকারের জন্য নানাবিধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর এবং প্রাণভরে রাজার পারলৌকিক সুখের কামনায় বল হরি হরিবোল! বল হরি হরিবোল!! বল হরি হরিবোল!!!"

ভৃত্য ভজন ঝণ্টুর মৃত্যুতেও কাঁদে নাই। আজ সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া বাতাহত তরুর ন্যায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আরে রাজা তুই কোথায় গেলিরে তুই কোথায় গেলি। তোর চাঁদমুখের পানে চাহিয়ে তোর দুঃখ বিপদের কথা ভাবিয়ে সেই রাঢ়ভূমের পাহাড় বাস ছাড়িয়ে এই জলে ডোবা দেছে এছেছি। এখন কাহার মুখ দেখে বাঁচিব রাজা এখন কাহার মুখ দেখে বাঁচিব? তুই করম পুরুষ ছিলি, তোর সঙ্গে সঙ্গে করম ফুরাইল, ধরম ফুরাইল। আজ হ'তে জনম অকরমন্ত হ'লো! বুড্ডাকে ফেলেরে রাজা তুই যুবা বয়ছে চলিয়া গেলি? তোর কি এবুড্ডার কথা একবার মনে হইল নারে? তোর ছঙ্গে ছঙ্গে বাঘ ভালুক মেরেছি।

বাঘ ভালুক অপেক্ষা ভয়ঙ্কর পাঠান দস্যুর ছজে জুঝেছি। সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত বর্গির ৩ে রায়ালের নিয়ে মাথা পেতে দিয়েছি। মঘের তীর বুক পেতে নিয়েছি। তুই আজ এ ছব কথা কিছুই মনে করিলিনেরে রাজা কিছুই মনে করিলিনে? তুই তেমন ছেলে নহিছরে রাজা তুই তেমন ছেলে নহিছ। তুই ইচ্ছা করে যাইছ নাই।" দুরন্ত কাল তোরে বেঁধে নিয়েছে। বাবা তুই ছরগে চলে যা। তোর করম ফুরাইল তুই যাইলি, আমার করম ভোগ এখন আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভুগিব।"

রুরিমতী ও চন্দ্রমুখীর এখন বিলাপ করিবার উপায় নাই। রমানাথ নীলমাধব প্রভৃতিরও সেই দশা। শচীর পুত্র হরিমতীকে ও কন্যা চন্দ্র-মুখীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কাঁদিলে তাহারা কাঁদে। কেহ অশ্রুমোচন করিলে তাহারা চক্ষুজল বিসর্জ্জন ক'রে, সকলে শোকতুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

রাজার সৎকারের সকল দ্রব্য সংগ্রহিত হইল। ভুবনেশ্বরী কিংশুক বসন পরিয়া সর্ব্বরত্নালঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়া ফুল সাজে সাজিয়া ললাটে সিঁন্দুর ও সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়া রাজার অনুমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল এবং তাঁহার মুখশ্রী অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময়ী। তিনি শ্মশানে গমনকালে বলিলেন,—

শুন সব সখীগণ, যাইতেছি এইক্ষণ,
ক'রেছি জীবনে কত দোষ অপরাধ।
জীবনের ধ্রুব তারা, হয়েছি সবে হারা,
সেধেছে অকালে বিধি বড় বিসংবাদ।
মুখে না সরিছে কথা, মনে র'লো বড় ব্যথা,
শিশু পুত্রকন্যা হরি দিয়ে গেনু তোরে,

বাছাদের কেহ নাই, চলে যাস নিজ ঠাঁই,
বাপের পৈত্রিক দেশ দিস্ খোকাটারে।
আমার বাপের ধন, ভূসম্পত্তি নিকেতন,
দিস্ মোর খুকি যবে হইবেক বড়।
হইতে কুলীন ঘর আনিয়ে সুন্দর বর
বিবাহ করয়ে তারে করে দিস্ দড়॥
খাও মোর খাও মাথা, রেখ রেখ মোর কথা,
আমাদের তরে নাহি ফেল অশ্রু জল।
তোমরা কাঁদিলে সবে খোকা খুকি দুঃখ পাবে
তাহারাও কেঁদে কেঁদে হইবে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণ, প্রণাম কর গ্রহণ,
জনমের মত মোরে করগো বিদায়।
পতি সঙ্গে যাই চলি, তোমাদের সবে ফেলি,
পতির বিহনে হেথা টেকা মোর দায়॥
ক্ষমা কর সখিগণ, ক্ষমা কর সর্ব্বজন,
করেছি অকর্ম্ম কত বলিতে না পারি,
কর্ত্তব্য কঠিন দায়, পারি নাই কিছু হায়,
হারির জীবন এই চলিলাম হারি।
বাড়ীঘর পুষ্পবন, হাতী ঘোড়া অগণন,
তোরাও আমার দোষ করিবি না মনে,
ভাবি মোরে অতি হীন, দীনের চেয়েও দীন,
বিদায় করহ সবে হতভাগা জনে।
যে কিছু বলেছি মন্দ, করেছি অনেক দ্বন্দ্ব,
সব ভুলে যাও আজ বিদায় সময়ে,

যুক্ত করি দুইকর, ডাক সবে চক্রধর,
পতিপদ যেন ভাবি সতত হৃদয়ে।
পতি সেবা নারীধর্ম্ম, পতিহিত নারীকর্ম্ম,
মরিলেও সঙ্গে মরা পরম্ মঙ্গল,
তাই আমি যাই চলে, সংক্ষেপে সকলে বলে,
ফেলনা মোদের তরে কেহ নেত্রজল।

স্রোতস্বতী কুলকুলনাদিনী নবগঙ্গা নদীতটে কালিকাতলা নামক মহাশ্মশানে চিতা সজ্জিত হইল। রাণী ভুবনেশ্বরী রত্নাদিখচিত আভরণ সমূহ দীন-দুঃখীগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তিনি পতিশব আলিঙ্গন করিয়া মুদিতনয়নে পতিপদ চিন্তা করিতে করিতে পতিপার্শ্বে চিতায় শয়ন করিলেন। ঘৃত ধূপ ধূনাসিক্ত শাল ও চন্দন কাঠের চিতা গর্জ্জন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অগ্নি-শিখা গগণস্পর্শী হইল। সুখ বা দুঃখের কোন শব্দ ভুবনেশ্বরীর মুখ হইতে কেহ শুনিতে পাইলেন না। কেহ কেহ অনুমান করিলেন চিতায় আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ভুবনেশ্বরীর প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়াছিল। দাহক ও সৎকারকগণের হরিবোল হরিবোল রবে দিগন্ত কম্পিত হইতে লাগিল।

এমন সময়ে কুসুম আভরণে বিভূষিতা, অক্ষমালা গলদেশে প্রলম্বিতা, ললাটে সিঁন্দুর অনুলিপ্তা, মুক্তকেশা, গৈরিক-বসনপরিহিতা পাগলিনী যোগিনী "হরিবোল হরিবোল," বলিতে বলিতে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখ ও নয়নযুগল অনৈসর্গিক তেজোময় ও উজ্জ্বল। সে চিতার চতুর্দ্দিকে নাচিতে নাচিতে গাহিতে লাগিল।

আমায় চিন্‌তে পারনি আমি পাগলিনী
ধূর্জ্জটির গৃহিণী আমি এখন রাজরাণী।

জীবনের খেলা ধুলা সব হ'ল শেষ,
এখন হরিবে আমি যাই নিজ দেশ।
মনে মনে ছিনু আমি শচীর গৃহিণী
মনে মনে হ'য়েছিনু আমি রাজরাণী।
ঝণ্টুর করেছি ঘর করি ব্যভিচার,
করেছি এ হেন পাপ দণ্ড নাহি যার।
গুরু যোগশক্তি বলে ভুলায়ে আমায়,
দুদিনের তরে দিল পূজিতে তাহায়।
তাহার মরণে পুন আসিল বিকার,
পরিনু গলায় পুন ভুজঙ্গের হার।
শচী শচী ভাবি আমি হইনু পাগল,
শচীর কল্যাণ হেতু ভ্রমি সর্ব্বস্থল।
গিয়েছেন পতি মোর করি বহু ধর্ম্ম,
ফুরাল জীবনে আজ মোর সব কর্ম্ম।
পশিব পশিব ত্বরা চিতার ভিতরে,
দেখিব দেখিব কভু পাই কিনা তাঁরে।

এই বলিয়া যোগিনী প্রদীপ্ত গগনস্পর্শী অগ্নিশিখায় লম্ফ প্রদান করিল। চতুর্দ্দিকে হরিবোল রব একটু থামিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে সেই "হরিবোল" রব দ্বিগুণতর শব্দে উচ্চারিত হইতে লাগিল। সব শেষ হইল। সব ফুরাইল। মনুষ্যজীবনের পরিণাম যাহা হয় তাহাই হইল।

উপসংহার।

সীতারাম হরিমতী ও নীলমাধবকে এ দেশে থাকিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন না। সীতারাম যথাসময়ে যথানিয়মে মহাসমারোহে শচীপতির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। শ্রাদ্ধ অন্তেই নীলমাধব ও রমানাথ শচীপতির রাজ্য রাজধানী ও রাজবিভব রাজা রামদেবকে দিয়া শচীপতির পুত্র কন্তা দুইটীকে ও ভজন প্রমুখ অধিকাংশ অনুচরবর্গকে লইয়া বীরভূম চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বীরভূমে রাখিয়াই একেবারে বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন। শচীপতির নাদুখালি রাজ্যের ছয় বৎসরেই অভ্যুত্থান ও পতন হইল।

কালে সর্ব্ববিধ্বংসিনী শক্তিতে নাদুয়ালী রাজধানীর সকল চিহ্নই প্রায়লোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার ক্ষুদ্র নবগঙ্গা নদীর পরপারে শচীপতির দীঘি পুষ্করিণীর চিহ্ন ও একটী উচ্চস্থান মাত্র দৃষ্ট হয় কিন্তু এখনও রাজার পুষ্করিণী, রাজার ঘাট, রাজার গড়ীর নাম শ্রুত হইয়া থাকে। রাজা শচীপতির মৃত্যু ও রাণী ভুবনেশ্বরীর সহমরণের কথা রাঢ়দেশে প্রচারিত হইলে সর্ব্বত্র হাঁহাকার রব উঠিল শচীপতির বিরুদ্ধদলের নেতৃগণের যারপর নাই অনুশোচনা উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের বিষম ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

তাঁহারা সকাই শচীপতির সৎসাহসের জন্ত তাঁহাকে ধন্তধন্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহা বুঝিলেন শচীপতি নররূপী দেবতা ছিলেন। তাঁহার সৎসাহস প্রসংশনীও দেবদুর্ল্লভ। রাঢ়ের দলাদলি মিটিল। শচীপতির শিশু পুত্রকন্তাসকলের সহানুভূতি ও আদর যত্ন পাইল। হিংসা দ্বেষ ইহজগতে—পরজগতে, নয়। পরলোকগত শচীপতিকে আর কে

হিংসাদ্বেষ করিবে? ভুবনেশ্বরীর মাতা বহুদিন হইল স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। শচীপতির জন্য সমগ্র রাঢ়দেশ কাঁদিল। অনুতপ্ত ব্যক্তিগণের বহুগুণ সহানুভূতি ও যত্ন আদর নিয়ত পিতৃমাতৃহীন পুত্রকন্যা লাভ করিতে লাগিল। রমানাথ ন্যায়পঞ্চানন ও চন্দ্রমণী দেবী, এবং নীলমাধব ও হরিমতী কৃতজ্ঞ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন বলীয়া সসম্মানে ও সমাদরে গৃহিত হইলেন।

